বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

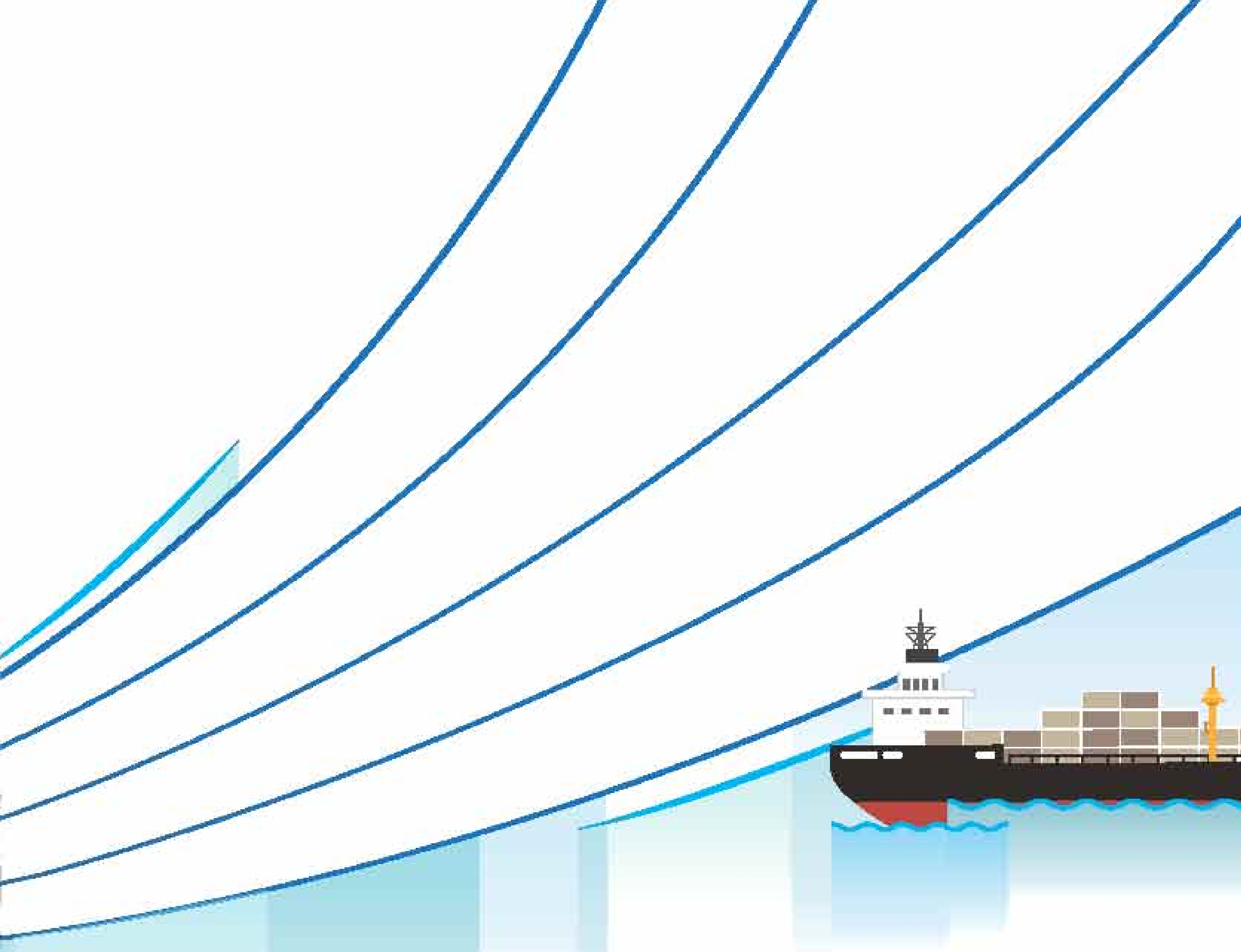

"একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।"

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

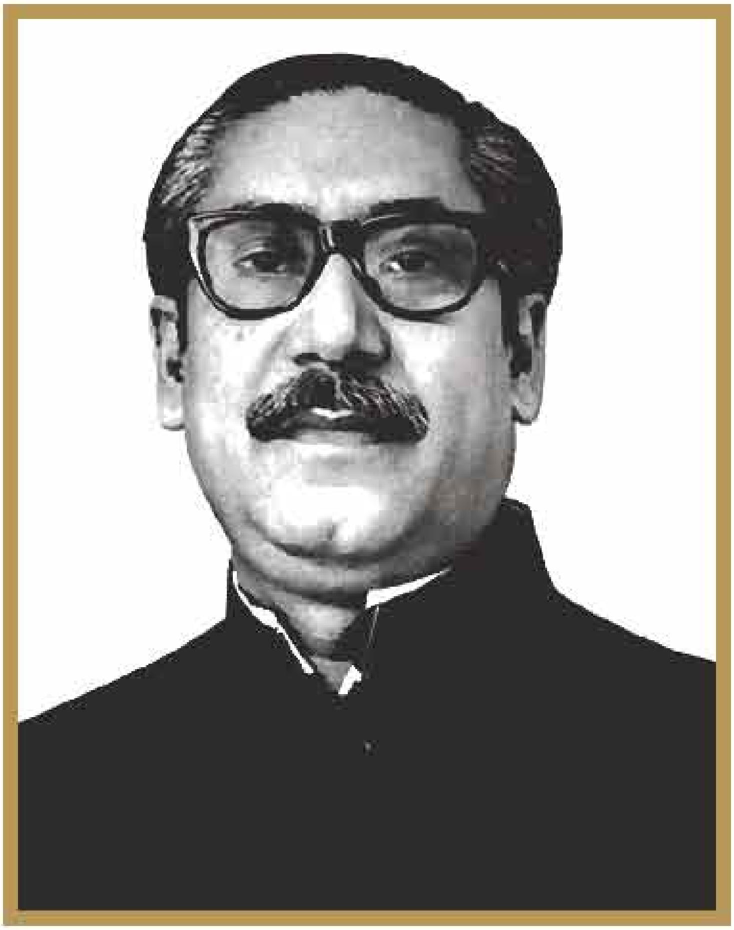

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

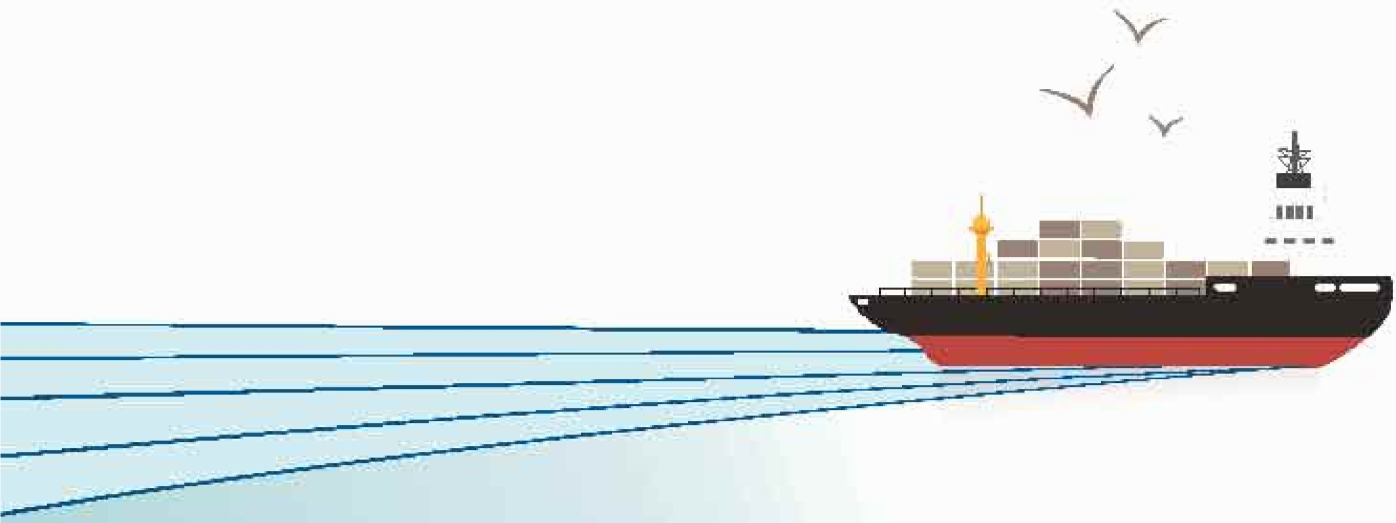

প্রতিমন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলার স্বাধীনতা এবং গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। বাঙালির আর্থসামাজিক মুক্তি তথা সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে নতুন স্বপ্ন, নব উদ্যমে, দৃঢ় সংকল্প ও প্রত্যয়ের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে স্বপ্নপূরণের সে পথেই হাঁটছে আজকের বাংলাদেশ। বর্তমান সরকারের অসীম সাহস ও গতিশীল নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি, আত্মসম্মানের প্রতীক পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ বাংলাদেশকে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক হলো উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে একটি উন্নত ও উন্নয়নমুখী নৌপরিবহন ব্যবস্থার বিকাশের লক্ষ্যে সমন্বয় ও পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা। পরিবেশ বান্ধব, জনকল্যাণমুখী ও স্বল্প ব্যয়ের এই নৌপরিবহন খাতটিকে এগিয়ে নিতে সরকার বদ্ধ পরিকর। এলক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবছর প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার এডিপি বাস্তবায়ন করছে। মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের একমাত্র গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ায় রাবনাবাদ চ্যানেলে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দরের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ, বে-টার্মিনাল নির্মাণ এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্দর সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং অর্থনীতিতে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। এছাড়া নৌশিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে মেরিন একাডেমির পাশাপাশি এনএম আই, মাদারীপুর নির্মাণসহ আরও ৪টি এন এম আই স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুসারে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ সচল করার লক্ষ্যে ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান আছে এবং এলক্ষ্যে ড্রেজারসহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ যাত্রীসেবা প্রদান করা সহজতর হবে।

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে "রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, যার অন্যতম একটি অভীষ্ট হলো বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা। এছাড়া বাংলাদেশ নামক ব-দ্বীপটা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য উন্নত-সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে শতবর্ষী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ডেল্টা প্ল্যান ২১০০। যেটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জলবায়ুর অভিঘাত হতে রক্ষার পাশাপাশি মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং এ লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতি, মত, ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকে এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সামিল হলে প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হবে। আশাকরি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও বাস্তবমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে এবং সরকারের উন্নয়নের সুফল মানুষের দোরগোড়ায় পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হবে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাবরের মতো এবারও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জানাই ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম.পি.

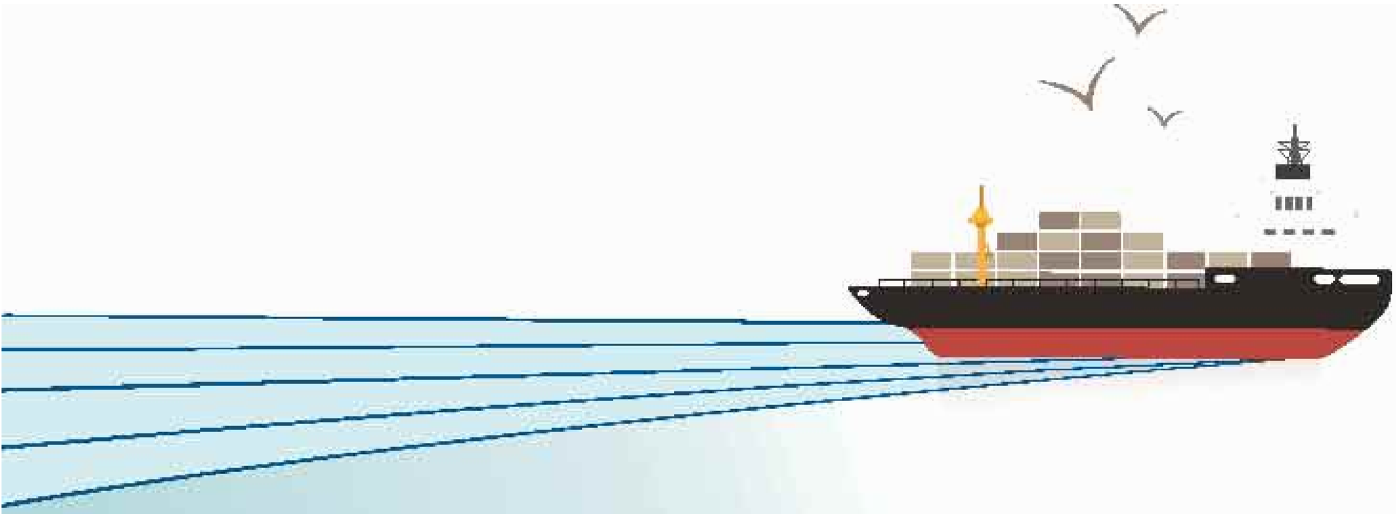

সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

প্রসঙ্গ কথা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়ার। যেখানে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা-শোষণ মুক্ত, বঞ্চনামুক্ত-সমতাভিত্তিক ও অসাম্প্রদায়িক। বঙ্গবন্ধু দেশের পুনর্গঠন তথা অবকাঠামো উন্নয়নে আমূল সংস্কার সাধন করেছেন। এছাড়া তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন তা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) প্রতিফলিত হয়েছিলো। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় দেশের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেছিলেন। অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় নৌপরিবহন সেক্টরের উন্নয়নে গ্রহণ করেছিলেন ব্যাপক পরিকল্পনা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পোর্ট ও শিপিং এবং ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রণালয় নিজের দায়িত্বে রেখে চট্টগ্রাম বন্দরের চ্যালেঞ্জসমূহকে অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে নিরসন করে সদ্য স্বাধীন দেশের প্রধান বন্দরকে বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে যুক্ত করেছিলেন। এছাড়া জাতীয় নৌরুট পুনরুজ্জীবিতকরণ ও আন্তর্জাতিক রুটের কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি ও বিএসসি'র জাহাজ ক্রয় এবং মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নৌশিক্ষার প্রসার ও কার্যকরি মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নসহ বঙ্গবন্ধুর সুদূর প্রসারী উদ্যোগের কারণে বাংলাদেশের নৌপথ ও নৌপরিবহন খাত ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আজ তাঁরই উত্তরাধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ নিম্ন আয়ের দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ২০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা 'রূপকল্প ২০৪১' এর বাস্তব রূপায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং গ্রহণ করা হয়েছে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সম্ভাবনার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত যাত্রাপথসমূহ নির্দিষ্টকরণ এবং এই নৌপথসমূহের নাব্যতা উন্নয়নসহ নৌবন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে। এছাড়া সমুদ্রবন্দরসমূহের আধুনিকায়নসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও প্রতিটি বন্দরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হবে। কৌশলগত ড্রেজিং ও নদীপথের নাব্যতার উন্নয়নের মাধ্যমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। নদীমাতৃক

বাংলাদেশের নৌপথকে নিরাপদ, যাত্রীবান্ধব, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং একটি কার্যকরি অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নৌবন্দরসমূহের আধুনিকায়ন, নৌপথ সংরক্ষণ, নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন, নৌপথে নৌযান উদ্ধার কাজে উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া নৌপথের আধুনিকায়ন, দেশব্যাপী নদীর তীরভূমি রক্ষা, নদীর তীরভূমিতে পর্যটন বান্ধব স্থাপনা নির্মাণ এবং ঢাকা শহরের চারদিকে নাব্য ও প্রশস্ত বৃত্তাকার নৌপথে যাত্রি ও মালামাল পরিবহনে কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থাসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের সময়কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরি জাহাজ বহরে বিভিন্ন ধরনের ৭০টি নৌযান নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে। দেশের অন্যতম তৃতীয় সমুদ্র বন্দর এবং সরকারের ফাস্ট ট্রাকভুক্ত প্রকল্প পায়রা বন্দরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় দেশের একমাত্র গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মোংলা বন্দর ভালভাবে সচল করার জন্য জাতির পিতার উদ্যোগে ড্রেজিংকৃত মোংলা-ঘাসিয়াখালী চ্যানেল পুনরায় ড্রেজিং করা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপথগুলোর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির পথ সুগম করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যকে সহজ করার লক্ষ্যে নেপাল, ভুটান ও ভারতের সঙ্গে নৌপথে বাণিজ্য বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ব নৌবাণিজ্য অর্থনীতিতে অবদান রাখা এবং নৌশিক্ষার প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে মেরিন একাডেমী স্থাপনের পাশাপাশি এনএমআই নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন, বে-টার্মিনাল নির্মাণ, চিলমারী এলাকায় নদীবন্দর নির্মাণ, বাঘাবাড়ি নদী বন্দরকে আধুনিক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গোমতী নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার; যাদুকাটা, ঝিনাই, বংশী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি হাওড় অঞ্চলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; সাংগু, মাতামুহুরী ও রাঙামাটি, বেগামুখ নৌপথ খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া খুলনা বিভাগের নদীগুলির নাব্যতার উন্নয়ন, ঢাকা শহরের চারপাশে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যাসহ অন্যান্য নদীগুলিকে ড্রেজিং এর মাধ্যমে সচল করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহের পানি আবর্জনামুক্ত করার জন্য সহায়ক জলযান রিভার ক্লিনিং ভেসেল সংগ্রহ; চট্টগ্রাম, হাতিয়া থেকে ভাসানচরের সাথে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার নদীগুলো খননের মাধ্যমে নাব্যতার উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার এবং নারায়ণগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ও বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এই সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে দেশের অর্থনীতি যেমন আরও সচল হবে, গতিশীল হবে, তেমনি উন্নত হবে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির সমন্বয়ে এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোঃ মোস্তফা কামাল

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর আইন ২০২২ গেজেট আকারে জারি করা হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন আইন ২০২৩ ও বাণিজ্যিক নৌপরিবহন আইন ২০২৩ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জিওবি খাতে ৩৭৪১.৮৩ কোটি টাকা, প্রকল্প ঋণ খাতে ৪৭৫.৭৮ কোটি টাকাসহ মোট ৪৬৪৩.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এছাড়া নিজস্ব অর্থায়নে ৪২৫.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

- গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মোট অগ্রগতি ৮৬.৪৯%। জিওবি খাতে ৯২.৪৮%, প্রকল্প ঋণ খাতে অগ্রগতি ৬৫.২২% এবং নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পেরসমূহের অগ্রগতি ৬০.৪৬%। এছাড়া গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ০৭ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা উন্নয়নে প্রায় ৩,৭০০ কিঃমিঃ নৌপথ নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যা ১০,০০০ কিঃমিঃ উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া সারাবছর নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ৬,০০০ কিঃমিঃ নৌপথ নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং কাজের জন্য ৩৮টি ড্রেজার ও ২৩৮টি আনুষংগিক নৌ-সহায়ক জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে। আরোও ৩৫টি ড্রেজার সংগ্রহ কাজ চলমান রয়েছে।

- লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শিপিং জার্নাল লয়েডস লিস্ট এর জরিপে ২০০৯ সালে ৯৮তম অবস্থান নিয়ে প্রথমবারের মত চট্টগ্রাম বন্দর শীর্ষ ১০০টি কনটেইনার পোর্টের তালিকায় নিজের স্বীকৃতি অর্জন করে। ২০২২ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৬৪তম অবস্থান অর্জন করেছে।

- চট্টগ্রাম বন্দরের ISPS Code বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহির্গামী/আগমনমুখী গেইটে কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন প্রকল্পের ০২টি Fixed X-Ray Container Scanner স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান আছে।

- ২০২২-২০২৩ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৩০,০৭,৩৪৪ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ১১,৮২,৯৬,৭৪৩ মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডলিং করেছে এবং ৪,২৫৩ টি রেকর্ড পরিমাণ Vessels চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করেছে।

- কর্ণফুলী চ্যানেলের বাইরে বঙ্গোপসাগরের তীরে বে-টার্মিনাল নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বে-টার্মিনালের Master Plan এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বে-টার্মিনালের Breakwater & Access Channel এর জন্য অপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বে-টার্মিনালের Business Case প্রস্তুতের জন্য Transaction Advisor কাজ করছে।

- মাতারবাড়িতে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর টার্মিনালের নির্মাণের লক্ষে "মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ চলমান আছে। মাতারবাড়ী টার্মিনাল বাস্তবায়িত হলে ডিপ ড্রাফট ভেসেল তথা ১৬ মিটার বা ততোধিক গভীরতা সম্পন্ন বাণিজ্যিক জাহাজ গমনাগমন করতে সক্ষম হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করবে।

- চট্টগ্রাম বন্দরের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি সামাল দেয়ার লক্ষ্যে এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) নির্মাণ অন্যতম। ইতোমধ্যে উক্ত কন্টেইনার টার্মিনালটি বাৎসরিক ৪.৫০ লাখ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে সক্ষম।

- সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ইউরোপ ও চায়না এর সাথে সরাসরি জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। এতে পণ্য পরিবহণের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬ লক্ষ বর্গমিটার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ইয়ার্ডসমূহে কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা ৪৯,০১৮ TEUs হতে ৫৩,৫১৮ TEUs এ উন্নীত হয়েছে।

- বর্তমান ও ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং কন্টেইনার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে ৯০,৫২১ বর্গমিটার ও ৪০০০ টিইইউএস ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নিউমুরিং ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড চালু হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজগুলোকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নৌযানের বার্থিংয়ের নিমিত্তে ২২০মি x ২০মি দীর্ঘ সার্ভিস জেটি চালু হয়েছে।

- নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা আধুনিক, সাশ্রয়ী ও যাত্রী বান্ধব করার লক্ষে পুরাতন ২৫টি নদী বন্দর আধুনিক ও সংস্কারের পাশাপাশি নতুন ১৮টি নদী বন্দর ঘোষণা ও স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা, বরিশাল, পটুয়াখালী নদী বন্দরকে আধুনিক নদী বন্দরে রূপান্তর করা হয়েছে এবং গোয়ালন্দ, ভৈরব, আশুগঞ্জ, বরগুনা, ভোলা, নগরবাড়ী, মেঘনা, ঘোড়াশাল, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ নদী বন্দর স্থাপনা নির্মাণ ও কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন নদী বন্দরে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে ১৩৬টি নতুন জেটি ও ১৬টি গ্যাংওয়ে নির্মান করা হয়েছে।

- নতুন নগরবাড়ীতে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আশুগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে ০২টি আধুনিক কার্গো টার্মিনাল, ঢাকা শ্মশানঘাট, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুরে ০৩টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ও নারায়ণগঞ্জে ০১টি আধুনিক নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ উপকূলীয় অঞ্চলে ১৫টি জেটি, ল্যান্ডিং স্টেশন ও ভেসেল সেন্টার সেন্টার সহ নৌ-টার্মিনাল নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

- উপকূলীয় অঞ্চলের জলপথের নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ করার লক্ষ্যে সন্দীপন্থ গুপ্তছড়া, চট্টগ্রামস্থ কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণসহ ল্যান্ডিং স্টেশন, পার্কিং ইয়ার্ডসহ অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া মিরসরাই সহ কুমিরা গুপ্তছড়া, টেকনাফ প্রত্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নৌপথে যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা সদৃঢ় করার লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক ১৯৫১ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

- সারাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে প্রায় ৪৮০টি ঘাটের বিপরীতে ১৮২টি ছোট/বড় আকারের পন্টুন স্থাপন এবং ৪৫০টি পন্টুন ডকিংয়ে স্থাপন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথে নৌযান চলাচলে সহায়তার লক্ষ্যে ১০০টি লাইটেড বয়া-৫০টি, স্পেরিক্যাল বয়া-৫০টি, ৫৩টি ডিজিটাল গেজ স্টেশন ও অবকাঠামো উন্নয়ন সহ আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের নৌপথে যাতায়াত সুবিধার্থে ঘাট সমূহে ৫০টি এসপি পন্টুন, ১১টি ফেরী পন্টুন ও ৪৫টি এমপি পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে।

- বিআইডব্লিউটিএ সারাদেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থায় সেবা প্রদানের মাধ্যমে ঘাট/পয়েন্ট, নদীর তীরভূমি, শিল্প লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০.০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করছে। যা জাতীয় রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

- নৌপথে যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা নিরসনের পাশাপাশি ৫৫ ধরণের মালামালবাহী নৌযান-রুট পারমিটের আওতায় আনা হয়েছে। গত ১৪ (চৌদ্দ) বছরে নৌপথে প্রায় ৪১.০০ কোটি মেট্রিকটন পণ্য এবং ৩১৫ কোটি যাত্রী নৌপথে নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে যাতায়াতে পরিবহনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ-ভারত নৌ-ট্রান্সশিপমেন্ট চালু করে কোলকাতা-আশুগঞ্জ-ত্রিপুরা নৌপথ ও সড়কপথে পণ্য পরিবহন ও পর্যটন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

- নৌপথে নাব্যতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে নৌরুট চিহ্নিতকরণে অভ্যন্তরীণ নৌপথে ২৯,৫০০ কিঃমিঃ এবং উপকূলীয় নৌপথে ৮,২৫০ কিঃমিঃ হাইড্রোগ্রাফিক জরীপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জরীপ কাজ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিপিএস স্টেশন সমূহকে সময়োপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

- সারাদশের অভ্যন্তরীণ নদীর তীরভূমি দখল-দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা ভূমিতে ৭০০০টি সিমানা পিলার স্থাপন, ১০০০০টি বৃক্ষরোপন, ৪০ কিঃমিঃ ওয়াকওয়ে, ০৬টি জেটি, কি-ওয়াল, ০৩টি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। নদী দূষণ রোধকল্পে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদী হতে বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা শহরের চারিদিকে প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে তুরাগ নদী হতে বর্জ্য অপসারণ কাজ চলমান রয়েছে।

- বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বিআইডব্লিউটিসি ২৩টি ফেরি, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ১২টি ওয়াটার বাস, ৪টি সি-ট্রাক, ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার ও ৪টি কন্টেইনারবাহি জাহাজসহ মোট ৪৯টি বাণিজ্যিক নৌযান এবং ২১টি সহায়ক নৌযান (পন্টুন) সহ সর্বমোট ৭০টি নৌযান নির্মাণপূর্বক সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।

- গত ২৭/০৩/২০২৩ তারিখে মোংলা বন্দরের জেটিতে প্রথম বারের মত ৮মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডেল করা হয়েছে। মোংলা বন্দরের মাধ্যমে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পদ্মা সেতু, রূপসা রেল সেতুর নির্মাণ সরঞ্জাম এই বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।

- পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং-এর আওতায় মূল ড্রেজিং কার্যক্রম গত ২৬ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রেজিং সম্পাদনকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান উক্ত তারিখে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষকে ১০.৫ সিডির চ্যানেল হস্তান্তর করেছে। ফলে অধিক ড্রাফট ক্ষমতা সম্পন্ন মাদার ভেসেল বন্দরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছে।

- ক্যাপিটাল ও মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং স্কিম এর আওতায় রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ফলে পায়রা বন্দরে ১০.৫ মিটার গভীরতা ও ৪০-৪৫ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ বন্দরে নিয়মিতভাবে আগমন করছে।

- ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে 'পায়রা প্রেপারেটরি' স্কুলের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পায়রা বন্দরের কর্মকর্তাদের জন্য অফিসার্স কোয়াটার (৫ম তলা পর্যন্ত) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া স্টাফ কোয়ার্টার ও আনুষঙ্গিক সুবিধা গড়ে তোলার জন্য ভূমি উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

- 'পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (DISF)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫,৩৯০.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় ডিটাইল 'Master Plan' প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটির আওতায় ৪ লেন বিশিষ্ট ৫.২২৩ কিলোমিটার শেখ হাসিনা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে যা বন্দরটিকে ঢাকা-পটুয়াখালী মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত করেছে। অভ্যন্তরীণ নৌরুটে ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বন্দরটি ব্যবহার করে দ্রুত সময়ের মধ্যে নৌরুটে অধিক পরিমানে পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ২,৬০৫টি বাড়ি নির্মাণ এবং ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির ৪,২০০ জন সদস্যকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্পন্ন হয়েছে।

- "পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ (PPFT)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুবিধাদিসহ ৬৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের জেটি ও ৩.২৫ লক্ষ বর্গমিটারের ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আন্ধারমানিক নদীর উপর ১.২ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সেতু ও ৬.৩৫ কিঃমিঃ ছয় লেন বিশিষ্ঠ সংযোগ সড়ক নির্মাণেরর কাজ চলমান রয়েছে।

- বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত "গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় ৭৫.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আরসিসি ইয়ার্ড, ০২টি ওয়্যারহাউজ, ০৪টি ওয়েব্রীজ স্কেল, টয়লেট কমপ্লেক্স, ড্রেইন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি কর্তৃক ১৭/০৫/২০২৩ তারিখে গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের উদ্বোধন করা হয়েছে।

- জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া-কামালপুরে ১৫.৮০ একর জমি অধিগ্রহণ করে ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর নামে একটি আধুনিক স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। এর আওতায় আরসিসি ইয়ার্ড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওয়্যারহাউজ, ওয়েব্রীজ স্কেল, টয়লেট কমপ্লেক্স, ড্রেইন, সীমানাপ্রাচীর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রায় ২৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে বন্দরটি গত ২১ মে ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে।

- চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় "জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড ওয়েল মাদার ট্যাংকার এবং ০২টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮-০৪-২০২৩ খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬২০.৭৭০৬ কোটি টাকা (প্রকল্প ঋণ ২৪৮৬.৩০৮৮ কোটি টাকা এবং বিএসসি'র নিজস্ব অর্থ ১৩৪.৪৬১৮ কোটি টাকা) এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৪টি জাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে সিসিজিপি'র সুপারিশ গত ১৭-০৭-২০২২৩ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বর্ণিত জাহাজসমূহের জন্য জাহাজ নির্মাণ ও ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ৪টি জাহাজ (০২টি ক্রুড ওয়েল মাদার ট্যাংকার প্রতিটি ১১৪,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন এবং ০২টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার প্রতিটি ৮০,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন) নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক নদ-নদীর প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয়ে SPARRSO-এর মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদীর Hydro-morphological এবং Geo-Technical Study সম্পন্ন করা হয়েছে।

- নদী ও সম্পদ রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে দেশের সকল বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ বিষয়ে সেমিনার, মতবিনিময় সভা, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া, ফেইসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে প্রচারের কাজ চলছে।

- ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে প্রী-সী কোর্সে প্রতি ব্যাচে ১০০ জন থেকে ৩০০ জনে উন্নতি করে অর্থাৎ বছরে ২টি ব্যচে মোট ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণের প্রদানের মাধ্যমে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ, সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডলিং এবং দুর্যোগপুর্ণ আবহাওয়ায় জরুরী উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য ৭৬৭২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

- ইকুইপমন্টেসহ কন্টেইনার টার্মিনাল, হ্যান্ডলিং ইর্য়াড, ডেলিভারী ইয়ার্ড, সার্ভিস ভেসেল, মেরিন ওয়ার্কসপ কমপ্লেক্স, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্স, ওভারপাস, বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা ও বন্দর ভবন সম্প্রসারণ এবং ৮টি জলযান সংগ্রহরে লক্ষ্যে ৬০১৪৬১.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

- মোংলা বন্দরের জেটি পর্যন্ত ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টির জন্য ইনার বার এলাকায় ৭৯৩৭২.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১৬.০৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর জন্য "পশুর চ্যানলেরে ইনার বারে ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

- মোংলা বন্দর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমুদ্রগামী জাহাজ কিংবা তেলবাহী ট্যাংকার দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হলে উক্ত জলযান দ্বারা তা সংগ্রহ করে অপসারণের জন্য ১টি নিঃসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে।

- মোংলা বন্দররে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইকুইপমন্টেসহ ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ কাজ কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে পিপিপি'র আওতায় ৪১৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে “মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত “সারফেস ওয়য়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সমুদ্রগামী জাহাজ, বন্দর অফিস ও আবাসিক এলাকাসহ মোংলা বন্দর সংলগ্ন বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমূহের সুপেয় পানির চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

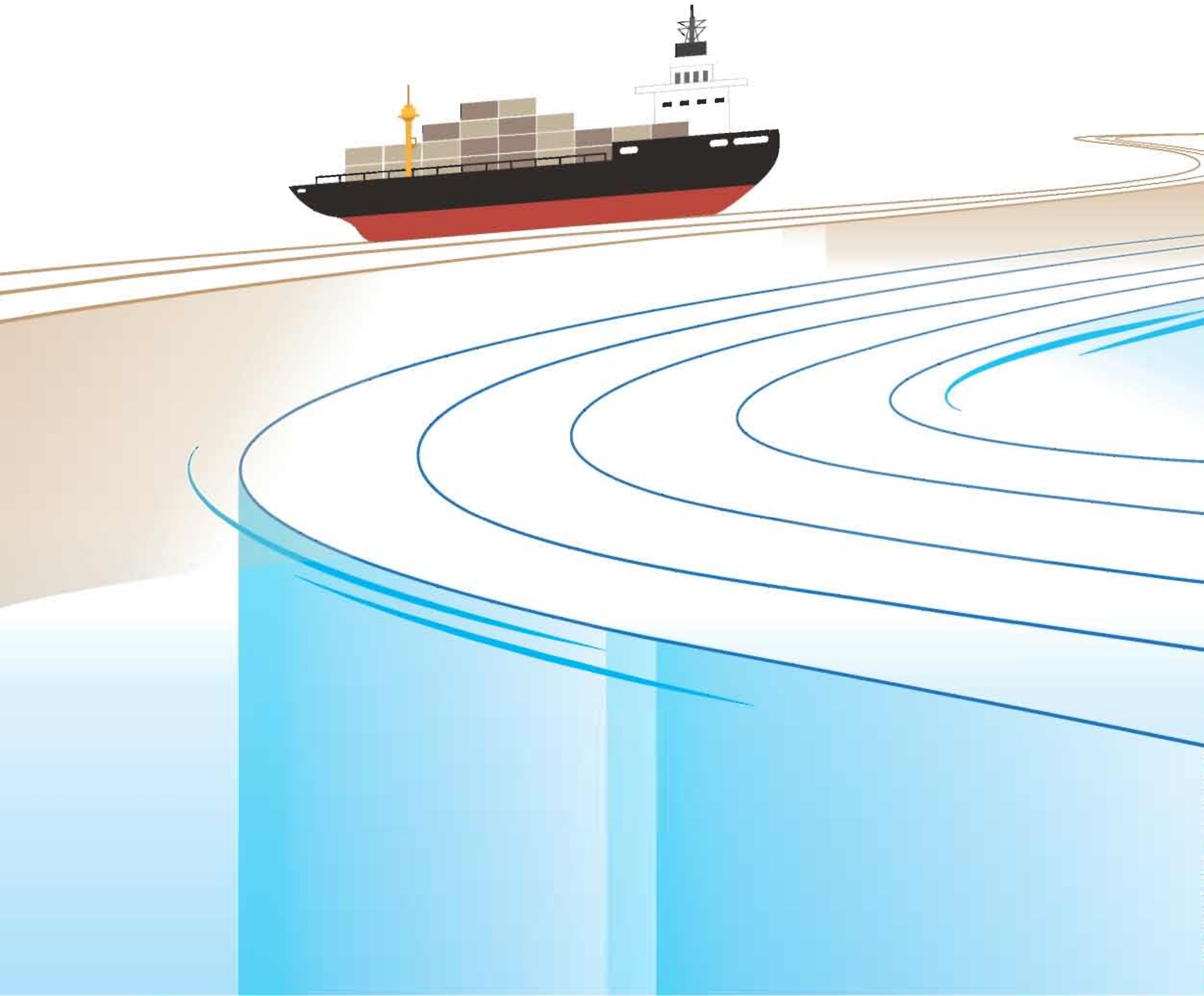

সূচিপত্র

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ (গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বশেষ অগ্রগতি)	১৯
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং উক্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন	২৯
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন	৩৯
সুনীল অর্থনীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা	৫২
ডেল্টা প্ল্যান-২১০০	৫৬
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	৬৮
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	৭৩
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	৮৮
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	১০০
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	১০৮
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ	১২২
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন	১৩৮
নৌপরিবহন অধিদপ্তর	১৪৮
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	১৫৬
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	১৬২
নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর	১৭৪
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম	১৮২
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনা	১৯০
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল	১৯৪
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর	২০২
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, সিলেট	২১০
ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট	২১৪

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বশেষ অগ্রগতি

ক্র.নং	অনু.	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	৩.২	(ক) ব্যাপক খনন পরিকল্পনা হিসেবে আগামী মেয়াদে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) কিলোমিটার নৌপথ খনন করা হবে। আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরের সাথে অভ্যন্তরীন নৌপথ গুলোর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি সুগম করা হবে।	সরকারের বর্তমান মেয়াদে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন করার লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ হতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।	সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক দশ হাজার কিলোমিটার নৌপথ উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌপথ এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরের সাথে সংযোগ স্থাপন করার কাজ চলমান। যার মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৪ বছরে সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার নৌপথ নাব্য করা হয়। চলমান এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বাকি নৌপথ খনন কাজ সম্পন্ন হবে। নৌপথ খনন পরবর্তী অভ্যন্তরীণ নৌপথের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি সুগম করা হবে। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় ৩টি প্রকল্পের অধীনে ২৮.০৬ কিলোমিটার ব্যাপি ১৬৯.৪৬ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত বর্জ্য অপসারণ এবং ড্রেজিং এর মাধ্যেম নাব্যতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মাধ্যমে ক্যাপিটাল ড্রেজিং অংশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ইতোমধ্যে ৫০.২ লক্ষ ঘন মিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্র.নং	অনু.	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
				পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি এবং ১০.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ যাতায়াত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং শীর্ষক স্কিম কার্যক্রমের আওতায় চ্যানেলটি ড্রেজিংপুর্বক ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে।
		(খ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যকে সহজতর করার লক্ষ্যে ভারতের সাথে নৌপথ বাণিজ্য আরো বাড়িয়ে একে নেপাল-ভুটান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ সনে ঘোষিত বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ভারতের সাথে সামুদ্রিক বাণিজ্য বাড়ানো এবং এটি নেপাল ও ভুটান পর্যন্ত প্রসারিত করার লক্ষ্যে 'Protocol on Inland Water Transit and Trade between Bangladesh and India' ১৯৭২ সনে স্বাক্ষর পরবর্তী সময়ে উক্ত চুক্তির আওতায় ভারতের সাথে বাংলাদেশের নৌ-বাণিজ্য কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে Agreement on the use of Chattogram and Mongla Port for Movement of Goods to and from India (ACMP) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে Coastal Shipping Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে।	ভারতের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপথে বাণিজ্য বাড়ানো এবং নেপাল-ভুটান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে নৌ প্রটোকল চুক্তির আওতায় নৌবাণিজ্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে। যার দ্বারা গত অর্থ বছরে প্রায় ৫,১৫৫টি নৌযানের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত Agreement on the use of Chattogram and Mongla Port for Movement of Goods to and from India (ACMP) চুক্তির আওতায় গত জুলাই, ২০২২ এ MV. Shejyoti নামীয় জাহাজে ০৪টি ট্রানজিট কন্টেইনার চট্টগ্রাম বন্দরে আনয়নের মাধ্যমে প্রথম পরীক্ষামূলক ট্রানজিট সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে MV. Trans Samudera নামীয় জাহাজে TMT bar বাহী একটি কন্টেইনার চট্টগ্রাম বন্দরে পরিবহনের মাধ্যমে দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক ট্রানজিট সম্পন্ন হয়। যেহেতু ২টি Trial Run সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে; তাই অনতিবিলম্বে ACMP এর আওতায় রুটটি চালু করা প্রয়োজন। ২। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত Coastal Shipping Agreement এর আওতায় বর্তমানে উভয় দেশে নিয়মিত জাহাজ চলাচল করছে। এই চুক্তির আওতায় ২০২২ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে ৫২টি জাহাজ চলাচল করে এবং প্রায় ১২,০০০ TEUs আমদানী-রপ্তানী কন্টেইনার পরিবাহিত হয়। ২০২৩ সালের জানুয়ারী হতে জুলাই পর্যন্ত ১০টি জাহাজে প্রায় ১,৫৮৩ TEUs আমদানী-রপ্তানী কন্টেইনার পরিবাহিত হয়েছে। নদীপথে পণ্য পরিবহন ব্যয় সাশ্রয়ী বিধায় উভয়

ক্র.নং	অনু.	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
				দেশের মধ্যে Coastal Shipping Agreement এর আওতায় বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক আরো উন্নত করতে বন্দর কেন্দ্রিক Connectivity বৃদ্ধির বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ড্রেজিং এর ফলে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড এর কয়লা পরিবহনের জন্য ৭.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ চলাচল উপযোগী হয়েছে।
		(ঙ) ঢাকার চারপাশের ০৪ টি নদী-খালগুলোকে দূষণ ও দখলমুক্ত করে খননের মাধ্যমে নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নদী তীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।	ঢাকার চারপাশের ০৪টি নদীর তীরভূমি দূষণ ও দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে এবং নদী তীরের নান্দনিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকল্পে নতুন একটি প্রকল্প "বুড়িগঙ্গ, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীর ভূমিতে ওয়াকওয়ে, ইকোপার্ক ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ" কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।	ঢাকা শহরের চারদিকে নৌপথ উন্নয়ন, দখল-দূষণমুক্ত করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা ও নদী তীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বর্তমানের ১১৮১.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প কাজ চলমান রয়েছে। ৯০০০ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ২৭০ একর ভূমি, উদ্ধার করা হয়েছে। ৭৮টি শিল্পকারখানার বর্জ্য মুখ বন্ধ করাসহ নদী হতে বর্জ্য অপসারণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৬,২০০টি সীমানা পিলার ২০ কি.মি. ওয়াকওয়ে, ০৪টি ইকোপার্ক, ০৬টি জেটি, ০১ কি.মি. কী ওয়াল ও বনায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে একটি সমীক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
২	৩.৯	অবকাঠামো উন্নয়নে বৃহৎ প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট)	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত বৃহৎ প্রকল্পের মধ্যে ০৩টি ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত এবং ০১টি Matarbari-Moheshkhali Infrastructural Development Initiative (MIDI) ভুক্ত প্রকল্প চলমান রয়েছে।	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক- ১. পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৯.৮৭%। ২. পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫০.৫৯%। ৩. পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং (স্কিম) এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৭.৯৩%। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্র.নং	অনু.	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
				কর্তৃক মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট-শীর্ষক প্রকলের কার্যক্রম চলমান আছে এবং প্রকল্পের আওতায় কনসালটেন্ট নিয়োগসহ জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় ড্রয়িং, ডিজাইনসহ টেন্ডার আহবান সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বে-টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় জিওবি ও এল ও সি'র অর্থায়নে আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
	৩.১২	নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ	নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার ইক্যুইটি বিবেচনা করা হয়। এছাড়া মেরিন একাডেমিসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে নারী ক্যাডেট ভর্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার ইক্যুইটি বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়া মেরিন একাডেমিসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে নারী ক্যাডেট ভর্তির কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এবং সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
	৩.১৩	দারিদ্র বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহ দারিদ্র বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহ দারিদ্র বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থায় সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর সুফল দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
	৩.২১	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় ও সময় এবং গতিশীলতা আনয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর সমূহকে অটোমেশনের আওতায় আনয়ন।	• SASEC Road Connectivity Project এর আওতায় Operational Efficiency of BLPA শীর্ষক প্যাকেজের মাধ্যমে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম

ক্র.নং	অনু.	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
				সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বেনাপোল স্থলবন্দরের অটোমেশন সফটওয়্যারটি ডেভেলপমেন্ট করা হয়। ● ভোমরা স্থলবন্দর এর সকল কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতি হতে ডিজিটালাইজেশনে রূপান্তর এবং 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Global Alliance for Trade Facilitation এর অনুদানে এবং Swisscontact এর সহযোগিতায়, "Digitalization of the Border Procedures at Bhomra Land Port" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বন্দরের সকল সেবা স্মার্ট গভর্ন্যান্স এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং সকল সেবা গ্রহীতা হবেন স্মার্ট সিটিজেন। অর্থাৎ আমাদের সকল নাগরিক অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধমে বন্দরে সেবা গ্রহণ করবেন। ● বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে আমদানী-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বাস্থবকের নিজস্ব অর্থায়নে e-Port management System Application ডেভেলপমেন্ট করা হয়। ● বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংরক্ষনের নিমিত্ত PMIS সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। ● বিআরসিপি-১ প্রকল্পের মাধ্যমে বেনাপোল স্থলবন্দরে সংরক্ষিত মালামাল এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বন্দরের পুরো অংশ security surveillance system স্থাপন করা হয়েছে। এতে ৩৭৫টি আইপি কামেরা এবং একটি ডেটা সেন্টার রয়েছে, ফলে শেডের ভিতরে এবং বাহিরে ক্যামেরা দ্বারা নিয়মিত মনিটরিং করা যায়।

ক্র.নং	অনু.	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
				• বেনাপোল স্থলবন্দরে ডিজিটাল এটেন্ডডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মচারী এবং নিরাপত্তা কর্মীদের উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। • স্থলবন্দরের মাধ্যমে পাসপোর্ট যাত্রী সেবা হয়রানি মুক্ত করা এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বন্দরের যাত্রী সুবিধা চার্জ পেমেন্ট ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। তদ্প্রেক্ষিতে ২৯/০৫/২০২৩ তারিখে স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার ফ্যাসিলিটি চার্জসহ অন্যান্য চার্জ 'একপে' এর মাধ্যমে গ্রহণ করার লক্ষ্যে a2i প্রোগ্রাম এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এতে স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভারতে গমনাগমনকারী প্যাসেঞ্জারগণ তাদের নির্দিষ্ট দিনের যাত্রার পূর্বে যেকোন সময়, যেকোন স্থান থেকে, কম খরচে প্যাসেঞ্জার ফ্যাসিলিটি চার্জ প্রদান করতে পারবে। • বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে বিদ্যমান কম্পিউটার সমগ্রী, স্টেশনারী সামগ্রী, আসবাবপত্র, জমি ও ভবন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য Inventory ও Asset Management Software Development এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে হিসাব শাখার আয়-ব্যয়, ট্রাফিক অপারেশন, প্রশাসন, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, ইত্যাদি ম্যানেজমেন্ট এর জন্য একটি সেন্ট্রাল ERP Development এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • সোনাহাট স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বাস্থবকের নিজস্ব অর্থায়নে e-Port management System Application ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

ক্র.নং	অনু.	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
				• ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতির আওতায় বাস্থবকের উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রায় ৯৫% জিপি'র মাধ্যমে ক্রয় সম্পন্ন করা হয়।
৩	৩.২২	সমুদ্র বিজয়ঃ ব্লু-ইকোনমি-উন্নয়নের দিগন্ত উন্মোচন	অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সমুদ্র বন্দরের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে নিরাপদ নৌ-যোগাযোগ সহজীকরণ (Hinterland Connectivity); Cross Border Trade বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক নদী বন্দর স্থাপন; সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় নৌ-পর্যটন (River Tourism) সুবিধাদি বৃদ্ধি, পরিবেশবান্ধব যাত্রী পরিবহন, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক নৌবাণিজ্যে আধুনিক নদী বন্দর স্থাপন করে সুনীল অর্থনীতি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনমি সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনায় (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী) বাস্তবায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সুনীল অর্থনীতি কার্যক্রম, সমুদ্র সম্পদ আহরণ এবং এ সংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় ব্লু-ইকোনমি-উন্নয়নে চিহ্নিত প্রকল্পগুলির মধ্যে ১২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫টি প্রকল্পের (১টি পিপিপিসহ) বাস্তবায়ন কাজ চলছে। অবশিস্ট প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।	সমুদ্র বিজয়ঃ ব্লু-ইকোনমি-উন্নয়নের দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ-সেন্টমার্টিন নৌ-পথে ২০১৮ সন হতে যাত্রী ও পতাকাবাহী জাহাজ চালু করা হয়েছে। আলোচ্য নৌপথে যোগাযোগ সহজিকরণে এবং দিবারাত্রি নৌ চলাচলের লক্ষ্যে নৌ সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Cross Border Trade বৃদ্ধির লক্ষ্যে চিলমারী এলাকা রৌমারী, নয়ারহাট বন্দর অবকাঠামো সুবিধাদি উন্নয়ন ও আনুষংঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদীবন্দর নির্মাণ" "গোমতী নদীর নাব্যতা উন্ননয়ন ও পুনরুদ্ধার," বাঘাবাড়ি নদী বন্দর আধুনিকায়ন, "চট্টগ্রামের মিরসরাই ও স্বন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফ (সাবরাং ও জালিয়ার দ্বীপ) অংশে জেটিসহ আনুষংগিক অবকাঠামো নির্মাণ", সাংগু মাতামুহুরী নদী ও রাঙ্গামাটি থেগামুখ নৌপথ খননের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সুনীল অর্থনীতি কার্যক্রম, সমুদ্র সম্পদ আহরণ এবং এ সংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় আগামী ২০৩৫ সালের মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩৩টি প্রকল্প চিহ্নিত হয়েছে। গৃহীত প্রকল্পগুলির মধ্যে ব্লু-ইকোনমি-উন্নয়নে চিহ্নিত প্রকল্পগুলির মধ্যে ১২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫টি প্রকল্পের (১টি পিপিপিসহ) বাস্তবায়ন কাজ চলছে। অবশিস্ট প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
৪	৩.২৩	জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা	জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষায় নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে।	জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে "হাওর অঞ্চলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিষ্কাসন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নৌপর্যটন

ক্র.নং	অনু.	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
				সুবিধাদি বৃদ্ধিসহ পরিবেশবান্ধব যাত্রী ও পণ্য পরিবহন নিশ্চিত হবে। এছাড়া মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় ১টি অয়েল স্পিল ক্লিনআপ ভেসেল সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তণ শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলছে। জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৬০.০৮%। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৫	৪	এসডিজি অর্জন এবং এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন) বাস্তবায়ন কৌশল (২০১৬-৩০)	এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৬ সাল হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১১টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫টি (১টি পিপিপিসহ) উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত আরও ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।	প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে এলডিজি'র ৬.৩.১, ৯.১.১, ৯.১.২,৯, বি১, ১১.৫.১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যক্রমে মোংলা বন্দর গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।
৬	৫	ব-দ্বীপ বা ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০	"বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১ম পর্যায়ে ২০২১-২০৩০ সাল, ২য় পর্যায়ে ২০৩০-২০৫০ সাল এবং ৩য় পর্যায়ে ২০৫০-২০৯০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য মোট ৮১টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।	"ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮১টি প্রকল্প তালিকা ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। Bangladesh Delta Plan ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন স্থলবন্দর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে স্থলবন্দরের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে।
	৩.৫	দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ	• দূর্ণীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। • প্রাপ্ত সকল অভিযোগের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ	দূর্নীতিমুক্ত সরকারি সেবা প্রদান দ্রুত ও সহজতর হচ্ছে।

ক্র.নং	অনু.	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	
	৩.৮ ও ৩.৮.১	৩.৮ সামষ্টিক অর্থনীতি: উচ্চ আয়, টেকসই ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন এবং ৩.৮.১ কৌশল ও পদক্ষেপ: "ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় (Cost of doing business) সর্বপ্রকার উদ্যেগ নেওয়া হবে"।	স্থলপথে আমদানি-রপ্তানিমূলক ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	• জামালপুর জেলা বকশীগঞ্জ উপজেলায় ৪৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দরের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ জুন-২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। • ১৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রামগড় স্থলবন্দরে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। • ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭ মে, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত করে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। • বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলায় শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি ০৭ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত করে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। • ফেনীর জেলা পরশুরাম উপজেলায় ২৫.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি ২১ মে, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত করে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। • হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় ৪৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে। • ৩২৯.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে যশোর জেলার বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। • সাউথ এশিয়া সাব রিজিউনাল ইকোনমিক কো-অপারেশন (সাসেক) ইন্টিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA) অংশ

ক্র.নং	অনু.	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
				শীর্ষক প্রকল্প উন্নয়নের জন্য ২১৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ● বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একসেলেরেটিং ট্রান্সপোর্ট এন্ড কানেক্টিভিটি ইন ইস্টার্ন সাউথ এশিয়া (একসেস) বাংলাদেশ ফেজ-১ (বিএলপিএ কম্পোনেন্ট) স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৪০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি ৭ জুন'২০২৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ● উপরোক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল, ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ● সুইজারল্যান্ডের আর্থিক সহায়তায় সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা স্থলবন্দরে ৬.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে "Digitalization of the Border Procedures at Bhomra Land Port" প্রকল্পের অটোমেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
	৩.১১	তরুণ যুবসমাজের উন্নয়ন "তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি"	ভর্তিকৃত ক্যাডেটদের রেজিমেন্টাল এবং আবাশিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ মেরিন অফিসার সৃষ্টিই উদ্দেশ্য।	বর্তমানে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম সহ পাবনা, রংপুর, বরিশাল ও সিলেটে নব নির্মিত ০৪টি মেরিন একাডেমিতে ভর্তিকৃত ক্যাডেটদের রেজিমেন্টাল এবং আবাশিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ-যুবসমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখয়া সম্ভব হবে।
	৩.১৮	শিক্ষা	STCW 78 as amended অনুযায়ী নটিক্যাল সায়েন্স এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় একই সাথে নটিক্যাল সায়েন্স এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এর অনার্স কোর্স বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এর কারিকুলাম অনুযায়ী বিভিন্ন মেরিন একাডেমি ও এন এম আই তে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০৫টি মেরিন একাডেমিসহ ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর ও চট্টগ্রামে বিভিন্ন বিভাগে প্রসশিক্ষনসহ শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং উক্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি
০১.	**চাঁদপুর জেলায় একটি আধুনিক নদী বন্দর স্থাপন।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০১-০৪-২০১৮, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর	**বিআইডব্লিউটিএ** বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)"-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পন্টুন স্থাপন এবং ঘাটের বহির্গমন পথের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।
০২.	**কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী নদী বন্দরের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭-০৯-২০১৬, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারি উপজেলা	**বিআইডব্লিউটিএ** "চিলমারী নদী বন্দর নির্মাণ" প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প ব্যয় ২৩৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও জনবল নিয়োগ কার্যক্রম শেষ হয়েছে।
০৩.	**কুড়িগ্রাম জেলায় নদীগুলো ড্রেজিং করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনা হবে।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭-০৯-২০১৬, কুড়িগ্রাম জেলা সফরকালে	**বিআইডব্লিউটিএ** কুড়িগ্রাম জেলায় ১৫টি নদী রয়েছে। এর মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক দুধকুমার নদী ৬০ কিলোমিটার এর মধ্যে ২০ কিলোমিটার খনন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০ কিলোমিটার বাপাউবো কর্তৃক ড্রেজিং এর পরিকল্পনা রয়েছে।
০৪.	**মোংলা-ঘাষিয়াখালি চ্যানেল খনন।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২৭-০৪-২০১৫, বগুড়া, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভায়।	**বিআইডব্লিউটিএ** মোংলা-ঘাষিয়াখালী নদী খননের মাধ্যমে নৌ-পথটি চালু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মোংলা-ঘষিয়াখালী ক্যানেলের মংলা মুখ থেকে বুড়ির ডাঙা এবং গ্রামের বাজার থেকে ঘষিয়াখালী পর্যন্ত গড় গভীরতা প্রায় ১২ ফুট, উল্লেখিত এলাকায় সবচেয়ে বেশি পলি জমায় নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং করা হচ্ছে। চ্যানেলটি খননের মাধ্যমে ১০-১২ ফুট ড্রাফটের নৌযান চলাচল করছে। ২৬-০৭-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ২,৫৩,২৬৮টি নৌ-যান উক্ত রুটে যাতায়াত করেছে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি
০৫.	**কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের চারিপাড়া পয়েন্টে রাবনাবাদ চ্যানেলে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২৫-০২-২০১২	**নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়** ক) ২০১৫ সালে এইচ আর ওয়েলিং ফোর্ড কর্তৃক পায়রা বন্দরের সম্ভব্যতা যাচাই এবং কনসেপচুয়াল মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। খ) বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বন্দরের সকল কার্যক্রমকে এইচআর ওয়েলিং ফোর্ড ১৯টি কম্পোনেন্টে বিভাজন করে বাস্তবায়নের সুপারিশ করে যার কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
০৬.	**সন্দীপ-চট্টগ্রামের সদরঘাট এবং কুমিরা-গুপ্তছড়া রুটে প্রতিদিন নৌ-যান সার্ভিস চালুকরণ।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ১৮-০২-২০১২, চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার সরকারি হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়।	**বিআইডব্লিউটিসি** ক) চট্টগ্রাম (সদরঘাট) হতে সন্দীপ রুটে যাত্রী না পাওয়ায় পরিক্ষামূলক পরিচালিত জাহাজ এর কার্যক্রম স্থগিত করে চাহিদার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম (সদরঘাট)-হাতিয়া রুটে যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে। খ) কুমিরা-গুপ্তছড়া (সন্দীপ) নৌরুটের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত সংস্থার নবনির্মিত ৫০০ (পাঁচশত) জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 'এমভি আইভি রহমান' নৌযানটি দ্বারা ২০-০৬-২০২১ তারিখ হতে সার্ভিস নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রাম-৩ (সন্দীপ) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য মাহফুজুর রহমান মিতা কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে প্রেরিত আধা সরকারি পত্রে ১নং প্রস্তাব হচ্ছে কুমিরা-গুপ্তচরা নৌ-চলাচল রুটের উভয় পাশে যাত্রী সাধারণের উঠা-নামার সুবিধার্থে দুইটি ফ্লাট সি-ট্রাক ব্যবস্থাকরণ। মাননীয় সংসদ সদস্যের উল্লিখিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাত্রী সাধারণের নিরাপদ যাতায়াতের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ মোতাবেক বিআইডব্লিউটিসি হতে দুটি ফ্লাট সি-ট্রাক নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত নৌযান দুটির Conceptual GA Plan (General Arrangement) Plan) তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৭.	**ব্রহ্মপুত্র নদ খনন করা।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ৩১-০৩-২০১১	**বিআইডব্লিউটিএ** পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই ও পূনর্ভবা নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধার" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২/১০/২০১৮ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় মোট ২০৭৩ লক্ষ ঘঃমিঃ খনন করে ৪২৭ কিঃমিঃ নৌপথ পুনরুদ্ধার করা হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM কর্তৃক পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের ২২৭ কিলোমিটার ব্যাথেমেট্রিক সার্ভে ও ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৬০ কিঃমিঃ ১৩টি লটের দরপত্রের মধ্যে গাজীপুরের কাপাসিয়া টোক থেকে জামালপুর পর্যন্ত প্রায় ২৮টি ড্রেজার নিয়োজিত করে খনন কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। ২৩/০৮/২০২৩ ইং পর্যন্ত

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি
		৩৩৪.২৪ লক্ষ ঘঃমিঃ ড্রেজিং করে ১৭৯.৯৬ কিঃমিঃ নৌপথ নাব্য করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত অংশে ১১০ কিঃমিঃ পর্যন্ত ২৪টি ড্রেজার ড্রেজিং কাজে নিয়োজিত আছে। সদর উপজেলায় বেগুন বাড়ী এলাকায় ৩টি, চরদড়ি কুষ্টিয়া ২টি, থানা ঘাট এলাকায় ১টি, সেনেরচর এলাকায় ২টি, বোরের চর ১টি, গৌরিপুর উপজেলায় চর ভাংনামারি এলাকায় ২টি, ত্রিশাল উপজেলায় চরইছামতি এলাকায় ১টি, ঝিলকি ০১টি, ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা মরিচের চর ১টি, চর রামমোহন ২টি, নান্দাইল উপজেলায় ২টি, গফরগাঁও উপজেলায় সোনাগাছি বাজারএলাকায় ১টি, মাইজা বাজার ১টি, পাকুন্দিয়া উপজেলার শিলা শিয়া এলাকায় ১টি, মনিরা কান্দা ঘাট এলাকায় ২টি এবং হোসনেপুর এলাকায় শাকচুড়া ১টি, শেরপুর সদর উপজেলায় কামার চর ০৪টি, চরপক্ষিমারি এলাকায় ২টি ড্রেজার দ্বারা খনন কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ক্যাপিটাল ড্রেজিং লক্ষ্য মাত্রা: ১৮০.০০ লক্ষ ঘন:মি। অগ্রগতিঃ ২৩/০৮/২০২৩ ইং পর্যন্ত খননকৃত মাটির পরিমান ১.৭২ লক্ষ ঘনমিটার। অর্থ্যাৎ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ০.৯৫%।
০৮.	**বেসরকারী উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জে নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২০-০৩-২০১১, নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে।	**বিআইডব্লিউটিএ** রূপায়ন গ্রুপ কর্তৃক ইতোমধ্যে একটি কন্টেইনার পোর্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
০৯.	**পশুর চ্যানেলে নিয়মিত ক্যাপিটাল ড্রেজিং করতে হবে।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৫-০৩-২০১১, খুলনা জেলা সফরকালে খুলনা জেলা সম্মেলন কক্ষে।	**মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ** ২০০৯ সাল হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে ড্রেজিং এর বিবরণ। কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ● পশুর চ্যানেলের হারবার এলাকায় ৩৪.০৬ লক্ষ ঘনমিটার (১০০%) ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে (২০২০-১১ হতে ২০১৪-১৫)। ● মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার (১০০%) ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হয়েছে। (২০১৬-১৭ সাল হতে ২০১৮-১৯) ● মোংলা বন্দর চ্যানেলের ফুড সাইলো এলাকায় ১০.৭৩ লক্ষ ঘনমিটার (১০০%) ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০) ● মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বার এলাকায় প্রায় ১১৯.৪৫ লক্ষ ঘনমিটার (১০০%) ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০) ● মোংলা বন্দরের জেটির সম্মুখে ৩.৬০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● হিরন পয়েন্ট এর নীলকমল খালে ১.৯০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ করা হয়েছে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি
		চলমান ড্রেজিং কার্যক্রম ঃ "পশুর চ্যানেলের ইনারবারে ড্রেজিং (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে প্রায় ২৩৭.৫৫ লক্ষ ঘন মিটার কাজ সম্পন্ন করা হবে। ইতোমধ্যে ১০৩ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিস্ট ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। চলমান ড্রেজিং কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৪১.৫৮%।
১০.	**প্রতি বছর পশুর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং করতে হবে।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭-১১-২০১৭, একনেক সভায়	**মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ** মোংলা বন্দরের নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জেটির সম্মুখে ড্রেজিং কাজ করা হচ্ছে। তাছাড়া ৫ বছর মেয়াদে সংরক্ষণ ড্রেজিং করার জন্য মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং শীর্ষক প্রকল্পটি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৭/১০/২০২১ তারিখে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১১.	**দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে নৌবন্দর স্থাপন করা।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২২-০২-২০১১	**বিআইডব্লিউটিএ** দেশের দক্ষিনাঞ্চলে এ পর্যন্ত ১৬টি নদী বন্দর স্থাপন করা হয়েছে এবং বেশ কিছু স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া দেশের দক্ষিনাঞ্চলে ২০টি নৌবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়নে সমীক্ষা শেষে ডিপিপি প্রস্তুত করে প্ল্যানিং কমিশনে যাচাই-বাছাই চলছে।
১২.	**প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২২-০২-২০১১	**বিআইডব্লিউটিএ** সারা দেশের নদীর নাব্যতা রক্ষায় নিয়মিত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র খনন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪১টি নদী খনন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। মহা পরিকল্পনা হিসাবে ভবিষ্যতে বিআইডব্লিউটিএ ১৭৮টি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩১৩টি নদী খননের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
১৩.	**শাহ আমানত সেতু থেকে সদরঘাট পর্যন্ত Capital Dredging এর মাধ্যমে Embankment নির্মাণ।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৮-০৯-২০১০, চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে	**চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ** প্রকল্পের আওতায় ৪৮ লক্ষ ঘনমিটার ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে।
১৪.	**সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২৩-০৭-২০১০, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা।	**বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ** ২০৩৯.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৯৭৩ বর্গ মিটার ওয়ারহাউজ ৪৪২৫৯.৯৮ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন, ২২৬৪৩.৯১ বর্গমিটার ওপেন স্ট্যাকইয়ার্ড, ৬৬৩৭.২৬ বর্গমিটার রাস্তা, ১২৫৭.৪৪ রানিং মিটার বাউন্ডারীওয়াল, ১০১৪.৪১ বর্গমিটার অফিস বিল্ডিং, ৯১৯.১২ বর্গমিটার ব্যারাক ও ডরমিটারী ভবন, ৬৫০.১৪ রানিং মিটার

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি
		আরসিসি ড্রেন, ১০০ মে.টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়েব্রীজ স্কেল, ওয়াচ টাওয়ার, ওয়াটার সাপ্লাই, বিদ্যুতায়ন, টয়লেট কমপ্লেক্স, ওয়েইং স্কেল ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
১৫.	আশুগঞ্জ নৌ বন্দরকে আধুনিকায়ন করা। প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ১২-০৫-২০১০	**বিআইডব্লিউটিএ** (ক) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জে কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত। দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। দরপত্র অনুমোদিত হলে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করা হবে। (খ) এছাড়া "আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন" প্রকল্পটি গত ২২-০৫-২০১৮ তারিখ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গত এপ্রিল, ২০২২ এ দরপত্র গ্রহন করা হয়েছে। মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। দর বেশি হওয়ার কারনে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
১৬.	বরগুনা জেলার নদীসমূহ প্রয়োজন অনুসারে ড্রেজিং করা। প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৬-০৫-২০১০	**বিআইডব্লিউটিএ** বরগুনা জেলার বিশখালী ও খাগদোন নদীর বরিশাল-ঝালকাঠি-বরগুনা-পাথরঘাটা নৌপথটি ড্রেজিং কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
১৭.	চাঁদপুর-শরীয়তপুর ফেরী সার্ভিসে রো রো ফেরী সংযোজন করা। প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২৭-০৪-২০১০, চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	**বিআইডব্লিউটিসি** আলোচ্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নার্থে চাদঁপুর-শরিয়তপুর রুটের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি রো রো ফেরি এবং এতদ্সাথে ১টি রো রো পন্টুন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। **রো রো পন্টুন নির্মাণ সম্পন্ন:** জুন, ২০১৪ **রো রো ফেরি (ভাষা সৈনিক ডাঃ গোলাম মাওলা) নির্মাণ সম্পন্ন:** জুন, ২০১৫ **নির্মাণ ব্যয়:** • রো রো ফেরি: ২৪৬৮.৬৭ লক্ষ টাকা। • রো রো **পন্টুন:** ৩১৮.৬৫ লক্ষ টাকা। **শিপইয়ার্ডের নাম:** রো রো ফেরি : নিউ ওয়েস্টার্ন মেরিণ শিপবিল্ডার্স লিঃ রো রো পন্টুন : মেসার্স কুমিল্লা শিপবিল্ডার্স লিঃ
১৮.	মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ। প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২৫-০৪-২০১০	**বিআইডব্লিউটিএ** বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক "অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি নৌ-পথ খনন (১ম পর্যায় ২৪টি নৌ-পথ)" প্রকল্পের আওতায় মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী খনন করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি
১৯.	**মগড়া, কংসসহ-ভরাট হওয়া নদীগুলো ড্রেজিং করা।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ১৬-০২-২০১০, নেত্রকোনা জেলা সফরকালে	**বিআইডব্লিউটিএ** বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক "অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি নৌ-পথ খনন (১ম পর্যায় ঃ ২৪টি নৌ-পথ)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলার কংস নদীভূক্ত গাগলাজোড়-মোহনগঞ্জ নৌপথ, মগড়া নদীভুক্ত দিলালপুর-চামড়াঘাট-নিকলী-নেত্রকোনা নৌ-পথ এবং ভোগাই-কংস নদীর মোহনগঞ্জ হতে নলিতাবাড়ি পর্যন্ত অংশে ড্রেজিং করে নাব্য করা হয়েছে।
২০.	**ঢাকা নারায়নগঞ্জ রুটে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুকরণ।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ১৪-০২-২০১০, নারায়ণগঞ্জ জেলা সফর কালে	**বিআইডব্লিউটিএ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষে ৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা নারায়নগঞ্জ নৌপথে নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক সংরক্ষণ ড্রেজিং এর আওতায় নৌপথটি ড্রেজিং করে নাব্যতা রক্ষা করা হয়।
		বিআইডব্লিউটিসি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা ও বাংলাদেশ লঞ্চ মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণ সার্বিক দিক বিবেচনায় এবং ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক হবে না বিধায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ নৌপথে সরাসরি লঞ্চ পরিচালনা করা সম্ভব নয় মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। এ অবস্থায় প্রতিশ্রুত নৌরুটে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না যা সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৪/২০১১ তারিখের ১৮.০১১.০৪৫.০০.০০.০০১.২০১০-৫৫৯ নং পত্রের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানানো হয়েছে। নৌরুটটি চালু করার পুনঃউদ্যোগ গ্রহণ এবং বিআইডব্লিউটিসি এর ৪টি নতুন ওয়াটার বাস এ রুটে চালনা করা যায় কিনা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সড়ক ও রেলপথে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হওয়ায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থা Feasible হবে না মর্মে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের কপি ইতোমধ্যে গত ০১/০৯/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি পুনঃ যাচাই বাছাই করে উক্ত রুটে বিআইডব্লিউটিসি'র অধীন ওয়াটার বাস চালু করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক গঠিত কমিটির সমীক্ষা প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এর সঙ্গে সড়ক ও রেলপথের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ-নারায়ণগঞ্জ সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যমান এ সকল ব্যবস্থায় তুলনামূলক কম ভাড়া, দ্রুততম সময়ের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা বর্তমান রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, নৌপথে সদরঘাট হয়ে নারায়ণগঞ্জ যাতায়াতের সময় ও ভাড়া সড়ক পথের তুলনায় অধিক হওয়ায়

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি
		নৌরুট ব্যবহারে সাধারণ জনগণ উৎসাহবোধ নাও করতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক নৌরুটে যাত্রী পরিবহনে বাণিজ্যিকভাবে লাভ হবে না মর্মে কমিটি মতামত প্রদান করেছে। বিষয়টি জানিয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত আগষ্ট, ১৬ এর প্রতিবেদনের উপর ২৮-০৮-২০১৬ খ্রিঃ সচিব নৌপম এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন জেলা সফরকালে/সভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনাসমূহ এবং বিভিন্ন জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স এ প্রদত্ত দিক নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত সভায় আলোচনা হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরুপঃ ১) ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের নৌপথ যাত্রী পরিবহনে বাণিজ্যিকভাবে লাভ হবে না বিধায় প্রকল্পটি বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়। ২) ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে নৌপথে কার্গো পরিবহনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বিআইডব্লিউটিসি প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং সে অনুযায়ী বিআইডব্লিউটিএ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং-০২ এর আলোকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে নৌপথে কার্গো পরিবহণের সম্ভাব্যতা যাচাই এর লক্ষ্যে ০২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি বর্ণিত রুটটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ শেষে গত ১৯-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে তারা উল্লেখ করেন যে, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা স্বল্প দূরত্বের নৌপথে বিভিন্ন গুদাম হতে লেবার দ্বারা জাহাজে মালামাল বোঝাই করা, জাহাজ হতে লেবার দ্বারা খালাস ও গুদামজাতকরণ, সরবরাহ, পরিবহনের কাজ বেশ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হবে। এতদ্ বাস্তব কারণে ঢাকার নিকটতম নারায়ণগঞ্জ জেলা নৌপথে জাহাজে বিবিধ পণ্য পরিবহন লাভজনক না হওয়ায় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ীরা উৎসাহী হবে না বিধায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে নৌপথে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কার্গো পরিবহনের সম্ভাবনা বর্তমানে ক্ষীণ।
২১.	**পদ্মা সেতুর সাথে মোংলা বন্দরের যোগাযোগ স্থাপন মোংলা বন্দরের কার্যকর ব্যবহার এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ধারণা প্রকল্প/ছাড়পত্র তৈরি করে অবিলম্বে পেশ করা।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২৬-০৮-২০০৯, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক সহযোগিত সংক্রান্ত কমিটির সভা।	**মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ** পদ্মা সেতুর সাথে মোংলা বন্দরের যোগাযোগ স্থাপন, মোংলা বন্দরের কার্যকর ব্যবহার এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ধারণাপত্র প্রস্তুত করে গত ০২-০৮-২০১৭ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ০৭টি জেলার উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
২২.	**যে কোন উপায়ে মোংলা বন্দরকে সচল রাখতে হবে।** প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২৭-০৪-২০১৫, বগুড়া, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে।	**মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ** মোংলা বন্দর কার্যকরীভাবে সচল আছে এবং সরকারের সক্রিয় পদক্ষেপের ফলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সংখ্যক ৮২৭টি জাহাজ এবং ৯৯.০৫ লক্ষ মেট্রিকটন কার্গো এবং ২৯২.০৩ (প্রভিশনাল) কোটি টাকার অধিক রাজস্ব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর-কে পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দরে উন্নীত করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ১১-০৫-২০১৫, ভিডিও কনফারেন্স	**বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ** বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরটি Buil Operate & Transfer (BOT) ভিত্তিতে উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য ০৯-১০-২০০৫ তারিখে বেসরকারি পোর্ট অপারেটর বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট লি: এর সাথে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের Concession Agreement স্বাক্ষরিত হয়। পোর্ট অপারেটর কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রায় সকল অবকাঠামো (ওয়্যারহাউজ, পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, ওয়েব্রীজ স্কেল, অফিস ভবন ও ইত্যাদি) নির্মাণ করে পূর্ণাঙ্গ বন্দর হিসেবে ০১-০১-২০১৪ তারিখে Commercial Operations Date (COD) শুরু হয় এবং বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য যে, চাহিদার নিরিখে পোর্ট অপারেটর কর্তৃক বন্দরে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।
০২.	ছোট ছোট শাখা নদীগুলির নাব্যতা ফিরিয়ে আনা এবং নদী ভাঙনরোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ বিষয়ে জেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে সকল সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ১১/০৫/২০১৫, পঞ্চগড়, টাঙ্গাইল, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, কিশোরগঞ্জ ও জামালপুর জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সঙ্গে	**বিআইডব্লিউটিএ** সারা দেশের নদীর নাব্যতা রক্ষার নিয়মিত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র খনন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪১টি নদী খনন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। মহাপরিকল্পনা হিসাবে ভবিষ্যতে বিআইডব্লিউটিএ ১৭৮টি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩১৩টি নদী খননের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
০৩.	নৌরুট গুলোর চলাচল স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখা, নদীর নাব্যতার জন্য বছর ভিত্তিক মেইনটেনেন্স ড্রেজিং এবং নদীর নাব্যতা স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখার লক্ষে নদীর সংযোগ স্থলের গুলবিল ও ড্রেজিং করতে হবে। নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ১১-০৮-২০১৫, তেজগাঁও, ঢাকা।	**বিআইডব্লিউটিএ** নৌরুট গুলোর চলাচল স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখা এবং নদীর নাব্যতার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও সংরক্ষণ খননের (মেইনট্যানেন্স ড্রেজিং) আওতায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ন পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া-আরিচা ফেরীঘাট, শিমুলিয়া-কাঠালবাড়ি, পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি, মংলা-ঘাষিয়াখালি চ্যানেল, লাহারহাট-

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		ভেদুরিয়া, হরিনা-আলুবাজার, ঢাকা-লক্ষীপুর নৌপথ, ঢাকা-বরিশাল, পটুয়াখালী-গলাচিপা, ঢাকা-বরিশাল-তুষখালী, পাতারহাট নৌ-পথ ও ফেরীপথ, পটুয়াখালী বন্দর, বরিশাল বন্দর এলাকা, চাঁদপুর-ইচুলি-হাজীগঞ্জ,বালাশী ও বাহাদুরাবাদ নৌপথ, বেলাবো-কটিয়াদী-ভৈরব নৌপথ, কক্সবাজার-মহেশখালী-দোহাজারি নৌ-পথসহ ৩৪টি নদী/নৌ-পথে ড্রেজিং করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সারা বাংলাদেশে সংরক্ষণ ড্রেজিং চাহিদা ইতোমধ্যে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। নৌপথ ব্যবহারকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রায় ১৩৩৭ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী মাত্র ২১০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। চাহিদা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। "পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই ও পূনর্ভবা নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধার "শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া সারা দেশে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ১৭৮টি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৩১৩ টি নৌপথ ও নৌপথ সংশ্লিষ্ট খাল-বিল ড্রেজিং করার মহাপরিকল্পনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক হাওড় এলাকার ১৮টি নদীর সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি তৈরী করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আরো ৬৪টি নদীর সমীক্ষা কার্যক্রম চলছে।
০৪.	**জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার যমুনা নদী ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তকরণ।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ১২-১০-২০১৪, জামালপুরসদর, জামালপুর।	**বিআইডব্লিউটিএ** জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার যমুনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।
০৫.	**পর্যটকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আকর্ষনীয় নৌযানসহ নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ক্রুজ সার্ভিস ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭.০৯.২০১৪, রমনা, ঢাকা	**নৌপরিবহন অধিদপ্তর** ক) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বিদ্যমান নৌ-প্রটোকলে যাত্রীবাহী জাহাজ অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গত ১৬/১১/২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত "Memorandum of Understanding (MoU) on Passenger and Cruise Services on the Coastal and Protocol Route" এর আলোকে এ দু'টি দেশের মধ্যে Passenger and Cruise সার্ভিস চালু করণের নিমিত্ত Standard Operating Procedure (SOP) স্বাক্ষর হয়েছে। খ) সমুদ্র পর্যটন খাতকে আরো আকর্ষনীয় করার জন্য চট্টগ্রাম টু সেন্টমার্টিন রুটে বেসরকারি "BAY ONE" ক্রুজ জাহাজ চালু হয়েছে। (গ) কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন, টেকনাফ-সেন্টমার্টিন, চট্টগ্রাম-কাপ্তাই এবং সুন্দরবন এলাকায় ক্রুজ সার্ভিস চালু আছে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		বিআইডব্লিউটিসি • বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক ঢাকা সদরঘাট থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত ষ্টীমারের মাধ্যমে পর্যটকদের নৌবিহারের জন্য নৌযান বরাদ্দ প্রদান করা হয়। • এছাড়াও উপকূলীয় সার্ভিসে বিভিন্ন সময়ে নৌবিহারের জন্য নৌযান বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সংস্থার উপকূলীয় সী-ট্রাক দ্বারা চার্টারের মাধ্যমে শান্ত মৌসুমে টেকনাফ-সেন্টমার্টিন এবং কক্সবাজার-মহেশখালী নৌরুটে পর্যটক সার্ভিস পরিচালনা করা হয়ে থাকে। • দেশে নৌ পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এবং বিআইডব্লিউটিসি'র কর্মকর্তা সমন্বয়ে বিআইডব্লিউটিসি'র এমভি মধুমতি, এমভি বাঙালি, পিএস টার্ন, পিএস লেপচা ও পিএস মাহসুদ যাত্রীবাহী নৌযানগুলো ভাসমান রেস্তোরা স্থাপন, ডিনার ক্রুজ ও রিভার ক্রুজ পরিচালনার বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করেন। সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচনা চলমান রয়েছে। • বর্তমানে "বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিআইডব্লিউটিসি ৩টি আধুনিক ক্রুজশিপ তৈরী হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিসি কর্ণফুলী শিপবিল্ডার্স লিঃ এর সাথে গত ১৭.০৬.২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করে। ৩টি জাহাজ নির্মাণ ব্যয় ২৩০.৯৫ কোটি টাকা। নির্মিত জাহাজ ৩টির বাস্তব অগ্রগতি ৪৮%। প্রতিটি জাহাজের যাত্রী ধারণ ক্ষমতা ১৬০ জন। নির্মাণের পর ক্রুজশিপগুলো কক্সবাজার-টেকনাফ-সেন্টমার্টিন-মোংলা-হিরণপয়েন্ট, মহেশখালি-কুতুবদিয়া রুট সহ অন্যান্য রুটে পর্যটন সার্ভিসে নিয়োজিত করা হবে। • এ ছাড়াও উক্ত প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত সর্বমোট ৩৫টি আধুনিক বিভিন্ন ধরণের নৌযান নির্মাণাধীন রয়েছে।
০৬.	**নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ করতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক জলযান তৈরিসহ যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার জন্য সরকারি বিধানাবলী অনুসরণ করে নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি রাখতে হবে।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭.০৯.২০১৪, রমনা, ঢাকা।	**বিআইডব্লিউটিএ** ক) ৩৬টি নদী বন্দর আধুনিকায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলমান। খ) অভ্যন্তরীন নৌপথে পর্যাপ্ত সংখ্যক পন্টুন, বয়া, বয়াবাতি, বীকনবাতি, মার্কা, স্ফেরিকাল বয়া, পি সি পোল স্থাপন করা হয়েছে। গ) নৌপথের নাব্যতা রক্ষায় ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ নৌপথ সংরক্ষণে সারা বৎসরব্যাপি ৪০টি নৌপথের মেইনটেনেন্স ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। ঘ) সকল নদী বন্দরের মাধ্যমে নৌযানসমূহে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ১০০%

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		নৌপরিবহন অধিদপ্তর ক) "অভ্যন্তরীণ ইস্পাত নির্মিত জাহাজসমূহের নির্মাণ বিধিমালা, ২০০১" এবং অন্যান্য প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক জলযান তৈরী নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া অনুমোদিত ডিজাইন ব্যতীত অথবা অনুমোদিত ডিজাইন অনুসরণ না করে নৌযান তৈরী করলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। খ) ISO এবং MSO মোতাবেক অভ্যন্তরীন ও কোষ্টাল জাহাজে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি স্থাপন করা হয়ে থাকে। নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং নৌ বাণিজ্য দপ্তর এর সংশ্লিষ্ট সার্ভেয়ারগন সার্ভেয়ান্তে তা নিশ্চিত করেন। পরিদর্শকগন সময়ে সময়ে জাহাজ পরিদর্শন এব ম্যাজিস্ট্রেটগন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকেন। গ) যাত্রীসাধারণের নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নৌপরিবহন অধিদপ্তরের জন্য নৌযান সার্ভের নিমিত্তে সার্ভেয়ার, নৌযান নাবিকদের পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরীক্ষক, নৌযানের নকশা মূল্যায়ন ও অনুমোদনের জন্য নেভাল আর্কিটেক্ট ও নৌযান পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শকের নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৩ জন নটিক্যাল সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, ০৩ জন ইঞ্জিনিয়ার শিপ সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, ০৪ জন ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, ০১ জন প্রসিকিউটিং অফিসার এবঙ নবসৃষ্ট পদে যোগদানকারী এবং প্রধান পরিদর্শকসহ বর্তমানে মোট ১৭ জন পরিদর্শক নৌপরিবহন অধিদপ্তরে কর্মরত আছেন।
		বিআইডব্লিউটিসি যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার জন্য সরকারি বিধানাবলী অনুসরণ করে ২৪/০৯/২০১৪ এবং ১১/১১/২০১৪ তারিকে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নৌ-বিধি অনুযায়ী সংস্থার জাহাজগুলোতে জীবন রক্ষকারী সরঞ্জাম ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাদি যথা লাইফ বয়া, লাইফ ক্রাফট, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ জাহাজে মেরিন রাডার ও ভিএইচএফ স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। ফেরিঘাটে দুর্ঘটনায় পতিত গাড়ি জরুরী ও নিরাপদভাবে উদ্ধারের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভায় বিআইডব্লিউটিএ-কে ২টি মোবাইল ক্রেন সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। উক্ত কাজে প্রতিটি ফেরিঘাটে বিআইডব্লিউসি'র আওতাধীন নিজস্ব হেভী ডিউটি ০৮ টি মোবাইল ক্রেন নিয়োজিত আছ। উল্লিখিত মোবাইল ক্রেনগুলোর মধ্যে ০২টি ৪০ মেট্রিক টন, ০৪টি ৩০ মেট্রিক টন এবং ০২টি ২০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন।
		মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জলযান তৈরীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষে বিশেষ করে ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির অনুমোদিত ডিজাইন ও নির্দেশনা মতে তৈরী এবং চলাচলের ক্ষেত্রে

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। মোবক কর্তৃক জলযান তৈরীর ক্ষেত্রে International Association of Classification Societies (IACS) এর সদস্য নিয়োগ, নকশা অনুমোদন ও নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি পূর্বক জলযান তৈরী নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।
০৭.	**সকল নৌ-পথের নাব্যতা সকল ঋতুতে বজায় রাখার প্রচেষ্টা নিতে হবে। ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের পাশাপাশি সারা বছর মেইনট্যানেন্স ড্রেজিং চালিয়ে যেতে হবে। নদ-নদীগুলো হতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে উত্তোলিত মাটি রপ্তানি করা যায় কি-না যাচাই করে দেখতে হবে। কর্ণফুলি নদীতে ড্রেজিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭-০৯-২০১৪, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে।	**বিআইডব্লিউটিএ** নৌপথের নাব্যতা সকল ঋতুতে বজায় রাখার স্বার্থে সারা দেশে নিয়মিত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান। ২০০৯ হতে ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ২৩০০ কি.মি নৌপথ খনন ও ৩৮টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে বিআইডব্লিউটিএ অধীনে ৪৫টি ড্রেজার রয়েছে। হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ ১০,০০০ কি.মি. নৌপথ খনন পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রায় ৪০টি নৌপথের খননকাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া, নদীর খনন কাজে নতুন ৩৫টি ড্রেজার সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (অগ্রগতি: আর্থিক ১১.৬২% ও বাস্তব ১৯.১১%) নদ-নদীগুলো হতে ড্রেজিংকৃত মাটি প্রশাসনের সহযোগিতায় সরকারী খাস জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় ও নিচু ভূমিতে দেয়া হয়। তবে ড্রেজিং এর মাধ্যমে উত্তোলিত মাটি রপ্তানির বিষয়ে আপাতত কোন কার্যক্রম চলমান নেই। উল্লেখ্য যে, ড্রেজিং এর মাধ্যমে উত্তোলিত মাটি/বালি ব্যবস্থাপনার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে ৩১/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত নং ৩.১ এ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক কে আহবায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট ১টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির মাধ্যমে ড্রেজিংকৃত মাটি ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের বন্দর সীমানার বাইরে কর্ণফুলী নদী হতে কাপ্তাই ড্যাম পর্যন্ত নৌপথে ড্রেজিং করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।
		চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে।
		মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ড্রেজিং এর মাধ্যমে উত্তোলিত মাটি আমদানী করার জন্য কোন দেশ আগ্রহ প্রকাশ না করায় দেশেই বিভিন্ন সংস্থার ভূমি উন্নয়ন কাজে উক্ত ড্রেজিং এর উত্তোলিত মাটি ব্যবহার করা হচ্ছে।
০৮.	**নদী দখল রোধে সীমানা পিলার স্থাপন, নদীর তীরে দৃষ্টিনন্দনকরণসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং উদ্ধারকৃত জমিতে ইকোপার্ক নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭-০৯-২০১৪, রমনা, ঢাকা।	**বিআইডব্লিউটিএ** ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর পরিবেশগত উন্নয়নে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অধীন সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার সংস্থাদের চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো নিয়ে একটি Umbrella Investment Project (UIP) প্রস্তুত করেছে। বর্তমানে বিআইডব্লিউটিএ'র একটি চলমান প্রকল্পের আওতায় নদীর সীমানা পিলার স্থাপন হয়েছে। জেটি, ইকোপার্কসহ নৌপথে পরিবহন ও পরিবেশ উন্নয়নে ঢাকার চারপাশের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০৯.	**নদীর দূষণরোধে ইটিপি নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। বর্জ্য জমে যেসকল নদীর তলদেশ ভরে গেছে সত্বর তা অপসারণ করাসহ হাজারীবাগ ট্যানারী শিল্প স্থানান্তরে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭-০৯-২০১৪, রমনা, ঢাকা।	**বিআইডব্লিউটিএ** বর্তমানে বর্জ্য ব্যবস্থা অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের মাঝে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ ও নদী রক্ষা কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। নদীর দূষণ রোধে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষা নদীর তলদেশ হতে ইতোমধ্যে ৪ কি.মি. নৌপথের প্রায় ১১.২৬ লক্ষ ঘন মিটার বর্জ্য অপসারণসহ ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে বিভিন্ন কলকারখানার প্রায় ৪৭টি বর্জ্যমুখ বন্ধ করা হয়েছে। গৃহস্থলি সহ শিল্প কারখানার বর্জ্যমুখ বন্ধ সহ নদী দূষণ রোধে অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি অত্র সংস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নদীর তলদেশ হতে বর্জ্য অপসারনের জন্য "৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষংগিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০২টি গ্রাব ড্রেজার সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে ০১ টি গ্রাব ড্রেজার সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে ০১টি গ্রাব ড্রেজার সংগ্রহের জন্য ১৪-০৩-২০২১ তারিখে নেদারল্যান্ডের PLM Crane BV এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ড্রেজারটি ১৮ মাসের মধ্যে সংগৃহীত হবে। অপর একটি গ্রাব ড্রেজার সংগ্রহের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি পুনঃ দরপত্র আহ্বানের সুপারিশ প্রদান করে। উক্ত সুপারিশ মোতাবেক পুনঃ দরপত্র আহবানের কাজটি প্রক্রিয়াধীন।
		চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্ণফুলী নদীর নাব্যতা, স্বভাবিক গতি প্রবাহ অব্যাহত রাখা ও দূষণ রোধে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, মিডিয়া প্রতিনিধি এবং সামাজিক অঙ্গ সংগঠনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠণ করা হয়েছে। কমিটির সদস্যগণ সময়ে সময়ে উক্ত বিষয়ে মিলিত হয়ে করণীয় বিষয় ঠিক করছেন এবং কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১০.	**বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে বর্ষাকালে অতি বর্ষণে সৃষ্ট পানি ধারণের ব্যবস্থা রেখে ড্রেজিংসহ অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭-০৯-২০১৪, রমনা, ঢাকা।	**বিআইডব্লিউটিএ** নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং অতি বর্ষনে সৃষ্ট পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে সারা দেশের নদী খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য তুলাই, আত্রাই, ভোগাই-কংস, বাউলাই, লোয়ার কুমার নদী খননের মাধ্যমে বাফার জোন তৈরী হবে, এতে পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
		মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ মোংলা বন্দরের চ্যানেলে ড্রেজিং এর ফলে উক্ত এলাকায় বর্ষাকালে অতি বর্ষনে সৃষ্ট অতিরিক্ত পানি বহন করতে সক্ষম।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১১.	**নৌযানের মাষ্টার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষিত জনবল বিদেশে প্রেরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উত্তরবঙ্গে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭-০৯-২০১৪, রমনা, ঢাকা।	**বিআইডব্লিউটিএ** বিআইডব্লিউটিএ এর অধীনে পরিচালিত ০৩(তিন)টি (নারায়নগঞ্জ, বরিশাল ও মাদারীপুর) ডেক ও ইঞ্জিনকর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে নাবিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও উত্তর বঙ্গের আরও তিনটি নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরির লক্ষ্যে কমিটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন এবং পরবর্তীতে প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
		চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ক) নৌ বিভাগের জাহাজে কর্মরত ০১ জন ইলেকট্রিশিয়ান কে ২২/০৫/২০২২ হতে ২৬/০৫/২০২২ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী বেসিক ইলেকট্রিক্যাল কোর্স-১৩ অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বন্দর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে First Aid Course, VHF বেতার যন্ত্রাদি পরিচালনা, সেইফ মুরিং ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কোর্সে মাষ্টার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। খ) PeK এর বিভিন্ন জাহাজে নিয়োজিত মাষ্টারদের সময়ে সময়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
		নৌপরিবহন অধিদপ্তর ক) নাবিকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য ভিসা সমস্যা সমাধানঃ (১) অভ্যন্তরীণ জাহাজের নাবিকদের বিভিন্ন কোর্সগুলো শুধুমাত্র নারায়নগঞ্জস্থ DEPTC করানো হতো। বর্তমানে মেরিটাইম ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউটগুলোতে এই সকল কোর্স পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। (২) নৌপরিবহন অধিদপ্তরে অভ্যন্তরীণ, কোষ্টাল এবং বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সনদায়নের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। (৩) বাংলাদেশী নাবিকদের ভিসা সমস্যা সমাধানের জন্য, সিঙ্গাপুর তুরস্ক এবং ভারতের সাথে "On Arrival" ভিসাবা "Visa Free Transit Facility (VFTF)" চালু করণের জন্য দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। (৪) ইতোমধ্যে বাংলাদেশী নাবিকদের জন্য দুবাইয়ের ভিসা চালু হয়েছে। (৫) নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ভারতীয় বন্দরের মাধ্যমে জাহাজে যোগদান বা প্রত্যাবর্তন কালে বাংলাদেশী নাবিকগণকে পুলিশ দ্বারা escort করে জাহাজে বা বিমানবন্দরে নেয়া বন্ধ করা হয়েছে। জাহাজে যোগদানের জন্য নাবিকদের Port Specific Visa -এর পরিবর্তে Ship Specific Visa প্রদানে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সম্মত হয়েছে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		(৬) বাংলাদেশের বিমান বন্দর সমূহে ইমিগ্রেশন কার্যক্রমের সময় অহেতুক বিড়ম্বনা লাঘবে "সী-ফেয়ারার বিশেষ ইমিগ্রেশন বুথ" চালু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। (৭) ভারত, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, দুবাই, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নাবিকদের ভিসা সমস্যা সমাধান করা হলে বাংলাদেশী নাবিকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কূটনৈতিক পদক্ষেপ জোরদার করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। খ) বাংলাদেশে মেরিন সেক্টরে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীর নিমিত্তে ইতোমধ্যে পাবনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে ০৪টি নতুন মেরিন একাডেমী স্থাপন করা হয়েছে।
		নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে মেরিন সেক্টরে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির নিমিত্তে ইতোমধ্যে পাবনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে ০৪টি নতুন মেরিন একাডেমির স্থাপন করা হয়েছে।
		ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা অনুযায়ী ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রামে নতুন করে ১২টি শর্ট কোর্স চালু করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত সময়ে প্রী-সী কোর্সে ১৪১৮ জন এবং পোষ্ট-সী কোর্সে ১৮৪২১ জন সর্বমোট ১৯৮৩৯ জনকে; তাছাড়া ২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত প্রী-সী কোর্সে ৫৭০ জন এবং পোষ্ট-সী কোর্সে ৪৮৩৯ জন অর্থাৎ ৫৪০৯ জনকে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩৭৬৩ জন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ৩০৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা অনুযায়ী ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে ইনল্যান্ডশীপ মাস্টার/ড্রাইভারদের ট্রেনিং কোর্সের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে হিসাবে দক্ষতা উন্নয়নের জন্যে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ১৩৬৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। একজন অতিথি প্রশিক্ষককে জব প্রমোশন অফিসার হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। যিনি ক্লাস নেয়ার পাশা-পাশি বিদেশে চাকুরির বাজার সম্প্রসারণের কাজ করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষিত নাবিকদের বিদেশী জাহাজে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি ১৩-১৭/০১/২০১৫ তারিখে সিঙ্গাপুর এবং ১১/১১/২০১৮ হতে ১৯/১১/২০১৮ তারিখে চীন সফর করেছেন।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		সফলকালে ঐসকল দেশের জাহাজ মালিক/প্রতিনিধির সাথে আলাপ-আলোচনা করে বাংলাদেশী নাবিকদেরকে তাদের জাহাজে চাকুরী দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। ফলে বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশে চাকুরীর বাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। (১) "ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রামের জন্য সিমুলেটর সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পঃ ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণার্থীদের গুনগতমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃদ্ধির লক্ষ্যে "ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রামের জন্য সিমুলেটর সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ব্রীজ সিমুলেটর, ইঞ্জিন সিমুলেটর, হাই ভোল্টেজ সিমুলেটরসহ ৬ষ্ঠ তলা বিশিষ্ট সিমুলেটর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এই ধরণের প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশী নাবিক ও জাহাজী অফিসারদেরকে আর বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। ফলে আর্থিক সাশ্রয়, চাকুরির বাজার বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। (২) 'ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর শাখা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পঃ উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ডিসেম্বর'২০২২ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। (৩) রাজস্ব ব্যয়ের মাধ্যমে জামে মসজিদ নির্মাণ করা। ক) বাস্তবায়িত খ) বাস্তবায়নকাল ২০১৯-২০২০ গ) প্রাক্কলিত ব্যয়: ১.৭০ কোটি (৪) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউ, কুড়িগ্রাম শাখা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পঃ ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউ, কুড়িগ্রাম শাখা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প'বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৯/২০২১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে গঠিত জমি নির্বাচন কমিটি ১৬/১০/২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসকের প্রস্তাবিত জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রস্তাবিত জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে, লে-আউটসহ স্থাপত্য নক্সা, স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন ৮.৬৬ একর এবং খাস খতিয়ানভুক্ত ০.২৯ একর মোট ৮.৯৫ একর জমি অধিগ্রহণ করার প্রশাসনিক অনুমোদন ১১/০৪/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গিয়েছে। ১৩/০৪/২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম হতে ২৩/০৫/২০২২ তারিখে জমি অধিগ্রহণের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অপরদিকে প্রধান প্রেকৌশলী, গণপূত

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		অধিদপ্তর, ঢাকাকে সর্বশেষ ২৪/০৩/২০২২ তারিখে স্থাপনাদির নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন পাওয়া গিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ০৮/০১/২০২৩ তারিখে পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (৪) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, রাজশাহী শাখা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পঃ 'ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, রাজশাহী শাখা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প' গ্রহণ করার জন্য ২৫/০৫/২০২২ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করেছে। সে অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, রাজশাহী হতে ১২/০৬/২০২২ তারিখে ১২.৪৩ একর জমি অধিগ্রহণ করার প্রস্তাব করেছেন। ২৫/০৫/২০২২ এবং ০১/০৯/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে রাজশাহী শাখা স্থাপন করার প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া ০৬/১১/২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক রাজশাহী হতে জমি সম্ভব্য মূল্য পাওয়া গিয়েছে। ২১/০৮/২০২২ তারিখে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে প্রস্তাবিত জমি ২/৩ ফসলী কিনা এ সংক্রান্ত প্রত্যায়ন পত্র এবং ২১/০৮/২০২২ তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি), পবা উপজেলাকে প্রস্তাবিত জমি নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, কবর স্থান ও টিলা শ্রেণীর কিনা এ সংক্রান্ত প্রত্যায়ন পত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তাছাড়া ০৭/১২/২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরকে ছাড়পত্র/অনাপত্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে অনাপত্তি পাওয়া গেছে।
১২.	**পায়রা বন্দরকে কার্যকরী সমুদ্র বন্দরে পরিণত করার লক্ষ্যে বন্দরের পাশে শিপ বিল্ডিং এবং রি-সাইক্লিং ইন্ড্রাস্ট্রী গড়ে তুলে এ অঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করতে হবে।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭.০৯.২০১৪, রমনা, ঢাকা।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন।
১৩.	**সমুদ্র পথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমুদ্র বন্দর এবং স্থল বন্দরসমূহকে আরো আধুনিক বন্দরে রুপান্তরের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭.০৯.২০১৪, রমনা, ঢাকা।	**চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ** ক) সমুদ্র পথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিগত ০৭.০৯.২০১৪ তারিখ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেছেঃ ০১। একটি সমুদ্রগামী ওয়াটার সাপ্লাই ভেসেল সংগ্রহ; (জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৪) (১০০%) ০২। সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন; (জানুয়ারী/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৪) (১০০%)

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		০৩। জরিপ বোট-১১ প্রতিস্থাপনপূর্বক মাল্টিবীম ইকোসাউন্ডার বিশিষ্ট আধুনিক জরিপ বোট সংগ্রহ; (ডিসেম্বর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫) (১০০%) ০৪। PeK এর জন্য হাসপাতাল কমপ্লেক্স নির্মাণ; (ডিসেম্বর/২০১২ হতে জুন/২০১৯) (১০০%) ০৫। নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনালের জন্য ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ; (জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৯) (১০০%) ০৬। নিউমুরিং ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ; (জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২১৯) (১০০%) ০৭। নিউমুরিং ২য় ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ; (সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২০) (১০০%) ০৮। দুইটি মোবাইল হারবার ক্রেণ সংগ্রহ; (জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২০) (১০০%) ০৯। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট শক্তিশালীকরণ; (মার্চ/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০) (১০০%) ১০। চট্টগ্রাম বন্দরের ০১ নং জেটির উজানে সার্ভিস জেটি নির্মাণ; (জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২০) (১০০%) ১১। একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন (৩২০০ বিএইচপি) হাই পাওয়ার টাগবোট সংগ্রহ; (জুলাই/২০১৬ হতে জানুয়ারী/২০২২) (১০০%) ১২। পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ; (জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২) (১০০%) ১৩। দুইটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন (প্রতিটি ৫০০০ বিএইচপি/৭০ টন বোলার্ড পুল) টাগ বোট সংগ্রহ; সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২) (১০০%) খ) তাছাড়া, বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ চলমান রয়েছেঃ ০১। ১৬ মিঃ গভীরতা এবং ৮০০০ TEUs ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেইনার জাহাজের প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন" প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। গত ০২/১১/২০২০ ইং তারিখে Consultant Mobili-zation এবং MPCT কর্তৃক সার্ভে ও ডিজাইন সম্পন্ন করার পর ডিটেইল ডিজাইন দাখিল পরবর্তী ০৩ টি প্যাকেজের Package-1 (Civil Works for the Port Construction), এবং Package-2A (Cargo Handling Equipment, TOS and Security System) এর দরপত্রের মূল্যায়ন কাজ চলছে। Package-2B (Tug Boats, Survey Boat, Pilot Boat and VTMIS) এর দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। Package-1 এবং Package-2A তে দাখিলকৃত

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		দরপত্রের আর্থিক মূল্যায়ন সমাপ্ত এবং দরপত্র মূল্যায়ন পরবর্তী JICA এর NoC গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। Package-2B এর দরপত্রের কারিগরী মূল্যায়নের কাজ চলছে। ০২। বন্দরের কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "বিভিন্ন ইয়ার্ড এবং টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ড এবং টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ প্রকল্পের ১০৪টি ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ কার্যক্রমের বর্তমান চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৪৩.৭১%। ০৩। "কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়া চর পর্যন্ত বর্জ্য অপসারণ এবং ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি" প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের ক্যাপিটাল ড্রেজিং অংশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিআরটিসি, বুয়েট, ঢাকা কর্তৃক চূড়ান্ত সার্ভে করতঃ পরীক্ষা/নিরীক্ষা করা হচ্ছে। সহসা প্রকল্পের সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ শুরু হবে। কাজের অগ্রগতি ৯৮.০৫%। ০৪। "চট্টগ্রাম বন্দরের ISPS Code বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী গেইটে কন্টেইনার স্ক্যানার সংগ্রহ" প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ০২টি Fixed X-Ray Container Scanner ক্রয় জন্য প্রাপ্ত দরপত্রটি গত ২৯/১১/২০২২ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠান Five-R-Associates এবং PeK এর মধ্যে গত ০৫/০১/২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিমধ্যে Nuctech Company Ltd এর Warsaw, Poland এ অবস্থিত উৎপাদন কারখানায় সরেজমিনে Factory Acceptance Test (FAT) সম্পন্ন করতঃ প্রতিবেদন পেশ করেন। এছাড়াও আগামী ১১ জুন ২০২৩ তারিখে PSI এর জন্য বিদেশ ভ্রমনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ০৫। পশ্চাদ সুবিধাসহ হেভী লিফট কার্গো জেটি নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তব অগ্রগতি ০.০০০৭%
		মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সমুদ্রপথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ হতে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ০৪টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পিপিপিসহ ০৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ০৩টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ সমুদ্র পথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে: ১। "পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ২। "পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এর কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩। পায়রা বন্দরের ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং স্কিমের আওতায় ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে কোম্পান আনুষ্ঠানিকভাবে রাবনাবাদ চ্যানেল পায়রা বন্দরকে হস্তান্তর করে। ৪। ভারত সরকার এর লাইন অব ক্রেডিট ৩ এর আওতায় পায়রা বন্দরের মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়ন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
		বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থলবন্দরসমূহকে আধুনিক স্থলবন্দরে রূপান্তরের লক্ষ্যে ০৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছেঃ ০১। গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের উন্নয়নের জন্য ৭৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজ জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। ১১-০৩-২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বন্দরটি উদ্বোধন করা হয়েছে। ০২। গত ০৪-১০-২০১৮ তারিখে ৫৯৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন হয়। প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২৩ এ সম্পন্ন হয়েছে। ০৩। বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৮৬৪.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গত ২১-০১-২০১৮ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৫-০৯-২০১৯ তারিখ জমি হস্তান্তর দখল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বন্দরটির অপারেশনাল কার্যক্রম চালুর জন্য ন্যুনতম প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। হবে।গত ২১/০৫/২০২৩ তারিখে বন্দরটির অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ০৪। বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৪৮৯০.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্পটি ১১-০৫-২০১৭ তারিখ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ ৩০ জুন, ২০২৩ এ সম্পন্ন হয়েছে। ০৫। বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ৭৩১.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রজেক্ট-১ এর আওতায় "শেওলা, ভোমরা, রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সিসিটিভি" শীর্ষক একটি প্রকল্পের উচ্চ ০১-০৮-২০১৭ তারিখে ECNEC সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ ০৩টি স্থলবন্দরের জন্য প্রায় ৪১.৯৩৫ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে শেওলা স্থলবন্দরের প্রায় ৯০%, বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ কাজ প্রায় ৪০%, সিসিটিভি'র কাজ ১০০% এবং রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্পের ইমিগ্রেশন ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। শেওলা স্থলবন্দরের অপারেশনাল কাজ গত ০৭ জুন ২০২৩ তারিখে চালু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই রামগড় স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন ভবন চালু করা হবে। ৬। ৩২৯২৮.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ" প্রকল্পটি গত ২৬-০১-২০২০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রকল্পের আওতায় ৪১.৩৯ একর জমি অধিগ্রহণ সমাপ্ত করে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ০৭। SASEC Integrated Trade Facilitation Sector Development Project: Bangladesh Land Port Authority Part (BLPA) Part শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২১৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তামাবিল ও আখাউড়া স্থলবন্দর উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
১৪.	**বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু নদী সংস্কারসহ ঢাকা শহরের চারিপাশে নৌ চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে নিচু ব্রিজ সংস্কার করতে হবে।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭.০৯.২০১৪, রমনা, ঢাকা।	**বিআইডব্লিউটিএ** ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর পরিবেশগত উন্নয়নে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অধীন সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
		বিআইডব্লিউটিসি ঢাকা শাহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার নৌপথে যাত্রী পরিবহনের জন্য বিআইডব্লিউটিসি ২০০৯-২০১৪ সময়ে ১২টি বিভিন্ন ক্যাপাসিটির ওয়াটার বাস নির্মাণ করে সার্ভির্সে নিয়োজিত করে। বর্তমানে বুড়িগঙ্গা নদীর এপাড়-ওপাড় যাত্রী পারাপারের লক্ষ্যে নবাববাড়ী-আগানগর এবং শ্যামবাজার (মসজিদ ঘাট)-তৈলঘাট (কালীগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ) সার্ভিসে ওয়াটার বাস চালু রয়েছে। বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য আকর্ষণীয়, দ্রুতগামী ও আরামদায়ক ওয়াটার বাস, ওয়াটার ক্রাফট এবং আনুষঙ্গিক সহায়ক জলযান ও

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		স্থাপনা প্রকল্প আকারে অনুমোদন, অর্থায়ন ও বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পের PDPP ইআরডি, JICA ও প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫.	**চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরশনের জন্য ট্যাংকার জাহাজ ক্রয়ের সম্ভাব্যতা।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭.০৯.২০১৪, রমনা, ঢাকা।	**বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন** বিএসসির আর্থিক প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গত ১৮-০১-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তর পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বিএসসি কর্তৃক জয়েন্ট ভেঞ্চারে মাদার ট্যাংকার ও লাইটারেজ অয়েল ট্যাংকার ক্রয় ও পরিচালনার বিসয়ে কার্যসাধন প্রণালী (Modus Operandi) নির্ধারণের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২৮-১০-২০১৬ তারিখে পত্রের মাধ্যমে উভয় সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে এরূপ উদ্যোগ গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করে। অতঃপর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন যৌথ মালিকানা/অংশিদারিত্বে সমুদ্রগামী অয়েল ট্যাংকার অথবা কয়লা পরিবহনের বাল্ক কার্গো ভেসেল ক্রয়ের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা জন্য চবক কর্তৃক গঠিত কমিটি গত ০৪-০৮-২০১৬ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। সে প্রেক্ষিতে "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য ট্যাংকার জাহাজ ক্রয়ের সম্ভাব্যতা" কার্যক্রমটি সম্পাদিত হয়েছে।
১৬.	**পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য Water Way-তে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থাকরণ।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ০৭.০৯.২০১৪, রমনা, ঢাকা।	**বিআইডব্লিউটিএ** পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য নৌযান চলাচলের সুবিধার্থে "সাঙ্গু, মাতামুহুরী ও কর্ণফুলী (রাঙ্গামাটি-থেগামুখ নৌপথ) নদী খননের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক ০১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির সর্বশেষ অবস্থা হলো প্রকল্পের সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান বিষয়ে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ হতে অসম্মতি জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্য নৌপরিপহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৫/০২/২০২৩ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্পে সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হবে।
		বিআইডব্লিউটিসি সংস্থার নৌ বহরে বর্তমানে এ ধরনের কোন High Speed Vessel নেই।
১৭.	**অবিলম্বে মোংলা-ঘসিয়াখালি চ্যানেলটি ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনঃখনন করতে হবে।** নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২৭-০৪-২০১৫, বগুড়া, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট,	**বিআইডব্লিউটিএ** মংলা-ঘাষিয়াখালী নদী খননের মাধ্যমে নৌ-পথটি চালু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মংলা-ঘষিয়াখালী ক্যানেলের মংলা মুখ থেকে বুড়ির ডাঙ্গা এবং প্লানের বাজার থেকে

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভে।	ঘষিয়াখালী পর্যন্ত গড় গভীরতা প্রায় ১২ ফুট, উল্লেখিত এলাকায় সবচেয়ে বেশি পলি জমায় নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং করা হচ্ছে। চ্যানেলটি খননের মাধ্যমে ১০-১২ ফুট ড্রাফটের নৌযান চলাচল করছে। ২৬-০৭-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ২,৪৩,২৬৮টি নৌ-যান উক্ত রুটে যাতায়াত করেছে।
১৮.	ভোমরা স্থল বন্দরের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: ২৭-০৪-২০১৫, ভিডিও কনফারেন্স	**বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ** বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১: শেওলা, ভোমরা, রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯.৮৩৫ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia-Bangladesh Phase-1 প্রকল্পের আওতায় ৩৪৫৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল, বুড়িমারী এবং ভোমরা স্থলবন্দরে জমি অধিগ্রহণসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি ১১-০৪-২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
১৯.	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার যাত্রী সাধারণের নৌ যাতায়াত ব্যবস্থা নিরাপদ করতে হবে। নির্দেশনা প্রদানের তারিখ ও স্থান: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২৬-০৬-২০২২ এর অনুশাসন এর আলোকে নির্দেশনা	**বিআইডব্লিউটিএ** কুমিরা-গুপ্তছড়া ঘাট/পয়েন্টে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ কুমিরা-গুপ্তছড়া ও সন্দ্বীপ চ্যানেলে নৌ চলাচল সচল রাখাসহ যাত্রী ও মালামাল উঠানামা প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

সুনীল অর্থনীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা

গাঙের ব-দ্বীপ বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শাখা-প্রশাখাসহ প্রায় ৮০০ নদ-নদীর বিপুল জলরাশি প্রায় ২৪,০০০ কিলোমিটার ব্যাপ্তি নিয়ে মাকড়সা'র জালের মত এদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। জলপথ বাংলাদেশের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। ২০১২ ও ২০১৪ সালে যথাক্রমে জার্মানির সমুদ্র আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS) এবং নেদারল্যান্ডসের হেগ-এ সালিশি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সমুদ্রে বাংলাদেশের অধিকার বিষয়ক দুটি রায়ের ফলে বর্তমানে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের মোট সমুদ্রসীমা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার। এই এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, বঙ্গোপসাগরে ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রাধীন অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশের সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) এক নতুন ও অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সুনীল অর্থনীতি কার্যক্রম, সমুদ্র সম্পদ আহরণ এবং এ সংক্রান্ত কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

বিশ্বমানের বন্দর স্থাপন, মেরিটাইম ও নৌপরিবহন ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে-ভিশন

- সমুদ্র বন্দর ও গভীর সমুদ্র বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কোস্টাল শিপিং এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা;
- দ্বিপাক্ষিক, উপ-আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক সমঝোতা স্মারক, চুক্তি, প্রটোকল ইত্যাদি সম্পাদনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্য সম্প্রসারণ;
- কোস্টাল ট্যুরিজমের মাধ্যমে অর্থনীতির উন্নয়ন;
- মেরিটাইম এডুকেশন সেন্টারের প্রসারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দক্ষ ও অর্ধদক্ষ নৌকর্মী, এক্সপার্ট, নাবিকগণের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ, উপার্জন বৃদ্ধি এবং
- অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের ক্ষেত্রে ড্রেজিং-এর মাধ্যমে নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (বাস্তবায়নকাল ২ বছরের উর্দ্ধে নয়)

ক্র.নং	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১।	কর্ণফুলী নদীতে চট্টগ্রাম ড্রাইডক সংলগ্ন এলাকায় ৬০০ মি: দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নামে একটি নতুন কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
২।	কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট এলাকায় নির্মিত ৪০০ মিটার জেটি সচলকরন এবং নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিতে ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৩।	নিউমুরিং ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ প্রকল্প	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৪।	২য় নিউমুরিং ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ প্রকল্প	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৫।	পশুর চ্যানেলের রামপাল পর্যন্ত ড্রেজিংকরণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৬।	রুজভেল্ট জেটির অবকাঠামো উন্নয়ন	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৭।	ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তন	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৮।	আউটার বারে ড্রেজিংকরণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৯।	টাগবোট সংগ্রহকরণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১০।	মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহকরণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১১।	মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১২।	হারবার চ্যানেলের ফুড সাইলো এলাকায় ড্রেজিং	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৩।	পায়রা গভীর সমুদ্ররে কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদির উন্নয়নকরণ	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৪।	পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ।	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৫।	বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সী ক্রুজ/কোস্টাল ট্যুরিজমের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের সাথে কোষ্টাল ট্যুরিজম এর সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ	নৌপরিবহন অধিদপ্তর
১৬।	ক. চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া-বরিশাল উপকূলীয় রুটে দক্ষ যাত্রীবাহী সার্ভিস পরিচালনার লক্ষ্যে যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ	বিআইডব্লিউটিসি
	খ. ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌরুটের জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)	বিআইডব্লিউটিসি
	গ. বিআইডব্লিউটিসি'র পুরাতন ডাম্ব ফেরি প্রতিস্থাপনকল্পে ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি নির্মাণ	বিআইডব্লিউটিসি
	ঘ. বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৪টি কে-টাইপ ফেরি ও ৪টি কনভেনশনাল পন্টুন নির্মাণ	
১৭।	চট্টগ্রাম টার্মিনাল-১ এর জমিতে জেটি নির্মাণ	বিআইডব্লিউটিসি
১৮।	বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলংকা-মালদ্বীপ এই ৪টি দেশের মধ্যে ক্রুজ সার্ভিস চালুকরণের জন্য ক্রুজ শিপ সংগ্রহ প্রকল্প অনুমোদন ও ডিজাইন চূড়ান্তকরণ এবং শিপ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্তকরণ	বিআইডব্লিউটিসি
১৯।	বর্তমানে নির্মাণাধীন ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজে সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান স্থাপন করণ	বিআইডব্লিউটিসি
২০।	চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় ০৬ (ছয়) টি নতুন জাহাজ (প্রতিটি প্রায় ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাঙ্কার এবং ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার) ক্রয়।	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
২১।	মাষ্টার্স (এমএসসি) কোর্স পরিচালনা করা	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি
২২।	সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও পাবনা মেরিন একাডেমীতে শিক্ষা কার্যক্রম চালুকরণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২৩।	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট স্থাপন, মাদারীপুর শাখা শীর্ষক প্রকল্প	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (বাস্তবায়নকাল ২ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত)

ক্র.নং	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১।	লালদিয়ায় মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
২।	মাতারবাড়ী বাণিজ্যিক টার্মিনাল নির্মাণ	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৩।	কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৪।	মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৫।	একটি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজার সংগ্রহ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৬।	আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৭।	আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৮।	ফেন্ডার প্রতিস্থাপন, ইয়ার্ড ও রাস্তা সংস্কার ও রুজভেল্ট জেটিতে ডলফিন জেটি নির্মাণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৯।	পশুর চ্যানেলে নাব্যতা ও ৮মিঃ সিডি অর্জনের জন্য ড্রেজিং	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১০।	মোংলা বন্দরের জন্য ৬টি জলযান সংগ্রহ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১১।	সরকারী অর্থায়নে ২টি কন্টেইনার জেটি নির্মাণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১২।	ক্যাপিটাল এন্ড মেইন্টেন্যান্স ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিং কার্যক্রম	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৩।	পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল, সংযোগ সড়ক, আন্দারমানিক নদীর উপর সেতু ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৪।	পায়রা বন্দরের মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৫।	ড্রাই বাল্ক/কোল টার্মিনাল নির্মাণ	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৬।	সমুদ্র বন্দর থেকে নদীপথে কন্টেইনার পরিবহন (Inland Container Service) এবং পার্শ্ববর্তি দেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে কোস্টাল কন্টেইনার পরিবহণ ক) Inland Container Service উন্নতিকল্পে প্রতি ৬ মাস অন্তর সমস্ত Stake Holder, Ship Owner Association এর সাথে Roadshow/ Workshop আয়োজন করতে হবে। খ) পানগাঁওসহ অন্যান্য Inland Container টার্মিনালের কর্মপরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে নিতে হবে। i) সরাসরি Inland Port সমূহে Bill of Lading এর ব্যবস্থা। ii) কলকাতা থেকে সরাসরি মালামালের পরিবহনের জন্য আরও জাহাজ মোতায়েন। iii) Import Item এর পাশাপাশি Textile, Paper yarn, Fish, Salt, Cement ইত্যাদি আইটেম Export এর ব্যবস্থা করা। iv) পানগাঁও সংলগ্ন জুরাইন এলাকায় ট্রাফিক জ্যাম এড়ানোর জন্য ফুটপাত উৎখাত সহ পর্যাপ্ত ফুট ওভার ব্রীজ তৈরী করা এবং পানগাঁও হাসনাবাদ (৫ কিঃমিঃ) কানেক্টিং রোড স্থাপন করা। v) নারায়ণগঞ্জ এলাকায় অবস্থানরত সকল ইন্ডাস্ট্রির সাথে আলোচনা করে (প্রয়োজনীয় রোড শো) রপ্তানি/আমদানী আইটেম সমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর
১৭।	GMDSS এর বাস্তবায়ন ও Coastal Radio Station স্থাপনের পাশাপাশি DGPS স্থাপন	নৌপরিবহন অধিদপ্তর

ক্র.নং	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১৮।	মাছ ধরা নৌকা/ট্রলারসমূহের নিরাপত্তা বিধানসহ অবৈধ কার্যকলাপ রোধকল্পে রেজিস্ট্রেশনসহ লাইসেন্স প্রদান করে বিভিন্ন গভীরতায় মাছ ধরার বিষয়ে কালার কোড প্রণয়ন চলমান... **মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা** (বাস্তবায়নকাল ২ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত)	নৌপরিবহন অধিদপ্তর
১৯।	ক) ব্লু-ইকোনমি উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য জাহাজ খাতের উন্নয়ন খ) জাহাজ শিল্পে বিনিয়োগে ব্যাংক ঋণ হ্রাসের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে অনুরোধ করা যায়। গ) জাহাজ রেজিস্ট্রেশন এবং সমুদ্রগামী জাহাজ নিবন্ধনকালে ৫% অগ্রিম কর প্রদান রহিত করার বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সভা করে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। একই সাথে পানগাঁও বন্দরের Custom Clearence এর বিষয়টি আরোও সহজ ও সময় কমিয়ে আনার বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। ঘ) বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজের জন্য priority birthing এর বিষয়ে চট্টগ্রাম, মোংলা এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঙ) বাংলাদেশী ক্রুদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রুদের পাসপোর্ট, সীম্যান বুক (সিডিসি) এবং মেশিন রিডেবল সীফেয়ারার্স আইডেনটিটি ডকুমেন্ট (SID) নিয়ে বিদেশী বন্দরে অবস্থানরত জাহাজে যোগদান এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য বিমানবন্দরসমূহে বাংলাদেশী ক্রুদের জন্য 'On arrival visa' ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর
২০।	সমুদ্র এবং সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার ক) Merchant Shipping Ordinance, ১৯৮৩ যুগোপযোগী করতে হবে। খ) বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত IMO'র MARPOL এবং OPRC সহ অন্যান্য কনভেনশন বাস্তবায়ন করতে হবে। গ) IMO'র AFS, BUNKER, BWM, SHIP RECYCLING কনভেনশনসমূহ অনুসমর্থন করতে হবে।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর
২১।	বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং দুইটি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ	বিআইডব্লিউটিসি
২২।	৪টি কোস্টার নির্মাণ/সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
২৩।	১৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ফ্লোটিং ডক সংগ্রহ/স্থাপন	বিআইডব্লিউটিসি
২৪।	৪টি কন্টেইনারবাহী জাহাজ সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
২৫।	উপকূল হতে অভ্যন্তরীণ নৌপথে LPG/ LNG পরিবহণের জন্য ৪টি ২৫০০ মে.টন ক্যাপাসিটির জাহাজ সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
২৬।	উপকূল হতে অভ্যন্তরীণ নৌপথে পণ্য পরিবহণের জন্য ৬টি ২৫০০ মে.টন ক্যাপাসিটির কার্গো জাহাজ সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
২৭।	উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে মেইল জাহাজ হতে যাত্রি উঠানামার জন্য ৬টি ২০০ ক্যাপাসিটির এ্যালুমিনিয়াম landing craft সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
২৮।	চট্টগ্রামের সদরঘাটে বিআইডব্লিউটিসি'র টার্মিনাল ২ ও ৩ এ ২টি এবং খুলনার কাস্টম ঘাট এবং ডেল্টা ঘাটে ২টিসহ সর্বমোট ৪টি লাইটারেজ জেটি নির্মাণ	বিআইডব্লিউটিসি
২৯।	বিআইডব্লিউটিসি'র ১০টি গুরুত্বপূর্ণ জাহাজে নেভিগেশনাল সিস্টেম আপ-গ্রেড করার কাজে আধুনিক প্রযুক্তির Navigational Aids সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি

ক্র.নং	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৩০।	৩ টি ক্রুজ শিপ সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
	কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, মজু চৌধুরী হাট (লক্ষ্মীপুর) এবং ইলিশা ঘাটে নৌ-পর্যটনের সুবিধা সম্বলিত নদী বন্দর স্থাপন	বিআইডব্লিউটিএ
৩১।	ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডরের সহায়ক রুটের নাব্যতা বৃদ্ধি এবং হাওর জলাশয়ের পানি দূষণ রোধকরণ	বিআইডব্লিউটিএ
৩২।	খানপুর এবং নারায়ণগঞ্জে ইনল্যান্ড কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করণ	বিআইডব্লিউটিএ
৩৩।	আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন প্রকল্প।	বিআইডব্লিউটিএ
৩৪।	২ (দুই) টি নতুন, প্রতিটি ১০০,০০০-১২৫,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন মাদার ট্যাংকার ক্রয়	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
৩৫।	০২ (দুই) টি নতুন, প্রতিটি কমপক্ষে ৮০,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন মাদার প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার (ডিজেল পরিবহন উপযোগী) ক্রয়	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
৩৬।	০২ (দুই) টি নতুন প্রতিটি কমপক্ষে ৮০,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন মাদার বাল্ক কেরিয়ার (কয়লা পরিবহন উপযোগী) ক্রয়	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
৩৭।	Bangabandhu Techno Marina Complex স্থাপন	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি
৩৮।	Training Ship ক্রয় ও Simulator Center স্থাপন	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি
৩৯।	স্নাতকোত্তর (এমএসসি/ পিএইচডি) কোর্স চালুকরণ	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি
৪০।	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রামে সিমুলেটর ভবন নির্মাণ, ব্রীজ ও ইঞ্জিন সিমুলেটর এবং জিএমডিএসএস যন্ত্রপাতি ক্রয় শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (বাস্তবায়নকাল ৫ বছরের উর্দ্ধে)

ক্র.নং	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১।	চট্টগ্রামের পশ্চিম তীরে বন্দর হতে ৬ কি.মি. এবং বহি:নোঙ্গর হতে ১ কি.মি. দূরে বে-টার্মিনাল নির্মাণ	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
২।	চট্টগ্রাম বন্দরকে গ্রীন পোর্টে উন্নীতকরণ	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৩।	আধুনিক কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৪।	জয়মনিরগোলে মাল্টি-পারপাস জেটি নির্মাণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৫।	আকরাম পয়েন্টে ভাসমান জেটি নির্মাণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৬।	হিরণ পয়েন্ট পাইলট ষ্টেশনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং জ্যাফর্ড পয়েন্টে লাইট হাউজ নির্মাণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৭।	নদী শাসন কার্যক্রম গ্রহণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৮।	উন্নত ও আধুনিক লাইট টাওয়ার নির্মাণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৯।	সহায়ক জলযান সংগ্রহ (১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়)	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১০।	উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১১।	কার ক্যারিয়ার সংগ্রহ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্র.নং	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১২।	জয়মনিরগোলে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ (১ম ও ২য় পর্যায়)	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৩।	অয়েল স্পিল ভেসেল সংগ্রহ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৪।	পানি শোধনাগার নির্মাণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৫।	নেভিগেশনাল এইড সংগ্রহ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৬।	পশুর চ্যানেলে নাব্যতা ও ১০ মিঃ সিডি অর্জনের জন্য ড্রেজিং	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৭।	ভিটিএমআইএস সম্প্রসারণ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৮।	কোর পোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণ	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১৯।	কন্টেইনার টার্মিনাল-১ নির্মাণ (ট্রান্সশীপমেন্ট কন্টেইনার টার্মিনাল)	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২০।	কন্টেইনার টার্মিনাল-২ নির্মাণ (ডিপ ওয়াটার কন্টেইনার টার্মিনাল)	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২১।	এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২২।	লিকুইড বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২৩।	অফশোর টার্মিনাল/সাপ্লাই বেজ নির্মাণ	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২৪।	অভ্যন্তরীণ ফেরী টার্মিনাল নির্মাণ	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২৫।	উপকূলীয় এলাকায় ৭টি নির্ধারিত স্থানে Differential Global Positioning System (DGPS) স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন	নৌপরিবহন অধিদপ্তর
২৬।	Maritime Search & Rescue এর জন্য এয়ারক্রাফ্ট ক্রয়	নৌপরিবহন অধিদপ্তর
২৭।	বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য পর্যায়ক্রমে ৮টি কন্টেইনারবাহি জাহাজ নির্মাণ/সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
২৮।	১০টি কার্গো জাহাজ ও ৪টি অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ/সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
২৯।	১টি ফ্লোটিং ডক সংগ্রহ ও স্থাপন	বিআইডব্লিউটিসি
৩০।	৪টি উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ কাম ফেরি নির্মাণ/সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
৩১।	৮টি সি-ট্রাক নির্মাণ/সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
৩২।	চট্টগ্রাম টার্মিনালে হাইড্রোলিক বোর্ডিং ব্রিজ স্থাপন	বিআইডব্লিউটিসি
৩৩।	উপকূল হতে অভ্যন্তরীণ নৌপথে LPG/LNG পরিবহণের জন্য ৬টি ২৫০০ মে.টন ক্যাপাসিটির জাহাজ সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
৩৪।	৬ টি ক্রুজ শিপ সংগ্রহ	বিআইডব্লিউটিসি
৩৫।	১২ (বার) টি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের খনন প্রকল্প	বিআইডব্লিউটিএ
৩৬।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প (১ম পর্যায় ঃ ২৪টি নৌপথ)	বিআইডব্লিউটিএ
	বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌপথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)	বিআইডব্লিউটিএ
	মোংলা বন্দর হতে চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌ-রুটের নাব্যতা উন্নয়ন।	বিআইডব্লিউটিএ
৩৭।	অভ্যন্তরীণ নৌপথে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার নৌরুটে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস চালু করণ	বিআইডব্লিউটিএ
৩৮।	গজারিয়া ও মুন্সিগঞ্জ ইকোনমিক প্রসেসিং জোন-এ সমন্বিত নৌবন্দর-রেলপথ পরিবহণ ব্যবস্থা চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ।	বিআইডব্লিউটিএ
৩৯।	কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, মজু চৌধুরী হাট (লক্ষ্মীপুর) এবং ইলিশা	বিআইডব্লিউটিএ

ক্র.নং	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	ঘাটে নৌপর্যটনের সুবিধা সম্বলিত নদী বন্দর স্থাপন	
৪০।	কক্সবাজার-সেন্ট মার্টিন ও কক্সবাজার-মহেশখালী রুটে কোস্টাল প্যাসেঞ্জার সার্ভিস চালু করণ	বিআইডব্লিউটিএ
৪১।	১০ (দশ) টি নতুন (প্রতিটি ১০,০০০-১৫,০০০ ডিডব্লিউটি) বাল্ক ক্যারিয়ার ক্রয়	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
৪২।	৪ (চার) টি নতুন (প্রতিটি ১,২০০-১,৫০০ টিইইউ) সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ ক্রয়	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
৪৩।	০২ টি নতুন (প্রতিটি প্রায় ১৪০,০০০ সিবিএম ধারণক্ষমতা সম্পন্ন) এলএনজি ক্যারিয়ার ক্রয়	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
৪৪।	০২টি নতুন (প্রতিটি প্রায় ১৭৪০০০ সিবিএম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) এলএনজি ক্যারিয়ার ক্রয়	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
৪৫।	০২টি নতুন (প্রতিটি প্রায় ১৮০০০০ সিবিএম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) এলএনজি ক্যারিয়ার ক্রয়	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
৪৬।	জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)-এর প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যাডেট নিয়োগের মান উন্নত/বর্ধিতকরণ	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি
৪৭।	একাডেমির ক্যাডেট/গ্রাজুয়েটদের জন্য দেশি-বিদেশী বিভিন্ন সমুদ্রগামী জাহাজে চাকরির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি
৪৮।	চাহিদানুসারে ক্যাডেট সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি
৪৯।	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মেরিটাইম কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট
৫০।	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে প্রী-সী ক্যাডেট কোর্স চালুকরণ	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

নৌপরিবহন সংশ্লিষ্ট সুনীল অর্থনীতির স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসবে বলে আশা করা যায় যা দেশের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ মূলত একটি অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহা পরিকল্পনা, যা জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে খাদ্য ও পানি নিরাপত্তার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এক্ষেত্রে এই মহা পরিকল্পনাকে সামনে রেখে পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের চাহিদা পূরণের জন্য সমুদ্র বন্দরকে আনচলিক হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে নদী ব্যবস্থাপনা, নৌপথ পুনরুদ্ধার, নাব্যতা সৃষ্টি ও নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বি আইডব্লিউটিএ ইতোমধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

1st Phase: 0 -10 Years (Short Term)

A) Strengthening Institutional Capacity to prepare for 2030

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (In Crore)
1	Modernization, Developmentand Strengthening of Human Resource efficiency of BIWTA.	July 2021 - June 2025	300
2	Digitalizing all activities of BIWTA under e-service system.	July 2021 - June 2025	450
3	Bring off dredging activities of BIWTA under RealTime Dredging Monitoring System.	July 2021 - June 2024	30
4	Conduct survey for unregistered mechanized boats in all over the Country.	July 2021 - June 2024	100
5	Establish shipbuilding facilities/dockyard in Sirajgonj Zone to provide repair andmaintenance facilities in the north-west area of the Country.	July 2022 - June 2026	30
6	Introduce E-Inland Water Traffic Management System in inland marine waterways.	July 2023 - June 2030	200

B) Develop Inland Waterways from 6000 km to 10000 km

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (In Crore)
7	Improvement and Restoration of Navigability in Ghorautra river, Bolai-Sreegang river under Mithamoin Upazila and Dhanu river & Namakura river under the Upazila of Itna and of Dholeshshari river under the Upazila of Austogram.	July 2021 - June 2026	360
8	Improve and restore Jhenai (Tangail), Ghagot (Nilphamari, Rangpur), Bangshi (Tangail, Gazipur), and Nagda river through capital dredgingfor navigability improvement and flood management.	July 2021 - June 2027	4200
9	Conduct River Management by enhancing the navigability, removing/minimizing drainage congestion, improve river tourism, wetland ecosystem, irrigation, and landing facilities by capital dredging in Haor Areas.	July 2021 - June 2027	200
10	Improve river tourism and restore navigability of the river Sangu, Matamuhuri and Rangamati-Thegamukh through capital dredging.	July 2021 - June 2026	1300
11	Develop and restore navigability of different rivers in Chittagong hill tracts through capital dredging.	July 2022 - June 2029	865
12	Develop and restore navigability of Gomoti River by capital dredging.	July 2021 - June 2024	770

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
13	Develop and restore navigability of different rivers of Khulna Division through capital dredging.	July 2022 - June 2030	3600
14	Develop and restore navigability of different rivers of Barisal Division through capital dredging.	July 2022 - June 2030	5200
15	Improve and Restore navigability of different rivers near 50 economic zones in the Country.	July 2021 - June 2030	5000
16	Procurement of modern aids to navigation system including self powered intelligent buoy with related accessories.	July 2022 - June 2026	150
17	Procurement of tracking system for BIWTA vessels, pontoons and other field level objects with related security accessories.	July 2022 - June 2026	40
18	Procurement of instant channel searching equipments with software.	July 2023 - June 2027	20
19	Connecting Hydrographic Survey from Inland Waterways to short sea areas of the Bay of Bengal in Bangladesh.	July 2022 - June 2030	200
20	Procure Hydrographic navigation equipment for BIWTA.	July 2021 - June 2030	1000
21	(i) Establishment of a new DGNSS Beacon Station and a Resort on BIWTA's own Land at Chandpur; (ii) Extension of DGNSS Network by establishing Two new DGNSS Beacon Stations acquiring land.	July 2022 - June 2027	1000
22	Chart Room Modernization, Purchase of necessary equipment, Digitization of historical chart, GIS based Charting System and Application of Electronic Navigational Chart (ENC)	July 2022 - June 2030	200
23	To establish Bench Mark with uniform datum beside (24000 km) the river bank and procure modern survey vessel.	July 2022 - June 2030	200
24	Improvement of River route to 1st class around Dhaka city.	July 2021 - June 2027	4000
25	Improvement of Aricha-Paturia-Baghabari river route to 1st class river route.	July 2021 - June 2025	200
26	Improvement of Dhaka-Chittagong, Dhaka-Chatak, Dhaka-Payra and Dhaka-Mongla inland marine waterways to 5.00 meter navigational clearance.	July 2021 - June 2030	7000
27	To carry out Hydrographic Survey in all the river (24000 km) and determination of route re-classification in Bangladesh.	July 2022 - June 2030	200

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
28	Feasibility study to determine the causes of sedimentation in the country's rivers.	July 2022 - June 2025	100
29	Establish navigation lock for reducing sedimentation in the river route.	July 2023 - June 2030	5000

C) Develop Inland River ports upto 50 and provide cargo handling facilities.

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
30	Construction of walkways with allied infrastructure around Dhaka Circular Waterways (phase-3).	July 2022 - June 2030	2500
31	Establishment of Container Landing Stations at Aminbazar, BiruliaTongi, Rupganj, Kanchpur in around Dhaka City.	July 2021 - June 2030	40
32	Upgrading BIWTA's river port from 30 to 50 with modern port facilities.	July 2023 - June 2030	6000
33	(i) Establish Jetty and Allied facilities for passenger and cruise ships under passenger and Cruise Services on the Coastal and protocol Route between Bangladesh and India and moderization of VIP Jetty at Pagla, Narayanganj. (ii) Development of Rajshahi and Sultangahj (Godagari) port of call under Protocol on Inland Water Transit and Trade between Bangladesh and India.	July 2023 - June 2028	100
34	Establish container terminals in all economic zone of the country.	July 2023 - June 2030	200
35	Construct modern port facilities.at Chilmari, Baghabari, Khulna, Maju Chowdhury Hat, Faridpur, Chatak, Sunamaganj, Sirajganj, Kanchpur, Ghorashal, Mongla, Meghna, Daudkandi-Baushia, Barguna, Galachipa, Teknaf, Cox's Bazar and Nowapara.	July 2022 - June 2028	3800
36	Establish Ferry ghat and lanuchghat in kamarjani (Gaibandha)-Charrajibpur (Kurigram).	July 2022 - June 2026	1000
37	Construction of landing jetty with allied facilities for the uses of rural people in Coastal areas (10 locations).	July 2022 - June 2027	4000
38	Construction of facilities for ferry service between Aricha-Naradaha and Cox's Bazar-Maheshkhali and other important places of the country.	July 2022 - June 2027	800

D) Enhance dredging capacity of BIWTA

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
39	Procurement of River cleaning vessels including ancillary vessels for removal of garbage from the water of different important rivers of the country (1st Phase)	July 2021 - June 2023	50
40	Procurement of River cleaning vessels including ancillary vessels for removal of garbage from the water of different important rivers of the country (2nd Phase)	July 2023 - June 2028	900
41	Procurement of different types of 104 nos service vessels for BIWTA.	July 2022 - June 2025	1800
42	Procurement & Placement of special type pontoon with allied facilities for BIWTA.	July 2022 - June 2025	260
43	Procurement of placement of 150 nos. special type pontoon with allied facilities for BIWTA.	July 2025 - June 2030	500
44	Procurement of 6 Nos. 18-inch dredgers, 6 Nos. 20-inch dredgers, 3 Nos. 24-inch/26-inch dredgers, 15 Nos. crane boats, 15Nos crew boats, 5Nos. Officer's boats, 5Nos. tag boats, 8 Nos. pipe carrying barges, 3 Nos. oil carrying barges, 3 Nos. water carrying barges, 3 Nos. survey vessels, 8 survey work boats for dredger works to maintain the navigability of inland waterways.	July 2025 - June 2030	1900

E) Enhance Salvage Units capacity of BIWTA

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
45	Procurement of 2 (Two) high power salvage and auxiliary vessels with ancillary equipment and construction of necessary structures"	July 2021 - June 2024	3700

2nd Phase : 10-30 Years (Medium Term)

A) Strengthening Institutional capacity to prepare for 2050

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
46	Modernization, Development and Strengthening of Human Resource efficiency of BIWTA adapting 2050.	July 2031 - June 2035	500

B) Develop Inland Waterways from 10000 km to 15000 km

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
47	Development of inland waterways from 10,000 km to 15,000 km through necessary dredging and aids to navigation.	July 2035 - June 2050	20000
48	Development of 2nd class waterway from 2.5m to 3.5m (6000 km)	July 2035 - June 2050	6000
49	Development of 2nd Class waterways from Aricha to Chilmari river route.	July 2032 - June 2037	1000
50	Procurement of smart buoy with related accessories.	July 2030 - June 2033	200
51	Procurement of Multibeam echo-sounder & Side Scan Sonar as wreck searching equipment with related software and accessories	July 2030 - June 2033	150
52	Procurement of onboard navigational equipments for BIWTA vessels.	July 2030 - June 2034	100
53	Establishment facilities for river tourism and eco-friendly recreation centers in different places in the country.	July 2032 - June 2040	1500
54	Development of 2nd Class waterways from Paturia to Rajshahi	July 2032 - June 2040	2000

C) Develop Inland River ports upto 75 and provide modern cargo handling facilities

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
55	Establish Inland Water Terminal at different parts of the country such as Rajshahi, Dhalar Char, Bira, Sirajgaj, Jamalpur, Kurigram.	July 2035 - June 2050	9000
56	Improve Inland Water Ports from 50 to 75.	July 2032 - June 2040	8000
57	Establish 100 floating landing stations in different Coastal Areas in the Country.	July 2032 - June 2040	6000

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
58	Establish 20 landing stations in Hilly areas.	July 2032 - June 2040	15000
59	Development of various launch ghats and wayside ghats in the rural areas of the country.	July 2045 - June 2050	1300

D) Enhance dredging capacity of BIWTA

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
60	Procurement & Placement of Special Type Terminal Pontoon with Allied Facilities for BIWTA.	July 2045 - June 2050	450
61	Procurement of 10 different types of survey ships with ancillary facilities for BIWTA.	July 2030 - June 2035	400
62	Procurement of 20 tugs of various capacities with ancillary facilities for BIWTA.	July 2035 - June 2040	600
63	Procurement of 2 training ships for BIWTA	July 2040 - June 2045	60
64	Procurement of 5 nos. 18-inch dredgers, 5 Nos. 20-inch dredgers, and 4 Nos. 24-inch dredgers, 3 Nos.26-inch dredgers, 3 nos, 28-inch dredgers, 20 nos. crane boat, 20 nos. crew house boat, 07 nos. officer's houseboat, 07 nos. tugboats, 10 nos. pipe carrying barges, 4 nos. oil cayying barges, 4 nos. water carrying barges, 4 nos. survey vessels, 10 no. survey workboats for dredging works to maintain the navigability of inland waterways.	July 2034 - June 2040	5500

E) Enhance Salvage units capacity of BIWTA

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
65	Procurement of 2 (Two) High Power Salvage and Auxiliary Vessels with Ancillary Equipment and Construction of Necessary Structures"	July 2031 - June 2034	5000
66	Restoration of canals inside Dhaka city and provide navigation.	July 2032 - June 2050	2500

3rd Phase: 50- 90 Years (Long Term)

Sl.	Project Title	Duration	Estimated Cost (in Crore)
67	Procurement of 3 nos. 12-inch dredgers, 5 Nos. 18-inch dredgers, 4 Nos. 20-inch dredgers, and 5 Nos. 24-inch dredgers, 5 nos. 26-inch dredgers, 5 nos. 28-inch-dredgers, 28 nos. crane boat, 28 nos. crew houseboat, 10Nos. Officers houseboats, 10 nos. tugboats, 14 nos. pipe carrying barges, 6 nos. oil carrying barges, 6 nos. water carrying barges, 6 nos. survey vessels, 14 nos. survey workboats.	July 2050 - June 2055	14000
68	Procurement of diving equipment and related accessories for implementation of district based rescue units.	July 2050 - June 2055	1500
69	Procurement of 2 (two) Extra High Power Salvage and Auxiliary Vessels with Ancillary Equipment and Construction of Necessary Structures.	July 2050 - June 2055	4500
70	Maintaining dredging work for 15000 km inland waterways.	July 2051 - June 2090	30000
71	Construction and modernization of port facilities of existing River ports under the control of BIWTA.	July 2051 - June 2090	3500
72	Procurement & Placement of different types of Pontoon with Allied Facilities for Inland Water Ways of Bangladesh.	July 2060 - June 2065	350
73	Procurement of different types of Service Vessels for BIWTA.	July 2055 - June 2060	2400
74	Procurement of different types of Service Vessels for BIWTA.	July 2065 - June 2070	2840
75	Procurement of Various types of 25 cabin cruisers and 50 speed boats.	July 2070 - June 2075	240
76	Procurement & Placement of different types of Special Type Terminal of Pontoon with Allied Facilities	July 2075 - June 2080	400
77	Procurement of 10 waste collection vessels and 05 oil collection vessels for BIWTA.	July 2080 - June 2085	400
78	Procurement of 05 buoy tender vessels for BIWTA.	July 2085- June 2090	500
79	Procurement & Placement of different types of 50 nos. Special Type Terminal of Pontoon with Allied Facilities	July 2090- June 2095	250
80	Procurement of 2 modern training ships for BIWTA.	July 2095 - June 2100	80

ডেল্টা প্ল্যান ২১০০

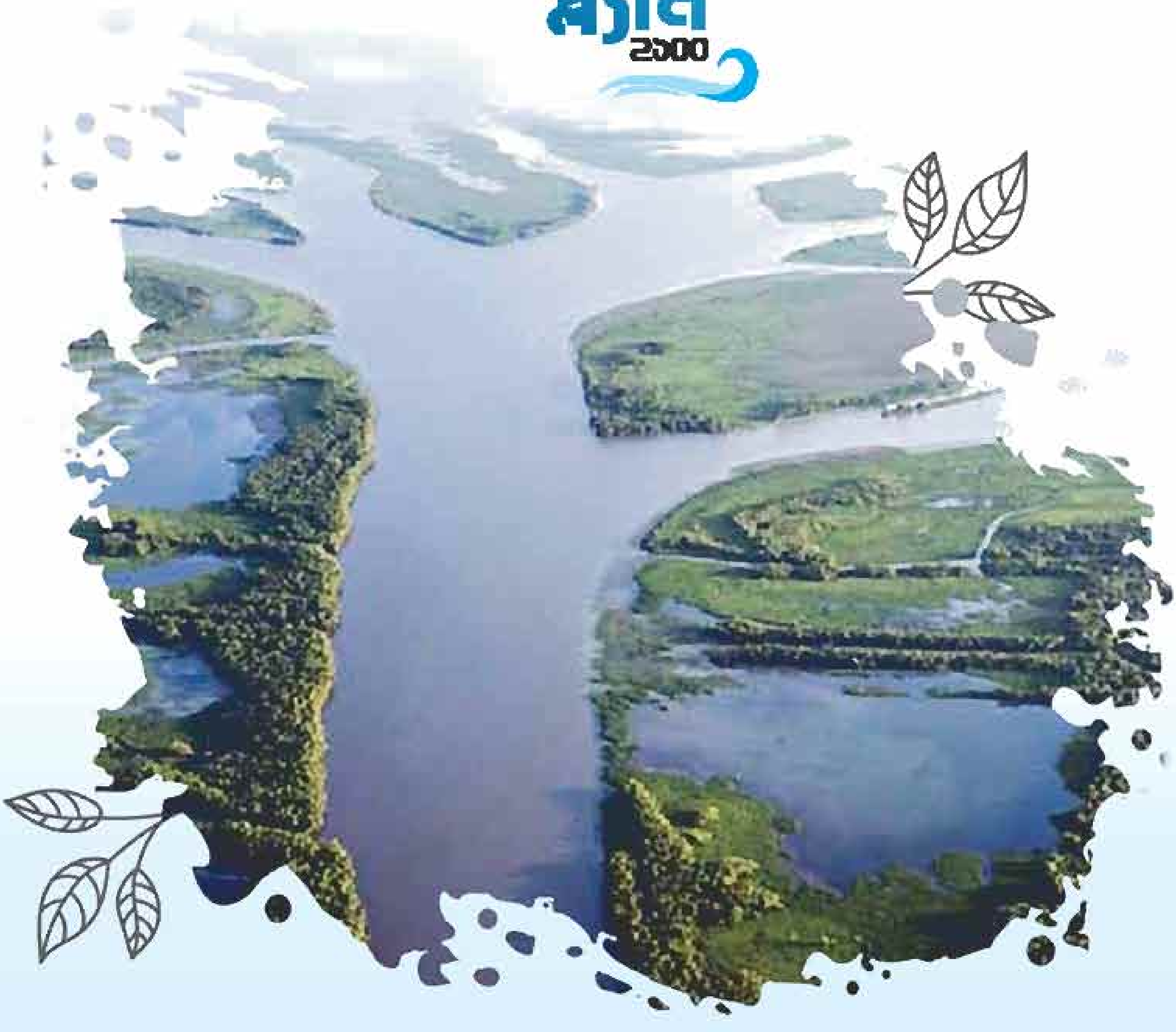

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

পটভূমি

১৯৭১ সালে সদ্য স্বাধীন দেশের ধ্বংসপ্রায় রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহন খাতের পুনর্গঠনে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় স্বার্থে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে পুনর্বিন্যাসপূর্বক বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হিসেবে নামকরণ করা হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বর্তমানে ১২টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ভিশন

আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র পরিবহন, অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, উত্তম ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

মিশন

সমুদ্র বন্দর, স্থলবন্দর, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষা করে নৌ চলাচল নিরাপদ ও নিবচ্ছিন্ন করা। মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহ

- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
- পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
- নৌপরিবহন অধিদপ্তর
- মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম
- মেরিন একাডেমি, পাবনা
- মেরিন একাডেমি, রংপুর
- মেরিন একাডেমি, বরিশাল
- মেরিন একাডেমি, সিলেট
- ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম
- ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, মাদারীপুর

মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- নদী বন্দর, সুমদ্র বন্দর ও স্থল বন্দরসমূহের ব্যবস্থাপনা,উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
- বাতিঘর ও বয়াবাতি ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- নাব্যতা রক্ষাকল্পে নৌপথ ড্রেজিং, নিরাপদ নৌ-চলাচলের জন্য বয়া লাইটেড নির্দেশিকা পিসি পোল স্থাপন;
- নৌ-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সহযোগিতা;
- অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও জাহাজ চলাচল, মেরিন সার্ভিসেস এবং নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিতকরণ;
- যান্ত্রিক নৌযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;
- নৌযান সার্ভে ও রেজিস্ট্রেশন;

- সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন, নৌ-বাণিজ্য জাহাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;
- মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপসমূহের মধ্যে এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়াদি সমন্বয় ও গবেষণা;
- জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে চুক্তি ও স্মারক সম্পর্কি বিষয়াদি;
- আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চার্জ সম্পর্কিত বিষয়াদি।

মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থবছর	বাজেটের ধরণ		মোট বাজেট বরাদ্দ
	পরিচালন	উন্নয়ন	
২০২৩-২৪ অর্থবছর	৮৪৬,২৮,০০	৯৯৫৪,৭২,০০	১০৮০১,০০,০০
২০২২-২৩ অর্থবছর	৭৭৬,২৫,৩৪	৪৬৯৭,৭১,০০	৫৪৭৩,৯৬,৩৪
২০২১-২২ অর্থবছর	৭৬৪,০৪,৯১	৩৭১৬,৬৮,০০	৪৪৮০৭২৯১
২০২০-২১ অর্থবছর	৭৬১,২৯,০৮	৩২৬৫,১৫,০০	৪০২৬,৪৪,০৮
২০১৯-২০ অর্থবছর	৭২৩,৯০,৬৭	৩১৮২,১৩,০০	৩৯০৬,০৩,৬৭
২০১৮-১৯ অর্থবছর	৬২৯,৭৬,৯৩	৩৫৮৪,৭১,০০	৪২১৪,৪৭,৯৩
২০১৭-১৮ অর্থবছর	৫৫২,৩৬,৩৬	২৩৫৩,৪১,০০	২৯০৫,৭৭,৩৬
২০১৬-১৭ অর্থবছর	৫২২,৪৫,৫৮	১৭০৭,৮৪,০০	২২৩০,২৯,৫৮
২০১৫-১৬ অর্থবছর	৪১৯,৮৩,৩৭	১৬০৬,৭৪,০০	২০২৬,৫৭,৩৭
২০১৪-১৫ অর্থবছর	২৪৮,১১,৪৮	৬৬৮,৭১,০০	৯১৬,৮২,৪৮
২০১৩-১৪ অর্থবছর	২৪২,২৮,৮৩	৬১৫,৩৩,০০	৮৫৭,৬১,৮৩
২০১২-১৩ অর্থবছর	২৫১,৯৩,৯৪	৫২৪,৯৪,০০	৭৭৬,৮৭,৯৪
২০১১-১২ অর্থবছর	১৯২,৩৫,২৭	২৭৯,৩৭,৭৫	৪৭১,৭৩,০২
২০১০-১১ অর্থবছর	১৯৬,১৭,৫৭	২৮৮,৯৬,০০	৪৮৫,১৩,৫৭
২০০৯-১০ অর্থবছর	১৪২,৩২,৭০	২০৮,৮১,০০	৩৫১,১৩,৭০

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন

টেকসই উন্নয়ন সমুন্নত করা ও উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, নির্বাচনী ইশতেহার এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর সংস্থাসমূহ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমুহ নিম্নরূপঃ

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর আইন ২০২২ গেজেট আকারে জারি করা হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন আইন ২০২৩ ও বাণিজ্যিক নৌপরিবহন আইন ২০২৩ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচিতে জিওবি খাতে ৩৭৪১.৮৩ কোটি টাকা, প্রকল্প ঋণ খাতে ৪৭৫.৭৮ কোটি টাকাসহ মোট ৪৬৪৩.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এছাড়া নিজস্ব অর্থায়নে ৪২৫.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

- গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মোট অগ্রগতি ৮৬.৪৯%। জিওবি খাতে ৯২.৪৮%, প্রকল্প ঋণ খাতে অগ্রগতি ৬৫.২২% এবং নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পেরসমূহের অগ্রগতি ৬০.৪৬%। এছাড়া গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ০৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা উন্নয়নে প্রায় ৩,৭০০ কিঃ মিঃ নৌপথ নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যা ১০,০০০ কিঃ মিঃ উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া সারাবছর নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ৬,০০০ কিঃ মিঃ নৌপথ নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং কাজের জন্য ৩৮টি ড্রেজার ও ২৩৮টি আনুষংগিক নৌ-সহায়ক জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে। আরোও ৩৫টি ড্রেজার সংগ্রহ কাজ চলমান রয়েছে।

- লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শিপিং জার্নাল লয়েডস লিস্ট এর জরিপে ২০০৯ সালে ৯৮তম অবস্থান নিয়ে প্রথমবারের মত চট্টগ্রাম বন্দর শীর্ষ ১০০টি কনটেইনার পোর্টের তালিকায় নিজের স্বীকৃতি অর্জন করে। ২০২২ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৬৪তম অবস্থান অর্জন করেছে।

- চট্টগ্রাম বন্দরের ISPS Code বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী গেইটে কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন প্রকল্পের ০২টি Fixed X-Ray Container Scanner স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান আছে।

- ২০২২-২০২৩ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৩০,০৭,৩৪৪ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ১১,৮২,৯৬,৭৪৩ মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডলিং করেছে এবং ৪,২৫৩টি রেকর্ড পরিমাণ Vessels চট্টগ্রাম বন্দরে আগমণ করেছে।

- কর্ণফুলী চ্যানেলের বাইরে বঙ্গোপসাগরের তীরে বে-টার্মিনাল নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বে-টার্মিনালের Master Plan এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বে-টার্মিনালের Breakwater & Access Channel এর জন্য অপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বে-টার্মিনালের Business Case প্রস্তুতের জন্য Transaction Advisor কাজ করছে।

- মাতারবাড়িতে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর টার্মিনালের নির্মাণের লক্ষ্যে "মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ চলমান আছে। মাতারবাড়ী

টার্মিনাল বাস্তবায়িত হলে ডিপ ড্রাফট ভেসেল তথা ১৬ মিটার বা ততোধিক গভীরতা সম্পন্ন বাণিজ্যিক জাহাজ গমনাগমন করতে সক্ষম হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করবে।

- চট্টগ্রাম বন্দরের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি সামাল দেয়ার লক্ষ্যে এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) নির্মাণ অন্যতম। ইতোমধ্যে উক্ত কন্টেইনার টার্মিনালটি বাৎসরিক ৪.৫০ লাখ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে সক্ষম।
- সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ইউরোপ ও চায়না এর সাথে সরাসরি জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। এতে পণ্য পরিবহণের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬ লক্ষ বর্গমিটার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ইয়ার্ডসমূহে কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা ৪৯,০১৮ TEUs হতে ৫৩,৫১৮ TEUs এ উন্নীত হয়েছে।
- বর্তমান ও ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং কন্টেইনার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯০,৫২১ বর্গমিটার ও ৪০০০ টিইইউএস ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নিউমুরিং ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড চালু হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজগুলোকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নৌবহর বার্থিংয়ের নিমিত্তে ২২০মি. x ২০মি. দীর্ঘ সার্ভিস জেটি চালু হয়েছে।
- নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা আধুনিক, সাশ্রয়ী ও যাত্রী বান্ধব করার লক্ষ্যে পুরাতন ২৫টি নদী বন্দর আধুনিক ও সংস্কারের পাশাপাশি নতুন ১৮টি নদী বন্দর ঘোষনা ও স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা, বরিশাল, পটুয়াখালী নদী বন্দরকে আধুনিক নদী বন্দরে রূপান্তর করা হয়েছে এবং নোয়াপাড়া, ভৈরব, আশুগঞ্জ, বরগুনা, ভোলা, নগরবাড়ী, মেঘনা, ঘোড়াশাল, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ নদী বন্দর স্থাপনা নির্মাণ ও কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন নদী বন্দরে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে ১৩৬টি নতুন জেটি ও ১৬টি গ্যাংওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ করার লক্ষ্যে সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়া, চট্টগ্রামস্থ কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণসহ ল্যান্ডিং স্টেশন, পার্কিং ইয়ার্ড সহ অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া মিরসরাই সহ কুমিরা গুপ্তছড়া, টেকনাফ প্রত্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নৌপথে যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা সদৃঢ় করার লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক ১৯৫১ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
- সারাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে প্রায় ৪৮০টি ঘাটের বিপরীতে ১৮২টি ছোট/বড় আকারের পন্টুন স্থাপন এবং ৪৫০টি পন্টুন ডকিংয়ে স্থাপন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথে নৌযান চলাচলে সহায়তার লক্ষ্যে ১০০টি লাইটেড বয়া-৫০টি, স্ফেরিকেল বয়া ৫০টি, ৫৩টি ডিজিটাল গেজ স্টেশন ও অবকাঠামো উন্নয়ন সহ আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের নৌপথে যাতায়াত সুবিধার্থে ঘাট সমূহে ৫০টি এসপি পন্টুন, ১১টি ফেরী পন্টুন ও ৪৫টি এমপি পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে।
- বিআইডব্লিউটিএ সারাদেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থায় সেবা প্রদানের মাধ্যমে ঘাট/পয়েন্ট, নদীর তীরভূমি, লিজ লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০.০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করছে। যা জাতীয় রাজস্ব খাতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।
- নৌপথে যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা নিরসনের পাশাপাশি ৫৫ ধরণের মালামালবাহী নৌযান-রুট পারমিটের আওতায় আনা হয়েছে। গত ১৪ (চৌদ্দ) বছরে নৌপথে প্রায় ৪১.০০ কোটি মেট্রিকটন পণ্য এবং ৩১৫ কোটি যাত্রী নৌপথে নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে যাতায়াতে পরিবহনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ-ভারত নৌ-ট্রান্সশিপমেন্ট চালু করে কোলকাতা-আশুগঞ্জ-ত্রিপুরা নৌপথ ও সড়কপথে পণ্য পরিবহন ও পর্যটন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

- নৌপথে নাব্যতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে নৌরুট চিহ্নিতকরণে অভ্যন্তরীণ নৌপথে ২৯,৫০০ কিঃ মিঃ এবং উপকূলীয় নৌপথে ৮,২৫০ কিঃ মিঃ হাইড্রোগ্রাফিক জরীপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জরীপ কাজ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিপিএস স্টেশন সমূহকে সময়োপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- সারাদশের অভ্যন্তরীণ নদীর তীরভূমি দখল-দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা ভূমিতে ৭০০০টি সিমানা পিলার স্থাপন, ১০০০০টি বৃক্ষরোপন, ৪০ কিঃ মিঃ ওয়াকওয়ে, ০৬টি জেটি, কি-ওয়াল, ০৩টি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। নদী দূষণ রোধকল্পে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদী হতে বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা শহরের চারিদিকে প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে তুরাগ নদী হতে বর্জ্য অপসারণ কাজ চলমান রয়েছে।
- বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বিআইডব্লিউটিসি ২৩টি ফেরি, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ১২টি ওয়াটার বাস, ৪টি সি-ট্রাক, ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার ও ৪টি কন্টেইনারবাহি জাহাজসহ মোট ৪৯টি বাণিজ্যিক নৌযান এবং ২১টি সহায়ক নৌযান (পন্টুন) সহ সর্বমোট ৭০টি নৌযান নির্মাণপূর্বক সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।
- গত ২৭/০৩/২০২৩ তারিখে মোংলা বন্দরের জেটিতে প্রথম বারের মত ৮মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডেল করা হয়েছে। মোংলা বন্দরের মাধ্যমে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পদ্মা সেতু, রূপসা রেল সেতুর নির্মান সরঞ্জাম এই বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।
- ‘পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (DISF)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫,৩৯০.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় ডিটাইল ‘Master Plan’ প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটির আওতায় ৪ লেন বিশিষ্ট ৫.২২৩ কিলোমিটার শেখ হাসিনা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে যা বন্দরটিকে ঢাকা-পটুয়াখালী মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত করেছে। অভ্যন্তরীণ নৌরুটে ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বন্দরটি ব্যবহার করে দ্রুত সময়ের মধ্যে নৌরুটে অধিক পরিমানে পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ২,৬০৫টি বাড়ি নির্মাণ এবং ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ৪,২০০ জন সদস্যকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্পন্ন হয়েছে।
- “পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ (PPFT)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুবিধাদিসহ ৬৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের জেটি ও ৩.২৫ লক্ষ বর্গমিটারের ইয়ার্ড নিমাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আন্ধারমানিক নদীর উপর ১.২ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সেতু ও ৬.৩৫ কিঃ মিঃ ছয় লেন বিশিষ্ঠ সংযোগ সড়ক নির্মাণেরর কাজ চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত “গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় ৭৫.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আরসিসি ইয়ার্ড, ০২টি ওয়্যারহাউজ, ০৪টি ওয়েব্রীজ স্কেল, টয়লেট কমপ্লেক্স, ড্রেইন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি কর্তৃক ১৭/০৫/২০২৩ তারিখে গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের উদ্বোধন করা হয়েছে।
- জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া-কামালপুরে ১৫.৮০ একর জমি অধিগ্রহণ করে ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর নামে একটি আধুনিক স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। এর আওতায় আরসিসি ইয়ার্ড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওয়্যারহাউজ, ওয়েব্রীজ স্কেল, টয়লেট কমপ্লেক্স, ড্রেইন, সীমানাপ্রাচীর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রায় ২৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে বন্দরটি গত ২১ মে ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে।
- চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় "জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড ওয়েল মাদার ট্যাংকার এবং ০২টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮-০৪-২০২৩ খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬২০.৭৭০৬ কোটি টাকা (প্রকল্প ঋণ ২৪৮৬.৩০৮৮ কোটি টাকা এবং বিএসসি'র নিজস্ব অর্থ ১৩৪.৪৬১৮ কোটি টাকা) এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৪টি জাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে সিসিজিপি'র সুপারিশ গত ১৭-০৭-২০২২৩ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বর্ণিত জাহাজসমূহের জন্য জাহাজ নির্মাণ ও ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ৪টি জাহাজ (০২টি ক্রুড ওয়েল মাদার ট্যাংকার প্রতিটি ১১৪,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন এবং ০২টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার প্রতিটি ৮০,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন) নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।
- ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে প্রী-সী কোর্সে প্রতি ব্যাচে ১০০ জন থেকে ৩০০ জনে উন্নতি করে অর্থাৎ বছরে ২টি ব্যচে মোট ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণের প্রদানের মাধ্যমে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ, সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডলিং এবং দুর্যোগপুর্ণ আবহাওয়ায় জরুরী উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য ৭৬৭২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
- ইকুইপমন্টেসহ কন্টেইনার টার্মিনাল, হ্যান্ডলিং ইর্য়াড, ডেলিভারী ইয়ার্ড, সার্ভিস ভেসেল, মেরিন ওয়ার্কসপ কমপ্লেক্স, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্স, ওভারপাস, বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা ও বন্দর ভবন সম্প্রসারণ এবং ৮টি জলযান সংগ্রহরে লক্ষ্যে ৬০১৪৬১.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।
- মোংলা বন্দর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমুদ্রগামী জাহাজ কিংবা তেলবাহী ট্যাংকার দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হলে উক্ত জলযান দ্বারা তা সংগ্রহ করে অপসারণের জন্য ১টি নিঃসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে।
- মোংলা বন্দররে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইকুইপমন্টেসহ ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ কাজ কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে পিপিপি'র আওতায় ৪১৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
- বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নদী ব্যবস্থাপনা, নৌপথ পুনরূদ্ধার, নাব্যতা সৃষ্টি ও নাব্যতা বজায় রাখা লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য প্রায় ৮০টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় "ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে ৭৪৭৬.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং প্রকল্পটি ইতোমধ্যে ডিসেম্বর ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ভবিষ্যত কর্মপন্থা

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি)-২০৩০, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ ও নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় নিম্নরূপ ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছে।

- বিআইডব্লিউটিএ এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন এবং নৌবন্দরের আধুনিকায়ন ও নৌপথের নাব্যতা রক্ষার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সহজ, পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী নৌপরিবহন সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সমুদ্র বন্দরের সাথে নদীপথগুলোর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পথ সুগম হবে।

- নদীর দূষণ, দখল ও নাব্যতা রক্ষাসহ বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ নদীর বর্জ্য অপসারণ, পানি দূষণমুক্তকরণ, অবৈধ দখল রোধ এবং পুনঃদখল রোধে উদ্ধারকৃত তীরভূমির উন্নয়নের মাধ্যেম ঢাকার চারপাশের নৌপরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হবে।

- নদীতে বড় মাপের Water Reservoirs তৈরি করা হবে যাতে শুষ্ক মৌসুমেও দেশে পানির সংকট সৃষ্টি না হয়।

- নদী ব্যাপক ড্রেজিং এর ফলে কৃষি ও শিল্পের জন্য পানির অভাব দূর হবে, ভূ-গর্ভের পানির স্তর উপরে উঠে আসবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। ফলে জলজ সম্পদ রক্ষাসহ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

- বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থানের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে ভারত, চীন, নেপাল, ভুটান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সেতুবন্ধনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

- বে-টার্মিনাল প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ৪ (চার) গুন বৃদ্ধি করা হবে ফলে ২০৪১ সালে বে-টার্মিনাল সর্বোচ্চ ৩.০ মিলিয়ন টিইইউস কন্টেইনার হ্যান্ডেল করতে সমর্থ হবে।

- মাতারবাড়ী পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের একমাত্র গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরে বড় বড় মাদার ভেসেল ভিড়তে পারবে এবং চট্টগ্রাম বন্দর সিঙ্গাপুর বা কলম্বোর মতো ট্রান্সজিট পোর্ট হিসেবে সেবা দিতে সক্ষম হবে।

- প্রতিবেশী দেশ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সাত অঙ্গরাজ্য, ভূটান, নেপাল, চীনের কুনমিং এবং প্রতিবেশি অন্যান্য দেশগুলোতে সার্ভিস দেয়ার জন্য উপযুক্ত সক্ষমতায় চট্টগ্রাম বন্দরকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

- ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানিকারকদের আর অন্য কোন দেশের ট্রান্সশিপ পোর্টের ওপর যেন নির্ভর করতে না হয় বরং আন্তর্জাতিক রুটে চলাচল করা জাহাজগুলো এ বন্দর ব্যবহার করতে পারে সেলক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। ফলে বাংলাদেশর অর্থনীতি, জীবন-জীবিকা যেমন উপকৃত হবে তেমনিভাবে বহির্বিশ্বে দেশের সুনামও বৃদ্ধি পাবে।

- মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর ফলে মোংলা বন্দরের ব্যবহার বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া ভারত বাংলাদেশ নতুন নতুন পণ্য আমদানী-রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত হবে এবং মোংলা বন্দর ভারত, নেপাল ও ভুটানের জন্য স্ট্র্যাটেজিক হাব হিসেবে কাজ করবে। ফলে রিজিওনাল কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি পাবে।

- দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৩য় অর্থনৈতিক করিডোর পায়রা বন্দরের মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং দেশের জিডিপি প্রায় ১.২% বৃদ্ধি পাবে। ফলে রিজিওনাল কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি পাবে।

- দারিদ্রতা দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য "ব্লু-ইকোনমি" ধারণার পূর্ণ বাস্তবায়ন অপরিহার্য। সমুদ্রপথে সাধারণ পণ্য পরিবহন ছাড়াও বিশেষায়িত কার্গো যেমন: এলএনজি, কয়লা ইত্যাদি পরিবহন এবং এই অঞ্চলে টুরিজম এর ব্যাপক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক অবস্থানে শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সামুদ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও যথাযথ পরিচালনার মাধ্যমে সরকার বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

পটভূমি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম শহরে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত চট্টগ্রাম বন্দর দেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ীরা বার্ষিক এক টাকা সেলামির বিনিময়ে নিজ ব্যয়ে কর্ণফুলি নদীতে কাঠের জেটি নির্মাণ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনার গঠনের পর আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৬ সালে চট্টগ্রাম বন্দরকে মেজর পোর্ট ঘোষণা করে। পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারকে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট-এ পরিণত করা হয়। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট-কে চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি-তে পরিণত করা হয়। কাস্টমস্ অ্যাক্ট ১৯৬৯-এর ৯ ধারা মোতাবেক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক শুল্ক বন্দর হিসাবে ঘোষিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বর্তমানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত সরকারি সংস্থা। যা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ দ্বারা পরিচালিত হয়। বন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে একজন চেয়ারম্যান ও চার জন সদস্যের সম্মিলনে গঠিত একটি বোর্ড।

ভিশন

সমুদ্র বন্দরের জন্য পূর্বনির্ধারিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সূচক অনুযায়ী দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করা, যাতে বন্দর ব্যবহারকারীদের স্বল্পতম মূল্যে এবং দ্রুততম সময়ে স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং সুবিধা প্রদান করা যায়।

মিশন

- বন্দর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি এবং উন্নয়ন।
- বন্দর এবং সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বমানের সুযোগসুবিধা বজায় রাখা।
- বন্দর ও কর্ণফুলী চ্যানেলের মধ্যে নিরাপদ নেভিগেশন নিশ্চিত করা।
- আমদানি-রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ জনবল তৈরি করা।
- পরিবেশ সুরক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রধান কার্যাবলি

- বন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ।
- বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের সেবা ও সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবেশ পথ (approach) চিহ্নিতকরণ এবং সংরক্ষণসহ যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বন্দরের মধ্যে সকল ধরনের জাহাজ চলাচল, নোঙ্গর করানো ও এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ।
- প্রয়োজনীয় জনবল সংগ্রহ, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বন্দরের কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন।
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য মালামাল হ্যান্ডলিং।
- চ্যানেলের নাব্যতা রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা (মার্কিং ও বয়া স্থাপন)।
- চ্যানেল ও বহিঃনোঙরে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও উদ্ধার কার্য পরিচালনা।
- জলজ দূষণ নিয়ন্ত্রণ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ।
- সার্ভের মাধ্যমে চার্ট প্রস্তুতকরণ এবং সংশ্লিষ্টদের সরবরাহ করা।
- কর্ণফুলী নদীর ভাঙন রোধে নদীর তীর সংরক্ষণ।
- মালামালের সুষ্ঠু সংরক্ষণ।
- আই.এস.পি.এস কোড বাস্তবায়ন করা।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

Organogram of the Chittagong Port Authority

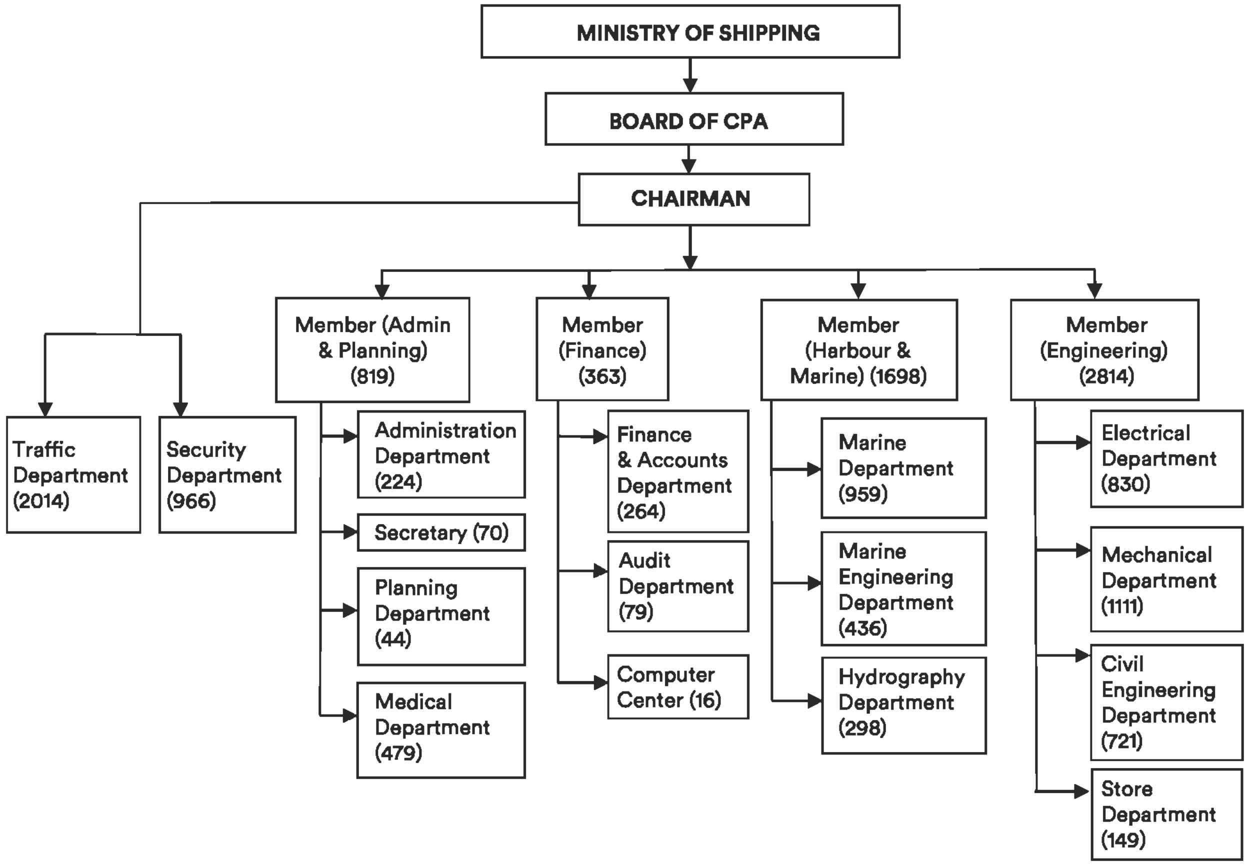

সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

২০২২-২০২৩ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৩০,০৭,৩৪৪ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ১১,৮২,৯৬,৭৪৩ মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডলিং করেছে এবং ৪,২৫৩টি Vessels চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করেছে।

অর্জিত সাফল্য ও গৃহীত কার্যক্রম

- ২০২২-২০২৩ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৩০,০৭,৩৪৪ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ১১,৮২,৯৬,৭৪৩ মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডলিং করেছে এবং ৪,২৫৩টি রেকর্ড পরিমাণ Vessels চট্টগ্রাম বন্দরে আগমণ করেছে।
- কর্ণফুলী চ্যানেলের বাইরে বঙ্গোপসাগরের তীরে বে-টার্মিনাল নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বে-টার্মিনালের Master Plan এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বে-টার্মিনালের Breakwater & Access Channel এর জন্য অপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বে-টার্মিনালের Business Case প্রস্তুতের জন্য Transaction Advisor কাজ করছে।

- মাতারবাড়িতে শুরু হয়েছে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর টার্মিনালের নির্মাণকাজ। মাতারবাড়ী টার্মিনাল বাস্তবায়িত হলে ডিপ ড্রাফট ভেসেল তথা ১৬ মিটার বা ততোধিক গভীরতা সম্পন্ন বাণিজ্যিক জাহাজ গমনাগমন করতে সক্ষম হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করবে।

- কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় "মাতারবাড়ী বন্দর নির্মাণ" প্রকল্পের Package-1 এবং Pakage-2A তে দাখিলকৃত দরপত্রের মূল্যায়ন কাজ চলছে। Package-2B তে কোন দরপত্র জমা পড়েনি বিধায় Package-2B এর পুনঃদরপত্র আহ্বানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহনের জন্য সর্বমোট প্রাক্কলিত ১৬২.৫৮১৩ কোটি টাকা কক্সবাজার জেলা প্রশাসক বরাবরে পরিশোধ করা হয়েছে।

- চট্টগ্রাম বন্দরের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি সামাল দেয়ার লক্ষ্যে এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) নির্মাণ অন্যতম। ইতোমধ্যে উক্ত কন্টেইনার টার্মিনালটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টার্মিনালটি বাৎসরিক ৪.৫০ লাখ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে সক্ষম।

- কোভিড অতিমারীর সময় বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরের কার্যক্রম সীমিত হলেও চট্টগ্রাম বন্দর পুরোদমে চালু ছিল। বন্দরে কোন সারচার্জ আরোপ হয়নি।

- সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ইউরোপ ও চায়না এর সাথে সরাসরি জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। এতে পণ্য পরিবহণের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রায় ৯১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৪টি ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে ০৪টি গ্যান্ট্রি ক্রেন বহরে যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে ১৮টি গ্যান্ট্রি ক্রেন ফ্লিটে রয়েছে।

- বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬ লক্ষ বর্গমিটার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ইয়ার্ডসমূহে কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা ৪৯,০১৮ TEUs হতে ৫৩,৫১৮ TEUs এ উন্নীত হয়েছে।

- বর্তমান ও ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং কন্টেইনার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯০,৫২১ বর্গমিটার ও ৪০০০ টিইইউএস ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নিউমুরিং ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড চালু হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজগুলোকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য চবকের নিজস্ব নৌবহর বার্থিংয়ের নিমিত্তে (২২০মি x ২০মি) দীর্ঘ সার্ভিস জেটি চালু হয়েছে।

- "কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংরক্ষণ ড্রেজিং চলমান রয়েছে। ২.৫০ লক্ষ ঘনমিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- সদরঘাটে ৪০০ মিটার জেটি নির্মাণের ফলে ইনল্যান্ড কার্গো পরিবহনে গতি পেয়েছে। ফলে বহিঃনোঙ্গরে জাহাজের অবস্থানকাল কমেছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দর অগ্রিম কর্পোরেট আয়কর বাবদ ৫৯০.৯৫ কোটি টাকা এবং পৌরকর বাবদ ৪০,৫০,০০,০০০/- (রিবেট বাদে) কোটি টাকা জমা দিয়েছে।

- চট্টগ্রাম বন্দরে ক্যামিক্যাল শেড তৈরী করা হচ্ছে ও মাল্টিপারপাস কার শেড তৈরী করা হয়েছে।

- লালদিয়ার চর থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও ৫২ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে।

- বন্দর অভ্যন্তরে যানজট নিরসনসহ সুষ্ঠুভাবে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এক্স ওয়াই শেড এলাকায় LCL কার্গো সংরক্ষণ ও ডেলিভারীর জন্য উক্ত এলাকাটিকে তৈরী করার প্রক্রিয়া হাতে নেয়া হয়েছে।
- সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য Special needs school নির্মাণ করেছে।
- চাকুরীর আবেদনপত্র সরাসরি বা ডাকযোগে জমা নেয়ার পরিবর্তে Online Recruitment Modul চালু করা হয়েছে।
- ১৬-০৬-২০২২ তারিখে Cheoy lee shipyard, হংকং কর্তৃক নির্মিত দুটি টাগবোট সংগ্রহ করা হয়েছে।
- Construction of C.P.A. Hospital Complex in Place of Existing Hospital প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।
- বন্দর ভবনে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৩৬ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন ও চালু করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানে কন্টেইনার ডুয়েল টাইম গড়ে ৯.৫৫ দিন এবং জাহাজের গড় অবস্থানকাল ২.১৯ দিন।
- ০২টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাগবোট কান্ডারী-৩ ও ৪ (প্রতিটি ৫০০০ বিএইচপি/৭০ টন বোলার্ড পুল) আগষ্ট/২০২২ সালে চবক নৌ বহরে যুক্ত হয়।
- ০১টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাগবোট কান্ডারী-৬ (৩২০০ বিএইচপি) জানুয়ারি/২০২২ সালে চবক নৌ বহরে যুক্ত হয়।
- ০১টি হাই স্পীড পেট্রল বোট দিশারী-১ সেপ্টেম্বর/২০২২ সালে চবক এর নৌ বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত হয়।
- ২০২০ সালের ২৯ ডিসেম্বর মাতারবাড়িতে সর্বপ্রথম জাহাজ হ্যান্ডলিং কার্যক্রম শুরু হয় যেখানে চবক এর নৌ বিভাগ হতে চ্যানেল সংরক্ষণ ও পাইলটেজ সেবা প্রদান করা হয় যা অদ্যাবধি চলমান রয়েছে।
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর কার্যপরিধি বিবেচনায় জানুয়ারি/২০১৯ এ চবক এর বন্দরসীমা বর্ধিত করা হয় যা দক্ষিণে কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়া দ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্র এলাকা হতে উত্তরে সীতাকুন্ড সংলগ্ন সমুদ্র এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত।
- বিগত ২০১৭ সালে টাগবোট কান্ডারী-১২ (১২০০ x ২ = ২৪০০ বিএইচপি) সংগ্রহ করা হয়।
- ওয়াটার ভেসেল জলপরী (১১২২ x ২ = ২২৪৪ বিএইচপি) গত ২০১৫ সালে চবক নৌ বহরে যুক্ত হয়।
- পানগাঁও-এ কন্টেইনার পরিবহনের লক্ষ্যে বিগত ২০১৪ সালে সংগৃহীত পানগাঁও এক্সপ্রেস (২৯২.৫ x ২ = ৫৮৫ বিএইচপি), পানগাঁও সাকসেস (২৯২.৫ x ২ = ৫৮৫ বিএইচপি) ও পানগাঁও ভিশন (১৩০০ x ১ = ১৩০০ বিএইচপি) জাহাজ ৩টির মাধ্যমে চবক-পানগাঁও রুটে জাহাজ চলাচল কার্যক্রম শুরু হয়।
- বন্দর সীমানায় আগত জাহাজসমূহের সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে গত ২০১৩ সালের নভেম্বরে চবক এর নৌ বিভাগের অধীনে Vessel Traffic Management Information System (VTMIS) স্থাপন করা হয় যা পরবর্তীতে ২০২১ সালে স্থাপিত মাতারবাড়ি পোর্ট কন্ট্রোলের সাথে Interconnected করা হয়।

- টাগবোট কান্ডারি-১১ (২৫৭০ x ২ = ৫১৪০ বিএইচপি) গত ২০১৪ সালে চবক এর নৌবহরে যুক্ত হয়।
- সার্চ এবং রেসকিউ কাজে ব্যবহারের জন্য গত ২০১৩ সালে এম্বুলেন্স শিপ (৬৫১ x ২ = ১৩০২ বিএইচপি) সংগ্রহ করা হয়।
- পাইলট ভেসেল রক্ষী (৯১১ x ২ = ১৮২২ বিএইচপি) বিগত ২০১২ সালে সংগ্রহ করা হয়।
- পরিবেশ দূষন রোধকল্পে বে-ক্লিনার-১ (৪৫৫ x ২ = ৯১০ বিএইচপি) এবং বে-ক্লিনার-২ (৭৩৮ x ২ = ১৪৭৬ বিএইচপি) নামক দুটি জলযান যথাক্রমে ২০১১ ও ২০১০ সালে সংগ্রহ করা হয়।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

১। ১৬ মিঃ গভীরতা এবং ৮০০০ টিইইউএস ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেইনার জাহাজ প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন" প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। "মাতারবাড়ী বন্দর নির্মাণ" প্রকল্পের ৩টি প্যাকেজের Package-1 (Civil Works for Port Construction), এবং Package-2A (Cargo Handling Equipment, TOS and Security System) এর দরপত্রের মূল্যায়ন কাজ চলছে। Package-2B (Tug Boat, Survey Boat, Pilot Boat and VTMIS) তে ১৮/০৭/২০২৩ ইং তারিখে দরপত্র দাখিল হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সর্বমোট প্রাক্কলিত ১৬২.৫৮১৩ কোটি টাকা কক্সবাজার জেলা প্রশাসক বরাবরে পরিশোধ করা হয়েছে।

২। কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়া চর পর্যন্ত বর্জ্য অপসারণ এবং ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের ক্যাপিটাল ড্রেজিং অংশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। গত অর্থ বছরে ইতিমধ্যে ২.৫০ লক্ষ ঘনমিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে।

৩। চট্টগ্রাম বন্দরের কার্গো/কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ইক্যুইপমেন্টের পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ড এবং টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ প্রকল্পটিতে ১০৪টি ইক্যুইপমেন্ট-এর বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	মন্তব্য
০১।	চবক এর ইক্যুইপমেন্ট ফ্লিটে সংযোজিত	১৬টি	০২টি মোবাইল ক্রেন (১০০ টন) ০২টি মোবাইল ক্রেন (৫০ টন) ০৪টি কী গ্যান্ট্রি ক্রেন ০৬টি রাবার টায়ার্ড গ্যান্ট্রি ক্রেন ০২টি কন্টেইনার মোভার
০২।	শিপমেন্টকৃত	০৮টি	০৪টি ৪০ টন ভেরিয়েবল রীচ ট্রাক (০৩টি পৌছেছে) ০৪টি লোডেড কন্টেইনার হ্যান্ডলিং রীচ ষ্ট্যাকার
০৩।	কারখানায় প্রস্তুতাধীন	২৫টি	০৫টি রাবার টায়ার্ড গ্যান্ট্রি ক্রেন ০২টি লগ হ্যান্ডলার/ষ্টেকার ০৪টি ফর্কলিফ্‌ট ট্রাক (২০ টন) ০২টি মোবাইল ক্রেন (৩০ টন) ০৬টি ০২ হাই স্ট্যাডেল ক্যারিয়ার ০৬টি ০৪ হাই স্ট্যাডেল ক্যারিয়ার

ক্রমিক	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	মন্তব্য
০৪।	চুক্তিকৃত (এলসি খোলার প্রক্রিয়াধীন)	৩১টি	০২টি হেভী ট্রাক্টর ০২টি লো-বেড ট্রেইলার ১২টি ২০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ক্রেন ১৫টি ০৪ হাই স্ট্যাডেল ক্যারিয়ার
০৫।	দরপত্র মূল্যায়নাধীন	০১টি	০১টি ম্যাটেরিয়াল/মাল্টি হ্যান্ডলার
০৬।	দরপত্র মূল্যায়নাধীন	২৩টি	২৩টি ১০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল ক্রেন
	মোট	১০৪টি	

৪। চট্টগ্রাম বন্দরের ISPS Code বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী গেইটে কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন প্রকল্পের ০২টি Fixed X-Ray Container Scanner ক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত দরপত্রটি গত ২৯/১১/২০২২ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তী কার্যক্রম ব্যয় বুকিং গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট দরপত্র দাতা প্রতিষ্ঠান Five-R-Associates এর অনুকূলে গত ১২/১২/২০২২ ইং তারিখে কার্যাদেশ ইস্যু করা হয়েছে এবং ০৫/০১/২০২৩ তারিখে চবক-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ০৮/০৫/২০২৩ ইং তারিখে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান Nuctech Company Ltd-এর কারখানায় Factory Acceptance Test (FAT) সম্পন্ন করা হয়। এলসি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে Pre-Shipment Inspection (PSI) সম্পন্ন করা হবে।

৫। পশ্চাদ সুবিধাসহ হেভি লিফট কার্গো জেটি নির্মাণ প্রকল্পের ডিটেইল্ড ডিজাইনের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।

৬। কর্ণফুলী চ্যানেলের বাইরে বঙ্গোপসাগরের তীরে বে-টার্মিনাল নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বে-টার্মিনালের Master Plan এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বৈরি আবহাওয়া ও সমুদ্রের সরাসরি ঢেউ থেকে বে-টার্মিনালকে রক্ষা করতে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ Breakwater & Access Channel নির্মাণের লক্ষ্যে অপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বে-টার্মিনালের Business Case প্রস্তুতের জন্য Transaction Advisor কাজ করছে।

৭। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর বর্ধিত বন্দরসীমানায় আগত বাণিজ্যিক জাহাজসমূহকে পরিপূর্ণ তদারকির আওতায় আনয়নের জন্য ভিটিএমআইএস এর Extension কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮। মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নতুনভাবে দুটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাগবোট, একটি পাইলট ভেসেল এবং VTMIS ক্রয়ের নিমিত্তে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯। PCT প্রকল্পের জন্য ২টি ৫০ টন বোলার্ড পুল ক্ষমতাসম্পন্ন টাগবোট সংগ্রহের নিমিত্তে উচ্চ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ

১। বে-টার্মিনালের ব্রেক ওয়াটার ও নেভিগেশনাল এক্সেস চ্যানেল নির্মাণ;

২। বে-মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ;

৩। পিপিপি জিটুজি ভিত্তিতে বে-কন্টেইনার টার্মিনাল-১ নির্মাণ;

৪। পিপিপি জিটুজি ভিত্তিতে বে-কন্টেইনার টার্মিনাল-২ নির্মাণ;

৬। মাতার বাড়ী পোর্ট নির্মাণ (স্টেজ-১, পর্যায়-২);

৭। মাতার বাড়ী পোর্ট নির্মাণ (স্টেজ-২);

বন্দর প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে

- বে এবং অফশোরে কার্য উপযোগী বয়া লিফটিং ভেসেল, সেলভেজ ভেসেল ও ওয়াটার ভেসেল সংগ্রহ।
- NOSCOP পরিকল্পনা অনুযায়ী EMU কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।
- SPM, STS, FSRU ও বহির্নোঙ্গরে পাইলটেজ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল (পাইলট, সহঃ হারবার মাষ্টার) ও নতুন সংগৃহীতব্য জলযানসমূহের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানে নাবিক ও ক্রু নিয়োগ এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২০২২-২০২৩ পর্যন্ত সমাপ্ত প্রকল্প

১। নোঙ্গর সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২২০-মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৮২৯৫.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বন্দরের ১নং জেটির উজানে একটি সার্ভিস জেটি নির্মাণ করা হয়েছে।

২। জাহাজকে টাগ/টোয়িং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৫০০০ বিএইচপি ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি টাগবোট ১৮৯০৭.২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন '২০২২ সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩। কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ (PCT) প্রকল্পের আওতায় ৬০০ মিটার দীর্ঘ জেটি ও ২০০ মিটার দীর্ঘ একটি ডলফিন জেটি ১২২৯৫৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ সময়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

সংস্কার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

- Online Shipping Agent License Enlistment and Renewal System.
- চবক এর নৌপ্রকৌশল বিভাগের পিআরএল গমনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পিআরএল পরবর্তী করণীয় সম্পর্কিত চেক লিস্ট তৈরী।
- টার্মিনাল অপারেশন সিস্টেম (TOS) এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ডেলিভারী অর্ডার (e-DO) অনলাইন এর মাধ্যমে বিগত ডিসেম্বর, ২০২১ থেকে সম্পন্ন করা যাচ্ছে। যার ফলে ডেলিভারী অর্ডার দ্রুততম সময়ে নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এতে করে পূর্বের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত ডেলিভারী অর্ডার সমূহের জালজালিয়াতি রোধ এবং দীর্ঘসূত্রিতার অবসান ঘটেছে। পাশাপাশি জনবল, সময় এবং ব্যয় পূর্বের তুলনায় অনেকগুণে হ্রাস পেয়েছে।
- টার্মিনাল অপারেশন সিস্টেম (TOS) সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আদায়ে অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম বাস্তবায়ন কল্পে সোনালী ব্যাংক ও এক-পে (Ek-Pay) এর সাথে চবক এর সমঝোতা স্মারক (গড়ট) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে করে চবক এর স্টেক হোল্ডারগণ অনলাইন পেমেন্ট এর মাধ্যমে গেইট পাশসহ বিভিন্ন রাজস্ব পরিশোধ করতে পারছেন।

চ্যালেঞ্জ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এই বন্দরের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বন্দর পরিচালনায় নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ বিদ্যমান রয়েছে :

ক) নিলাম/ধ্বংসযোগ্য কন্টেইনার শুল্ক বিভাগ কর্তৃক দ্রুত নিষ্পত্তি করা।

খ) FCL কন্টেইনার বন্দর অভ্যন্তর হতে খুলে delivery না দিয়ে OFF-DOCK আমদানীকারক এর নিজস্ব Premises এ delivery দেয়া। এতে বর্তমান Facility ব্যবহার করে নতুন অর্থ ব্যয় না করে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আরো ২০-২৫% কন্টেইনার অধিক হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।

গ) করোনা পরবর্তী বিশ্বমন্দা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এলসি খোলার ক্ষেত্রে কিছুটা বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সংকুচিত হচ্ছে এবং বন্দরের সক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য হ্যান্ডলিং হচ্ছে না।

সম্ভাবনা

বে-টার্মিনাল, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরে টার্মিনাল নির্মাণের পাশাপাশি চলমান প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়ন হলে চট্টগ্রাম বন্দর সিঙ্গাপুর বা কলম্বোর মতো ট্রানজিট পোর্ট হিসেবে সেবা দিতে সক্ষম হবে। সর্বোচ্চ আকারের মাদার ভেসেল ভিড়তে পারবে বলে চট্টগ্রাম বন্দরকে গড়ে তোলা হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সাত অঙ্গরাজ্য, ভূটান, নেপাল, চীনের কুনমিং এবং প্রতিবেশি অন্যান্য দেশগুলোকে সার্ভিস দেয়ার জন্য উপযুক্ত সক্ষমতায়। কারণ বাংলাদেশে এখন গড়ে উঠছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরসহ ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল। দেশী বিনিয়োগ ছাড়াও বিদেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান শিল্প কারখানা গড়ে তুলছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আমদানি-রফতানিকারকদের আর অন্য দেশের ট্রানজিট পোর্টের ওপর নির্ভর করতে হবে না। বরং আন্তর্জাতিক রুটে চলাচল করা জাহাজগুলো এ বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। এতে বাংলাদেশের অর্থনীতি, জীবন-জীবিকা যেমন উপকৃত হবে তেমনিভাবে বহির্বিশ্বে দেশের সুনামও বৃদ্ধি পাবে।

বহির্নোঙর এরিয়া

সিসিটি/এনসিটি এরিয়া

ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর

পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল

প্রস্তাবিত বে-টার্মিনাল এরিয়া

২৪-০৪-২০২৩ তারিখে ২৩০ মিটার দীর্ঘ ও ১২.৫ মিটার ড্রাফট সম্পন্ন বৃহদাকার জাহাজ MV OWUSU MARU ৬৩০০০ মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরে আগমন।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পটভূমি

মোংলা বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর। ১৯৫০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পিডি-৪(৪৮)/৫০/১ সংখ্যক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ০১ ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে চালনা পোর্ট নামে এ বন্দর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একই বছরে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে পশুর নদীর জয়মনিরগোল নামক স্থানে "দি সিটি অব লিয়নস্" জাহাজ নোঙরের মাধ্যমে এ বন্দরের পরিচালন কার্যের সূচনা হয়। ১৯৫১ সালের ৭ই মার্চ জয়মনিরগোল থেকে ১৪ মাইল উজানে চালনা নামক স্থানে এ বন্দরের কার্যক্রম স্থানান্তরিত হয় এবং ঐ স্থানে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান থাকে। ১৯৫৪ সালের ২০শে জুনে খুলনা মেট্রোপলিটন শহর হতে ৪২ কিলোমিটার দক্ষিণে পশুর নদীর পূর্ব তীরে মোংলা চ্যানেল ও পশুর নদীর সঙ্গমস্থলে বন্দরটি পুনরায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭৭ সালের মে মাস পর্যন্ত পোর্ট এ্যাক্ট ১৯০৮ অনুযায়ী এটা ডাইরেক্টরেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে চালনা পোর্ট অর্ডিন্যান্স নং-৫৩, ১৯৭৬ বলে এ ডাইরেক্টরেটকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে এ বন্দরকে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ হিসেবে নামকরণ করা হয়। ১৯৮৭ সালের পোর্ট অব চালনা অথরিটি এ্যাক্ট অনুসারে প্রথমে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং পরবর্তীতে মোংলা পোর্ট অথরিটি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮০-৮১ সালে জেটি নির্মাণের মাধ্যমে বন্দরটির শোরবেইজড কার্যক্রম চালু হয়। রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এ বন্দরের অন্তর্ভুক্ত।

ভিশন

বিশ্বমানের নিরাপদ ও আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা।

মিশন

- বন্দরের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বমানের বন্দরে রূপায়ন।
- চ্যানেলে নাব্যতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ।
- কার্গো ও কন্টেইনার সংরক্ষণের সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহসহ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

সংস্থার প্রধানপ্রধান কার্যাবলী

- বন্দর ব্যবস্থাপনা, পরিচালন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- বন্দর ব্যবহারকারীদের দক্ষ সেবা ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান;
- বন্দর অধিক্ষেত্রে জাহাজ বার্থিং ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ;
- বন্দর অভ্যন্তরে মুরিং, পিয়ার্স ব্রিজ পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ;
- বন্দরে মালামাল খালাস, বোঝাই ও গুদামজাত কার্য সম্পাদন;
- মালামাল গ্রহণ, হ্যান্ডলিং, শিপমেন্ট সরবরাহ ও বিতরণ কার্যে যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থাপনা;
- জাহাজ বার্থিং, লোডিং ও ডিসচার্জ সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিচালন;
- বন্দর অধ্যাদেশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পাদন।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

জনবল :		
অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
২৭৯৭ জন	১১১৮ জন	১৬৭৯ জন

সাংগঠনিক কাঠামো

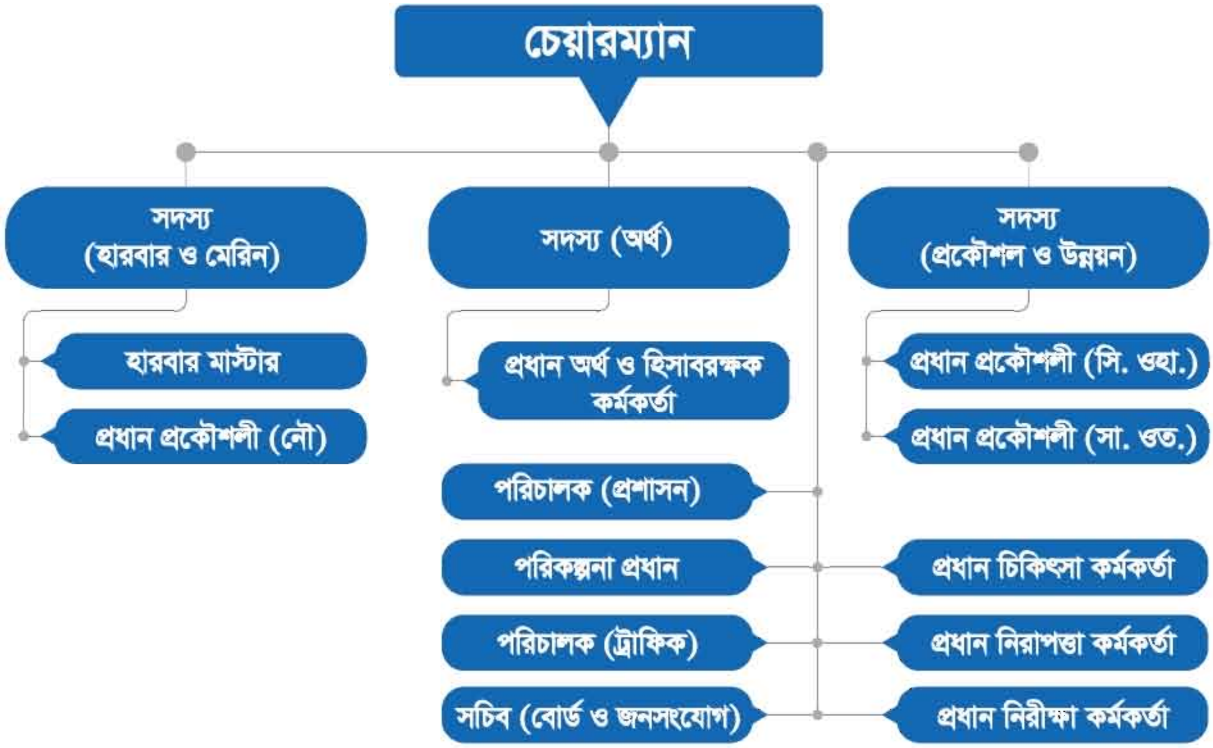

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

১. নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ, সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডলিং এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় জরুরী উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য ৭৬৭২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

২. বন্দর এলাকায় চলাচলকারী বিভিন্ন জলযান এবং শিল্পকারখানা হতে সকল ধরণের বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য ৪০১২৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলতি ব্যয়ে "মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ও নিসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

৩. ইকুইপমন্টেসহ কন্টেইনার টার্মিনাল, হ্যান্ডলিং ইর্য়াড, ডেলিভারী ইয়ার্ড, সার্ভিস ভেসেল, মেরিন ওয়ার্কসপ কমপ্লেক্স, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্স, ওভারপাস, বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা ও বন্দর ভবন সম্প্রসারণ এবং ৮টি জলযান সংগ্রহরে লক্ষ্যে ৬০১৪৬১.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

৪. মোংলা বন্দরের জেটি পর্যন্ত ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টির জন্য ইনার বার এলাকায় ৭৯৩৭২.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১৬.০৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর জন্য "পশুর চ্যানলেরে ইনার বারে ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৫. পিপিপি'র আওতায় মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণঃ মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইকুইপমেন্টসহ ২টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণ কাজ কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে পিপিপি'র আওতায় ৪১৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ

- মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন (জি টু জি প্রকল্প)
- মোংলা বন্দর চ্যানেলে ৫ বছর মেয়াদী সংরক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প।
- পশুর চ্যানেলে নদী শাসন এবং মোংলা বন্দরের আরও সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।

চলমান প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন হলে মোংলা বন্দরের বার্ষিক ক্ষমতা দাড়াবে

- চ্যানেলে ৮.৫ মিটার গভীরতা অর্জিত হবে। এতে ১০ মিটার গভীরতার জাহাজ মোংলা বন্দরে হ্যান্ডেল করা সম্ভব হবে।
- মোংলা বন্দরে বার্ষিক প্রায় ৮ লক্ষ টিইইউজ কন্টেইনার, ৪ কোটি মেট্রিক টন কার্গো এবং ৩০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা সৃষ্টি হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- আধুনিক কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
- জয়মনিরগোলে কার ইয়ার্ড নির্মাণ
- জয়মনিরগোলে মাল্টি-পারপাস জেটি নির্মাণ
- আকরাম পয়েন্টে ভাসমান জেটি নির্মাণ (সমীক্ষায় সুপারিশকৃত হলে)
- হিরণ পয়েন্ট পাইলট স্টেশনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং ফেয়ারওয়ে বয়ায় লাইট হাউজ ও ভবন নির্মাণ
- নদী শাসন কার্যক্রম গ্রহণ
- যাবতীয় সুবিধাদিসহ হ্যালিপ্যাড ও হ্যাঙ্গার নির্মাণ ও হেলিকপ্টার ক্রয়
- সহায়ক জলযান সংগ্রহ
- উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ
- পানি শোধনাগার নির্মাণ (২য় পর্যায়)
- জয়মনিরগোলে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ (২য় পর্যায়)
- নেভিগেশনাল এইড সংগ্রহ
- ভিটিএমআইএস সম্প্রসারণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন

কাজের বিবরণ	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনের হার (%)
জাহাজ হ্যান্ডলিং (সংখ্যা)	৯২০	৮২৭	৮৯.৮৯%
কার্গো হ্যান্ডলিং (লক্ষ মেঃ টন)	৯০	৯৯.০৬	১১০.০৭%
কন্টেইনার হ্যান্ডলিং (হাজার টিইইউজ)	৩৭	২৬.৫৯	৭১.৮৬%
গাড়ি হ্যান্ডলিং (সংখ্যা)	-	১৩৫৭৬	
রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)	৩৪০.১০	২৯২.০২	৮৫.৮৬%
এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)	৭৪৮.৪৫	৫৮৪.২৯৩৫	৯০.৪৭%
এপিএ বাস্তবায়ন সূচকের মান	১০০	৮০.৫	৮০.৫%

- গত ২৭/০৩/২০২৩ তারিখে মোংলা বন্দরের জেটিতে প্রথম বারের মত ৮ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডেল করা হয়েছে।
- মোংলা বন্দরের মাধ্যমে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পদ্মা সেতু, রূপসা রেল সেতুর নির্মান সরঞ্জাম এই বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।
- গত ০৩/০৮/২০২৩ তারিখে মোংলা বন্দরের জেটিতে প্রথমবারের মত ৮.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডেল করা হয়েছে।
- ই-নথি ও ডি-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোংলা বন্দরের মাধ্যমে মোংলা কাস্টমস্ হাউজ কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের বিবরণী

অর্থবছর	আদায়কৃত রাজস্ব (কোটি টাকায়)
২০২১-২২	৫০৮৬.৭৬
২০২২-২৩ (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৩৯৯৬.৪৪

মোংলা কাস্টমস্ হাউজ কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্বের গড় প্রবৃদ্ধি ৩৩.৬৬%

- মোংলা বন্দর দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য তথা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

উন্নয়ন কার্যক্রম

মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ১৮৯৮ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৪টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে (১টি পিপিপি প্রকল্পসহ)।

উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে সৃষ্ট সুবিধাদি

বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে সৃষ্ট সুবিধাদি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ বিভিন্ন ধরণের ১৩৬টির অধিক কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে মোংলা বন্দরে কার্গো এবং কন্টেইনার সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হচ্ছে।

নেভিগেশনাল এইডে সংগ্রহ ও স্থাপনঃ ১২৮টি বিভিন্ন ধরনের বয়া, ২টি রোটেটিং বীকন, ৬টি জিআরপি লাইট টাওয়ার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি বন্দর চ্যানেলে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে মোংলা বন্দরে ২২ বছর পর দিবারাত্র জাহাজ আগমন নির্গমন করতে পারছে।

জলযান সংগ্রহ: ১টি পাইলট বোট, ১টি পাইলট ডেসপাচ বোট, ১টি টাগ বোট এবং ৫টি স্পীড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত বোটগুলি সংগ্রহের ফলে বন্দরে সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে সমুদ্রগামী জাহাজ হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হচ্ছে।

ড্রেজিং: পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৬কিলোমিটার এলাকায় ৩১১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে এ্যাংকোরেজ পর্যন্ত ৯.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ এবং জেটি এলাকায় ৮.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ নির্বিঘ্নে আগমন নির্গমন করতে পারছে।

- **ড্রেজার সংগ্রহ:** ক্রেন বোট ও হাউজ বোটসহ নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশান ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।

মোংলা বন্দরের জন্য নিঃসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ: মোংলা বন্দর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমুদ্রগামী জাহাজ কিংবা তেলবাহী ট্যাংকার দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হলে উক্ত জলযান দ্বারা তা সংগ্রহ করে অপসারণের জন্য ১টি নিঃসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে।

মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়ক উন্নয়ন: ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়া মোংলা বন্দরের ১০কিঃ মিঃ প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়কের উন্নয়ন করা হয়েছে। এতে যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছে।

আমদানিকৃত গাড়ি রাখার জন্য ইয়ার্ড নির্মাণ: আমদানিকৃত গাড়ি রাখার জন্য ৩টি ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। এতে একসাথে ২০০০ গাড়ি রাখা সম্ভব হচ্ছে।

কন্টেইনার সংরক্ষণ সুবিধা: আমদানিকৃত কন্টেইনার সংরক্ষণের জন্য ৩টি কন্টেইনার ইয়ার্ড সংস্কার ও ২টি নতুন ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।

ইকুপমেন্ট ইয়ার্ড: বন্দরের ইকুইপমেন্টসমূহ সুষ্ঠুভাবে রাখার জন্য ১টি ইকুপমেন্ট ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।

স্টাফিং ও আনস্টাফিং শেডঃ বর্ষাকালে পাট ও পাটজাত পণ্য স্টাফিং ও আনস্টাফিং এর লক্ষ্যে শেড নির্মাণ করা হয়েছে।

সৌর প্যানেল স্থাপনঃ ৮০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ ১টি ফায়ার ফাইটিং ট্রাকসহ বিভিন্ন অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতির উন্নয়নঃ ৭টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র সংস্কার ও উন্নয়ন, ৭টি ইনডোর ট্রান্সফরমার সংগ্রহ, ১০টি জেনারেটর সংগ্রহ, ১৩টি হাই মাস্ট ক্লাস্টার লাইট, ১টি ম্যানলিফটার সংগ্রহ করা হয়েছে।

চিকিৎসা সেবাঃ মোংলা বন্দরের হাসপাতালের জন্য প্যাথলজিক্যাল বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট এবং আধুনিক এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া নতুন করে দন্ত চিকিৎসা ইউনিট এবং প্রসূতিদের জন্য সেবার রুম স্থাপন করা হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসকে অধিকতর আধুনিকায়ন করা হয়েছে। মোংলা বন্দরের কার্যক্রম আংশিক অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। মোংলা বন্দরে আগত দেশী বিদেশী জাহাজের চলাচল ও নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস) প্রবর্তন করা হয়েছে।

মোংলা বন্দরে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন: সমুদ্রগামী জাহাজ, বন্দর অফিস ও আবাসিক এলাকাসহ মোংলা বন্দর সংলগ্ন বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমূহের সুপেয় পানির চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

উদ্ভাবনী উদ্যোগ:

- সদর দপ্তর মোংলা হতে জেটি গেট পর্যন্ত দৃষ্টি নন্দন ওয়াকওয়ে নির্মাণ।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ন হাউজ নির্মাণ ও ডাস্টবিন স্থাপন।
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অফিস ও বিভিন্ন স্থাপনায় RO ইলেকট্রিক পানির ফিল্টার সংস্থাপন।
- মহিলাদের জন্য নামাজের ঘর স্থাপন।
- মহিলাদের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে/অফিসে ওয়াশরুম স্থাপন।
- মাতৃদুগ্ধ কেন্দ্র স্থাপন।
- হেল্প ডেস্ক স্থাপন।
- অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।

সেবা সহজীকরণ

- পেনশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।
- কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি বরাদ্দ সহজীকরণ।

ডিজিটাল সেবা

- IP-PABX সরবরাহ ও সংস্থাপন
- মোংলা বন্দরে অটোমেশন ও ডিজিটাল সেবা চালুকরণ
- ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুকরণ।

চ্যালেঞ্জ

- ১৪৫ কিঃ মিঃ চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ
- নিরাপদ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ বান্ধব চ্যানেল নিশ্চিতকরণ
- ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের জন্য বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- পুরাতন সহায়ক জলযান প্রতিস্থাপন
- মেরামত সুবিধা সৃষ্টি
- দক্ষ জনবল।

সম্ভাবনা

মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ, খুলনা-মোংলা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন, খানজাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ, রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট সক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা এবং মোংলা ইপিজেড সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজ উল্লেখযোগ্য। পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে আমদানি রপ্তানি পণ্য বিশেষ করে গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে গার্মেন্টস সামগ্রী পরিবহন শুরু হয়েছে। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে ৪৫.০০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা আমদানী করা হবে। ভারত বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হলে নতুন নতুন পণ্য আমদানী-রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত হবে এবং মোংলা বন্দরের ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষা প্রতিবেদনে ২০২৫ সালে মোংলা বন্দরে ৪ কোটি মেঃ টন কার্গো, ৮ লক্ষ টিইইউজ কন্টেইনার এবং ৩০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিং এর প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পটভূমি

পায়রা বন্দর বাংলাদেশের ৩য় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ১ম সমুদ্র বন্দর। মেরিটাইম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপমহাদেশে সর্বপ্রথম দেশের জন্য নিজস্ব সমুদ্র এলাকা দাবি করেন। পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে মেরিটাইম বাংলাদেশের প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়। সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনাকে বাস্তবিক অর্থে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে এবং বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি রপ্তানির চাহিদা পূরণ ও দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার সার্বিক মান উন্নয়নের রূপকল্পকে ধারণ করে ২০১৩ সালে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর হিসেবে পায়রা বন্দরের যাত্রা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে ২০১৬ সাল হতে বহির্নোঙরে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও লাইটারেজ কার্যক্রমের মাধ্যমে সীমিত আকারে বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বন্দরটি ব্যবহার করে নিয়মিতভাবে কয়লাবাহী জাহাজ আগমন করছে।

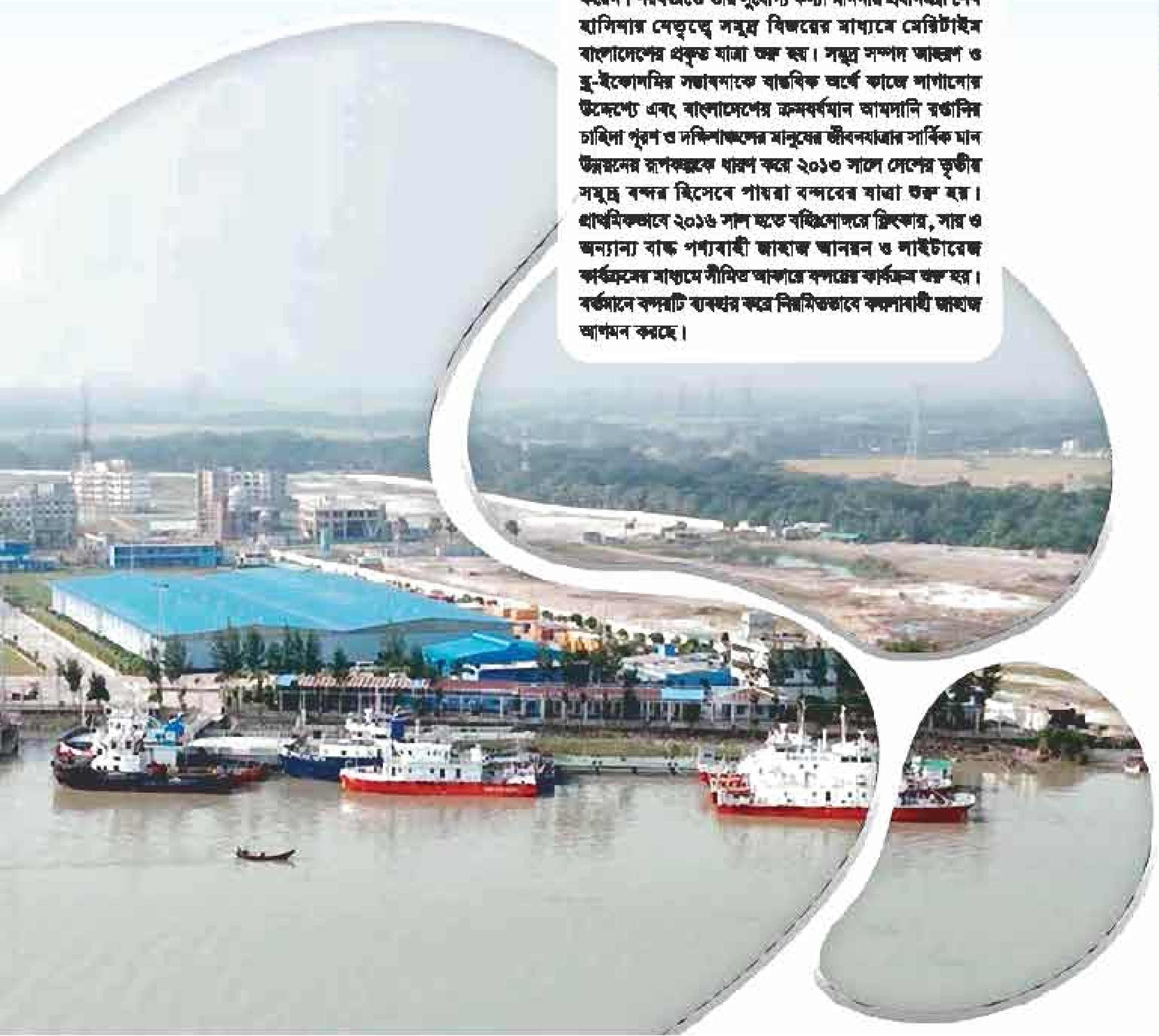

ভিশন

২০৪১ সালের মধ্যে একটি প্রযুক্তিগতভাবে অত্যাধুনিক, বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক এবং সর্বোচ্চরূপে ব্যবসাবান্ধব, নিরাপদ ও স্মার্ট বন্দর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা।

মিশন

ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন করার জন্য বন্দরের মিশনসমূহ:

- কাস্টমারদেরকে সর্বোচ্চ সার্ভিস ডেলিভারি প্রদান;
- বন্দরের অপারেটিং খরচ সাশ্রয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন;
- রেগুলেটর হিসেবে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও অনমনীয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন;
- সর্বোচ্চ পরিবেশবান্ধব উপায়ে অপারেশন পরিচালনা এবং এক্ষেত্রে 'Zero Environmental Footprint' অর্জন।

পায়রা বন্দরের প্রধান প্রধান কার্যাবলী

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৩ এর ধারা ১১ অনুযায়ী পায়রা বন্দরের প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ:

৪.১ বন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ;

৪.২ বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের সেবা ও সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবেশ পথ (approach) চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণসহ যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৩ বন্দরের মধ্যে সকল ধরণের জাহাজ চলাচল, নোঙর করানো ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ;

৪.৪ পায়রা বন্দর আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বন্দরের কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০১৩ সালে পায়রা বন্দর প্রতিষ্ঠিত হবার পর বন্দরটিকে একটি আধুনিক ও একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী একটি স্মার্ট ও পরিবেশবান্ধব বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেলক্ষ্যে যুক্তরাজ্যভিত্তিক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান HR Wallingford কর্তৃক পায়রা বন্দরের Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়েছে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন অনুযায়ী বন্দরের সকল কার্যক্রমকে ১৯টি কম্পোনেন্টে বিভাজন করা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত ১৯টি কম্পোনেন্টের মধ্যে ১২টি কম্পোনেন্ট নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও ৭টি কম্পোনেন্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে পণ্য পরিবহণের জন্য নৌপথ চিহ্নিত করে ফেয়ারওয়ে ও মুরিং বয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য Very High Frequency (VHF) বেইজ স্টেশনসহ যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং কাস্টমস ও শিপিং সুবিধাদি চালু করা হয়েছে। সেইসাথে 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব পোর্টস এন্ড হারবার'-এর চাহিদা অনুযায়ী বন্দরের চ্যানেল ও বহির্নোঙরের নিরাপত্তার জন্য International Ship and Port Facility Security (ISPS) কোড বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ হতে ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ নেওয়া হয়েছে। পায়রা বন্দরকে পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করার জন্য বর্তমানে ০৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাস্টার প্ল্যান

পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/ সুবিধাদির উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

'পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (DISF)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫,৩৮০.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা বন্দরের প্রণীতব্য 'Master Plan' অনুযায়ী বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হবে। প্রকল্পটির আওতায় ৪ লেন বিশিষ্ট ৫.২২৩ কিলোমিটার শেখ হাসিনা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে যা বন্দরটিকে ঢাকা-পটুয়াখালী মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত করেছে। অভ্যন্তরীণ নৌরুটে ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বন্দরটি ব্যবহার করে দ্রুত সময়ের মধ্যে নৌরুটে অধিক পরিমাণে পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া আমদানীকৃত পণ্য সংরক্ষণের জন্য ১ লক্ষ বর্গফুট এরিয়া বিশিষ্ট একটি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ, ৬ তলা বিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭টি জাহাজ নির্মাণ, ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ২,৬০৫টি বাড়ি নির্মাণ এবং ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ৪,২০০ জন সদস্যকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্পন্ন হয়েছে।

পুনর্বাসন এলাকা

সংযোগ সড়ক

"পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ (PPFT)" শীর্ষক প্রকল্প

"পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল ও আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ (PPFT)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুবিধাদিসহ ৬৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের জেটি ও ৩.২৫ লক্ষ বর্গমিটারের ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আন্ধারমানিক নদীর উপর ১.২ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সেতু ও ৬.৩৫ কিঃ মিঃ ছয় লেন বিশিষ্ট সংযোগ সড়ক নির্মাণেরর কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সার্ভিস জেটি নির্মাণ এবং সহায়ক জলযান হিসেবে ইতোমধ্যে ২টি ওয়াক বোর্ড ক্রয় করা হয়েছে যা বন্দর অপারেশন কাজে নিয়োমিত ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া ২টি টাগবোট ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে।

পায়রা বন্দরের ১ম টার্মিনাল

ক্যাপিটাল ও মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং স্কিম

ক্যাপিটাল ও মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং স্কিম এর আওতায় রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং শেষে গত ২৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে ১০.৫ মিটার গভীরতা সম্পন্ন চ্যানেল পায়রা বন্দরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এরপর থেকে ১০.৫ মিটার গভীরতা ও ৪০-৪৫ হাজার মেট্রিক টন ধারণ

ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ বন্দরে নিয়মিতভাবে আগমন করছে। উক্ত স্কিমের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংসহ সহায়ক জলযান (হপার ড্রেজার, পাইলট ভেসেল ও সার্ভে ভেসেল) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ড্রেজিং কার্যক্রম

রাবনাবাদ চ্যানেলে প্যানাম্যাক্স সাইজের মাদার ভেসেল

এছাড়া রাজস্ব বাজেটের আওতায় লাইটারেজ জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের জন্য বন্দরে ৮০ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি জেটি নির্মাণ, ৩০ (ত্রিশ) টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি মোবাইল হাইড্রোলিক ক্রেন, ৫০ (পঞ্চাশ) টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি টার্মিনাল ট্রাক্টর (ট্রেইলারসহ) সংগ্রহ এবং নেদারল্যান্ড এর বিশ্বখ্যাত জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান Damen হতে বন্দরের জন্য একটি অত্যাধুনিক টাগবোট ক্রয় করা হয়েছে। একই সাথে অফিসার ও স্টাফদের আবাসন নিশ্চিতকরণের জন্য ৫ তলা বিশিষ্ট তিনটি ভবন নির্মাণ, বন্দর ব্যবহারকারীদের অফিস, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ৫তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস বিল্ডিং ও কমার্শিয়াল ভবন নির্মাণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি মেডিকেল সেন্টার ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে উপকূলীয় অঞ্চলের শিক্ষার আলো ছড়ানোর উদ্দেশ্যে গত ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে পায়রা প্রিপারেটরি স্কুল এর শুভ উদ্বোধন করা হয়, যা উত্তম কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তাসহ উপকূলী অঞ্চলের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২২-২০২)

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (সংশোধিত) (কোটি টাকা)	মোট প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকা)
২০১৪-২০১৫	৫৫.৬০	৪৩.১২
২০১৫-২০১৬	৭০.৪৬	৬৯.৭১
২০১৬-২০১৭	৫৩.২৯	৪২.৪২
২০১৭-২০১৮	৬৮.৭৩	৬৮.১৪
২০১৮-২০১৯	১০০.৩৫	৯৭.১১
২০১৯-২০২০	১২৭.৭৩	১২০.২৭
২০২০-২০২১	১০০.৪১	৯৭.০৭
২০২১-২০২২	৯৮.৬৯	৮৯.৩৭
মোট	৬৭৪.৭৮	৬২৭.১৩

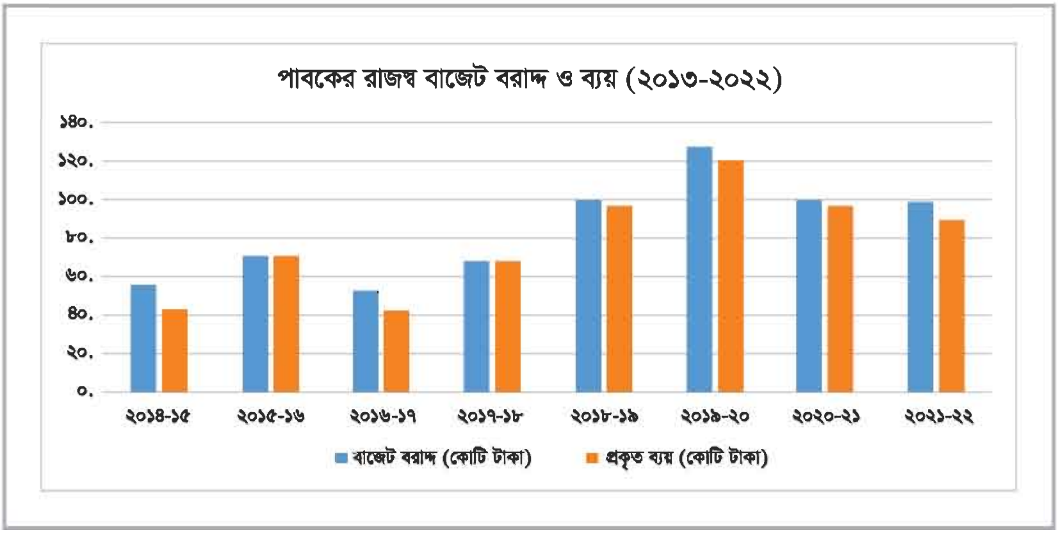

৬.২ উন্নয়ন বাজেট

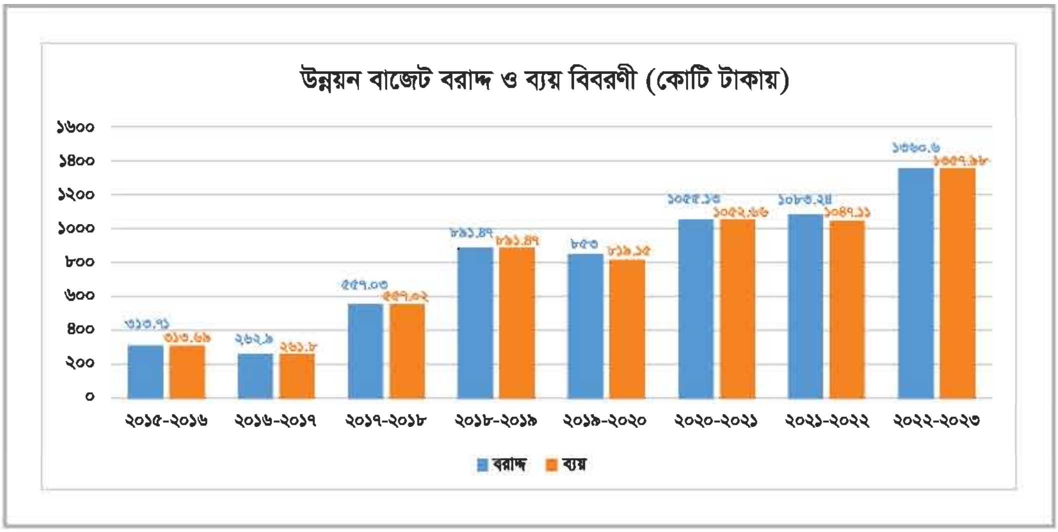

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চলমান তিনটি প্রকল্প ও একটি স্কিমের অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	প্রকল্প/স্কিমের নাম (অর্থায়নের ধরণ)								মোট	
	* DISF (জিওবি)		** PPFT (জিওবি)		*** I & O (চট্টগ্রাম বন্দরের অনুদানে নিজস্ব অর্থ)		**** CMD (স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ)			
	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়
২০১৫-২০১৬	৩১৩.৭১	৩১৩.৬৯	-	-	-	-	-	-	৩১৩.৭১	৩১৩.৬৯
২০১৬-২০১৮	২৬২.৯০	২৬১.৮০	-	-	-	-	-	-	২৬২.৯০	২৬১.৮০
২১৭-২০১৮	৫৫৭.০৩	৫৫৭.০২	-	-	-	-	-	-	৫৫৭.০৩	৫৫৭.০২
২০১৮-২০১৯	৮৭৪.৯৭	৮৭৪.৯৭	১৬.৫০	১৬.৫০	-	-	-	-	৮৯১.৪৭	৮৯১.৪৭
২০১৯-২০২০	৬৪০.০০	৬০৬.১৫	২১৩.০০	২১৩.০০	-	-	-	-	৮৫৩.০০	৮১৯.১৫
২০২০-২০২১	৪৫২.১১	৪৪৯.৬৪	৩৫০.০০	৩৫০.০০	২৫৩.০২	২৫৩.০২	-	-	১০৫৫.১৩	১০৫২.৬৬
২০২১-২০২২	৫৩০.০০	৫৩০.০০	৩১৩.৭৬	৩১৩.৭৬	১৮৪.২৮	১৫৯.৬০	৫৫.২০	৪৩.৭৫	১০৮৩.২৪	১০৪৭.১১
২০২২-২০২৩	১৭৬.২৮	১৭৬.০৯	৭১৪.৯৩	৭১৪.৯৩	-	-	৪৬৯.৩৯	৪৬৬.৯৬	১৩৬০.৬০	১৩৫৭.৯৮
মোট	৩,৮০৭.০০	৩,৭৬৯.৩৬	১,৬০৮.১৯	১,৬০৮.১৯	৪৩৭.৩০	৪১২.৬২	৫২৪.৫৯	৫১০.৭১	৬,৩৭৭.০৮	৬,৩০০.৮৮

প্রকল্প/স্কিমের নাম

* DISF- "পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/উন্নয়ন"
** PPFT- "পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ"
*** I & O- "পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেল) জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং
**** CMD- "পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও মেইনটেনেন্স ড্রেজিং" (স্কিম)

পায়রা বন্দরের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

পায়রা বন্দর কতৃপক্ষ এর দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দৈনন্দিন কাজের জন্য সহায়ক এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে যন্ত্রপাতির বিভিন্ন সমস্যার রেকর্ড রাখা যায়, কোন যন্ত্রাংশে বার বার সমস্যা দেখা দিলে সেটি চিহ্নিত করা যায়, সমস্যার মূল কারণ বিশ্লেষণ (root cause analysis) করা যায় ও সার্ভিসের মান (service quality) বজায় রাখা যায়। এছাড়া সমস্যার সমাধানের পদ্ধতির রেকর্ড রাখা যায় ও সমাধানের অগ্রগতি সম্পর্কে ই-মেইল/এসএমএস/অ্যাপের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়, কারিগরি জনবলের মধ্যে কাজ বন্টণ করা যায়, গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারের ক্রমানুযায়ী কাজ সম্পাদন করা যায় এবং যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের (যেমনঃ জেনারেটরের ইঞ্জিন, অল্টারনেটর, ফুয়েল ফিল্টার, ক্রাঙ্ক শ্যাফট, কন্ট্রোল ইউনিট, ইত্যাদি) যাবতীয় তথ্যাবলীসহ ইনভেন্টরি তৈরি করা যায়। এতে বন্দরের কারিগরি জনবলের প্রডাক্টিভিটি বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে এবং সময়ের অপচয় রোধ হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পায়রা বন্দরের মধ্য মেয়াদী কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্দরের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভবিষ্যতে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে:

- ২ কিলোমিটার দীর্ঘ জেটিসহ কন্টেইনার টার্মিনাল-১ (ট্রান্সশীপমেন্ট কন্টেইনার টার্মিনাল) নির্মাণ করা।
- আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ জাহাজের (১৪.৫ মিঃ ড্রাফ্ট X ৪৪ মিঃ বীম) জন্য ২ কিলোমিটার দীর্ঘ জেটিসহ কন্টেইনার টার্মিনাল-২ নির্মাণ করা।
- অফশোর টার্মিনাল/ সাপ্লাই বেস নির্মাণ করা।
- কোর পোর্ট ইনফ্রাস্ট্র্যাকচার নির্মাণ করা।
- বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ভুমিধ্বসসহ যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে বন্দর এলাকা রক্ষার জন্য আনুমানিক ১২.০০ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণ এর জন্য Riparian Liabilities তৈরি করা।
- Housing, Education & Health facilities তৈরি করা।

চ্যালেঞ্জ

- পায়রা বন্দরের Hinter Land কানেক্টিভিটি জোরদারকরণে দ্রুত ভাঙ্গা-পায়রা মহাসড়কটি ৪ লেনে উন্নীত করা;
- প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোসহ একটি পূর্ণাঙ্গ কাস্টমস হাউস চালু করা;

- সমন্বিত ও বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বন্দরে ঢাকা-পায়রা রেল সংযোগ স্থাপন করা;
- বন্দরকেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে পলিসি বাস্তবায়ন করা;
- অত্র অঞ্চলে ইকোনমিক জোন স্থাপন করা।

সম্ভাবনা

- দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৩য় অর্থনৈতিক করিডোর প্রতিষ্ঠা পাবে।
- দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
- দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।
- দেশের জিডিপি প্রায় ০.২৫% হারে বৃদ্ধি পাবে।
- পায়রা বন্দর আঞ্চলিক হাব হিসেবে পরিণত হবে।
- নেপাল, ভূটান এবং ভারতের সাথে নৌ-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। নেপাল ও ভূটান পায়রা বন্দর ব্যবহার করে সহজেই পণ্য আনা নেওয়া করতে পারবে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

পটভূমি

বাংলাদেশের স্থলসীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪,২৪৬ কি.মি.। এর মধ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪,০৫৩ কি.মি. এবং মিয়ানমারের সাথে আরও ১৯৩ কি.মি. (উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)। এই দীর্ঘ স্থলসীমান্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালে স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি শুল্ক স্টেশনকে সরকার কর্তৃক স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৫টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, বিলোনিয়া এবং শেওলা স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার এই ০৫টি স্থলবন্দরের আবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য BOT ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। ধানুয়াকামালপুর, বাল্লা, রামগড়, ভোলাগঞ্জ, বিরল, দর্শনা, দৌলতগঞ্জ, তেগামুখ ও চিলাহাটি এই ০৯টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ও চালুর অপেক্ষাধীন রয়েছে। স্থলবন্দরসমূহ আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি ও সরকারি রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একইসাথে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্ত চোরাচালান হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ভিশন

দক্ষ, নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব স্মার্ট স্থলবন্দর।

মিশন

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য ওঠা-নামা ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

- স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন;
- স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদ

২০০১ সনের ২০নং আইনের ধারা-০৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়। যথা:

ক) একজন চেয়ারম্যান;

খ) তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং

গ) তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি এবং অন্য একজন সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি।

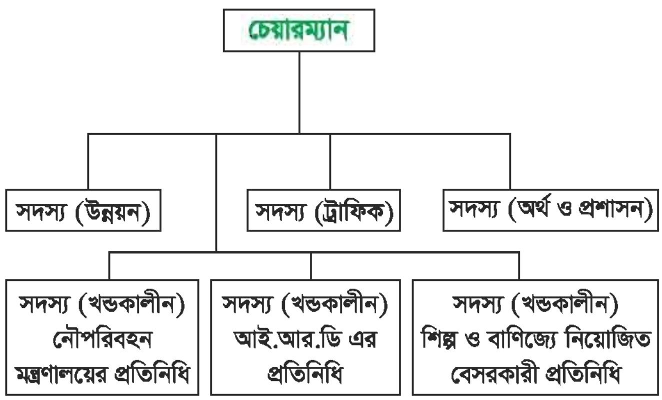

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ২০০৬ সালে অনুমোদিত জনবল ছিল ২৯০। ২০০৯ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ সৃজিত হয়ে বর্তমানে জনবল ৪৯০ এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে অনুমোদিত জনবলের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

সারণী-১ঃ জনবলের তথ্যাদি (সংখ্যায়)

শ্রেণি	অনুমোদিত পদসংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা	মন্তব্য
১ম শ্রেণি	৭৪	৪৮	২৬	
২য় শ্রেণি	২১	১৩	০৮	
৩য় শ্রেণি	৩০৯	১৮৩	১২৬	
৪র্থ শ্রেণি	৫২	৩১	২১	
আউটসোর্সিং	৩৪	৩৪	০০	
মোট	৪৯০	৩০৯	১৮১	

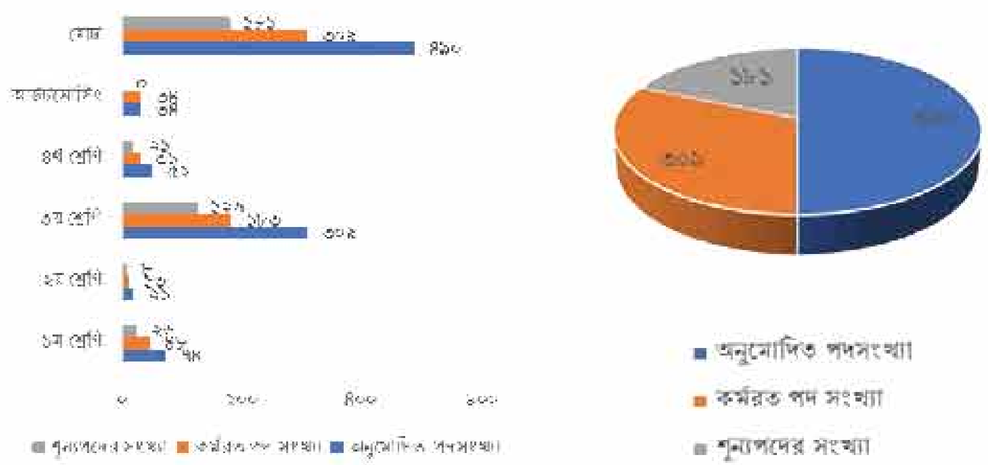

লেখচিত্রঃ ১

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

"গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় ৭৫.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আরসিসি ইয়ার্ড, ০২টি ওয়্যারহাউজ, ০৪টি ওয়েব্রীজ স্কেল, টয়লেট কমপ্লেক্স, ড্রেইন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি কর্তৃক ১৭/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের উদ্বোধনী নামফলক স্থাপন করা হয়।

জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া-কামালপুরে ১৫.৮০ একর জমি অধিগ্রহণ করে ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর নামে একটি আধুনিক স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। এর আওতায় আরসিসি ইয়ার্ড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওয়্যারহাউজ, ওয়েব্রীজ স্কেল, টয়লেট কমপ্লেক্স, ড্রেইন, সীমানাপ্রাচীর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন বেনাপোল স্থলবন্দরে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সিসিটিভি স্থাপন কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের ৭০% সম্পন্ন হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। এর আওতায় নিরাপত্তা প্রাচীর, ইয়ার্ড, ব্যারাক ভবন, ডরমেটরি ভবন ও ট্রান্সশিপমেন্ট শেড কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দেশের ১৫তম বন্দরটি মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি ০৭ জুন ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করেন। বন্দরটি চালুর মধ্য দিয়ে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে নতুন দ্বার উন্মোচিত হলো।

হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার বাল্লা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড, ড্রেইন, সীমানা প্রাচীর, ডরমেটরী, অফিস ভবন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, পুকুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১৩ একর জমির ওপর নির্মিত দেশের ২৩তম স্থলবন্দরটি শীঘ্রই উদ্বোধন শেষে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু হবে।

বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের সকল প্যাকেজ ইয়ার্ড, সীমানা প্রাচীর, ইলেকট্রিক, ফায়ার ফাইটিং এর কাজ চলমান রয়েছে। প্রায় ৭০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলাধীন বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। বিলোনিয়া স্থলবন্দরটি ২১/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় ১০ একর জমিতে বিলোনিয়া স্থলবন্দরটি সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৩৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত এক যুগে বাংলাদেশে উন্নয়নে ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়েছে। স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানে বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী, আখাউড়া, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, বিলোনিয়া, শেওলা, সোনামসজিদ, হিলি, বাংলাবান্ধা, টেকনাফ ও বিবিরবাজারসহ ১৫টি স্থলবন্দর পূর্ণাঙ্গভাবে চালু রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বেনাপোল স্থলবন্দরে ৫১.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়্যারহাউজ, ইয়ার্ড, আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ভারতীয় আইসিপি'র সাথে সংযোগের লক্ষ্যে চার লেনবিশিষ্ট রাস্তা, আধুনিক ওয়্যারহাউজ, অভ্যন্তরীণ প্রায় সকল পার্কিং ইয়ার্ড টেকসই করে নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া, বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রমের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিবছর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে গড়ে ৪৫ হাজার কোটি টাকার আমদানি ও ৮ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্পাদিত হয়।

প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের চিত্র

- প্রায় ৩১.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার আগারগাঁওয়ের শেরে-বাংলা নগরে 'প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২ সালের জুন মাসে প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রায় ৭৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে বন্দরটিতে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- প্রায় ২৬.০০ কোটি টাকা "বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে বন্দরটি গত ২১ মে ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।
- প্রায় ৪৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে "বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।
- প্রায় ৪৮.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	উন্নয়ন কার্যক্রম
০১.	"বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ঃ শেওলা, ভোমরা, রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	শেওলা ও ভোমরা স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণসহ ওয়্যারহাউজ, ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেডসহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণপূর্বক দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দরে সিসিটিভিসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, রামগড় স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য দরপত্র আহবানপূর্বক মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে রামগড় ইমিগ্রেশন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দরের অবকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে দরপত্র আহবানপুর্বক মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
০২.	বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।	বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪১ একর জমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, সীমানাপ্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওপেন ইয়ার্ড, ভবন নির্মাণ, ওয়েব্রীজ স্কেল প্রভৃতি অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে।
০৩.	সাউথ এশিয়া সাব রিজিউনাল ইকোনমিক কো-অপারেশন (সাসেক) ইন্টিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টঃ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA) অংশ শীর্ষক প্রকল্প।	সিলেট জেলার তামাবিল স্থলবন্দর এবং বাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ২১৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একসেলেরেটিং ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেড কানেক্টিভিটি ইন ইস্টার্ন সাউথ এশিয়া (একসেস) বাংলাদেশ ফেজ-১ (বিএলপিএ কম্পোনেন্ট) স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৪০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী স্থলবন্দরে সম্প্রসারণ ও

আধুনিকায়ন করা হবে। প্রকল্পটি গত ২৬/০৪/২০২৩ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে;

- দর্শনা স্থলবন্দর উন্নয়ন;
- বিওটিভিত্তিতে পরিচালিত স্থলবন্দরসমূহের জন্য জমি অধিগ্রহণ;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের Strategic (কৌশলগত) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২২-২০২৩)

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপঃ

কোটি টাকায়

ক্রম. নং	অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অর্জনের হার (%)
১	২০২২-২০২৩			

সারণীঃ ২

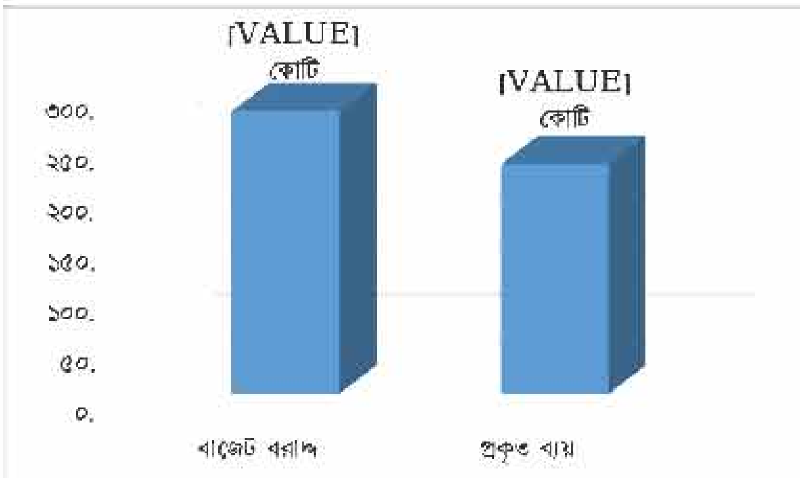

লেখচিত্র-২: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি

কোটি টাকায়

ক্রম. নং	অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অর্জনের হার (%)	মন্তব্য
০১	২০২২-২০২৩	২৮২.৬১	২৫২.৪৬	৮৯.৩৩%	

সারণীঃ ৩

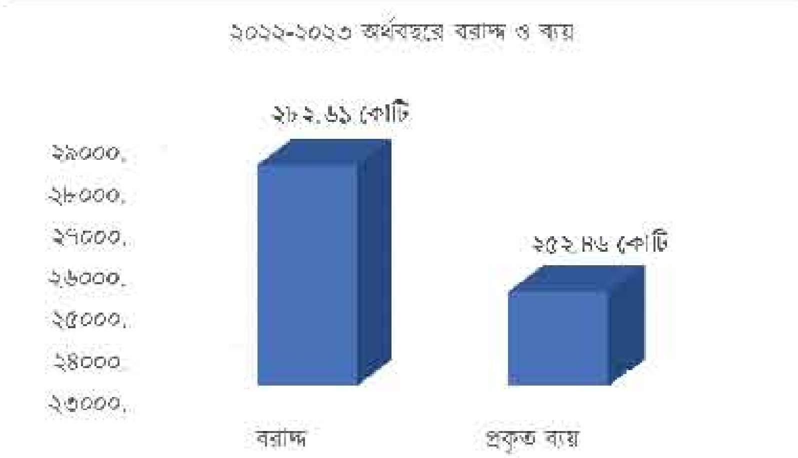

লেখচিত্র-৩ঃ এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংস্কার উদ্ভাবনী ও অন্যান্য উদ্যোগ

- স্থলবন্দরের মাধ্যমে পাসপোর্ট যাত্রীসেবা হয়রানিমুক্ত করা এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বন্দরের যাত্রীসুবিধা চার্জ পেমেন্ট ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। এতে স্থলবন্দরের যাত্রীগণ তাদের নির্দিষ্ট দিনের যাত্রার পূর্বে যে কোনো সময়, যে কোনো জায়গা থেকে, কম খরচে, প্যাসেঞ্জার ফ্যাসিলিটি চার্জ প্রদান এবং তা যাচাই করতে পারবে যা স্মার্টবন্দর ব্যবস্থাপনার অন্যতম সেবা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। পাসপোর্ট যাত্রীদের জন্য বন্দরের যাত্রীসুবিধা চার্জ পেমেন্ট ডিজিটাইজেশন সিস্টেম ইতোমধ্যে ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে (http://blpa.ekpay.gov.bd)। সত্বর পাসপোর্ট যাত্রীদের জন্য ওয়েব এ্যাপ্লিকেশনটি উন্মুক্ত করা হবে।

বিষয়	সফটওয়্যার বাস্তবায়নের আগে	সফটওয়্যার বাস্তবায়নের পরে
ভারতগামী যাত্রীদের সময় লাগে	২০-৪০ মিনিট	২-৩ মিনিট
সেবাপ্রাপ্তির জন্য যাত্রীদের ব্যয়	অনেক বেশি	৫১.৯২ টাকা
যাত্রীদের অফিসে যাতায়াত (ভিজিট)	২ বার	১ বার
যাত্রীদের পেমেন্ট স্লীপ প্রাপ্তিতে	লাইনে দাঁড়াতে হয়।	লাইনে দাঁড়াতে হয় না। অনলাইনে পেমেন্ট করা যায়।
পেমেন্ট স্লীপ চেকিং এ জনবল	৬ জন	২ জন
ধাপ	৩ ধাপ	১ ধাপ

- ২০২৩ সালের ১৪ জুন প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও- এ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত "Visioning Land Ports of the Future : Smart, Sustainable and Salutary" শীর্ষক আলোচনা সভায় মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম, এমপি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম যেমন: অবসর ভাতা ও অবসর সুবিধাদি, পেনশন প্রদানের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উৎসাহ বোনাস নীতিমালা ২০২২ অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হচ্ছে। কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন ও গৃহঋণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পেনশনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে আত্মীকৃত ০২ (দুই) জন কর্মচারির অবসর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আন্তঃদেশীয় চ্যালেঞ্জসমূহ

- জিরো পয়েন্ট থেকে ১৫০ গজের মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ;
- ভুটানের পণ্যবাহী ট্রাক ভারতের চেংড়াবান্ধা বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের বুড়িমারী স্থলবন্দরে প্রবেশে অগ্রাধিকার;
- বাংলাদেশি পণ্যবাহী ট্রাকসমূহ নেপালের কাকড়ভিটা পর্যন্ত গমন;
- বিরল-রাধিকাপুর ও দর্শনা-গেদে রেলরুটের পাশাপাশি সড়কপথে বাণিজ্যের অনুমতি;
- ভারতীয় অংশে কোয়ারেন্টাইন/টেস্টিং সুবিধা বৃদ্ধি;
- ভুটানের গেলেপু পর্যন্ত একটি ত্রিপক্ষীয় ক্রসবর্ডার রুট স্থাপন;
- হিলি স্থলবন্দরে ভারতীয় অংশের জিরোপয়েন্ট থেকে সংযোগ সড়কের প্রায় ০২ কি.মি. রাস্তা প্রশস্তকরণ;
- রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার।

চিত্রেঃ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন উন্নয়ন/ সেবামূলক কার্যক্রম

চিত্র ১: বেনাপোল স্থলবন্দর, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত

চিত্র ২: ২৯/০৫/২০২৩ তারিখে a2i প্রোগ্রাম, Bkash এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে Ekpay/Bkash- এর মাধ্যমে যাত্রী সুবিধার চার্জ এবং স্থলবন্দরের অন্যান্য চার্জ গ্রহণের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

চিত্র ৩: ১৪ জুন ২০২৩ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়।

চিত্র ৪: ১৪ জুন ২০২৩ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি বক্তব্য প্রদান করেন।

চিত্র ৫: গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে ইয়ার্ড নির্মাণের চিত্র

ধানুয়া
কামালপুর স্থলবন্দরের
ওয়েব্রীজ স্কেল

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
(বিআইডব্লিউটিএ)

পটভূমি

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ কাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে তৎকালীণ প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত একটি অধ্যাদেশ অনুসারে "ইস্ট পাকিস্তান ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি" (ইপিআইডব্লিউটিএ) প্রতিষ্ঠিত হয় যা ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ" (বিআইডব্লিউটিএ) নামকরণ করা হয়। একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য (অর্থ), একজন সদস্য (প্রকৌশল) এবং একজন সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) নিয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়ারম্যান হচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী প্রধান।

ভিশন

সহজ, নিরাপদ, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা।

মিশন

নৌ-পথ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

প্রধান কার্যাবলী

- নৌ-পথে নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসন এবং নৌ-পরিচালনার সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিকন-বাতিসহ নৌ-পথ নির্দেশক সামগ্রী স্থাপন;
- নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশনা, পাইলটেজ সুবিধা প্রদান এবং নদী বন্দরসমূহে আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক ড্রেজিং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশে মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, চ্যানেল ও খাল খনন;

- অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর ও লঞ্চ ঘাট ব্যবস্থাপনাসহ এর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং নদী বন্দর ও ঘাটসমূহে টার্মিনাল সুবিধাদি প্রদান;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত/দুর্ঘটনাকবলিত নৌ-যান উদ্ধারসহ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপ ও ভাড়া নির্ধারণ;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর দক্ষতার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানের সময়সূচী/রুটপারমিট অনুমোদন, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জরিপকরণ এবং ভাড়া নির্ধারণ;
- সরকারের স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুসরণে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ।
- প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়ন।

জনবল কাঠামো (৩০ জুন, ২০২৩)

শ্রেণী/গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা		
			সরাসরি	পদোন্নতি	মোট
১ম শ্রেণী (গ্রেড-০২-০৯)	৪১৬	৩১৬	৪৮	৫২	১০০
২য় শ্রেণী (গ্রেড-১০)	৩৭২	৩০৪	৩১	৩৭	৬৮
৩য় শ্রেণী (গ্রেড-০৯, ১০, ১১-১৬)	২০৫৩	১৫৬৪	১৪৬	৩৪৩	৫৪১
৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড-১৭-২০)	২৫৬৬	২২৪৮	২৬৫	৫৩	৩২১
মোট	৫৪০৭	৪৪৩২	৪৬০	৪৮৫	৯৭৫

বিআইডব্লিউটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো

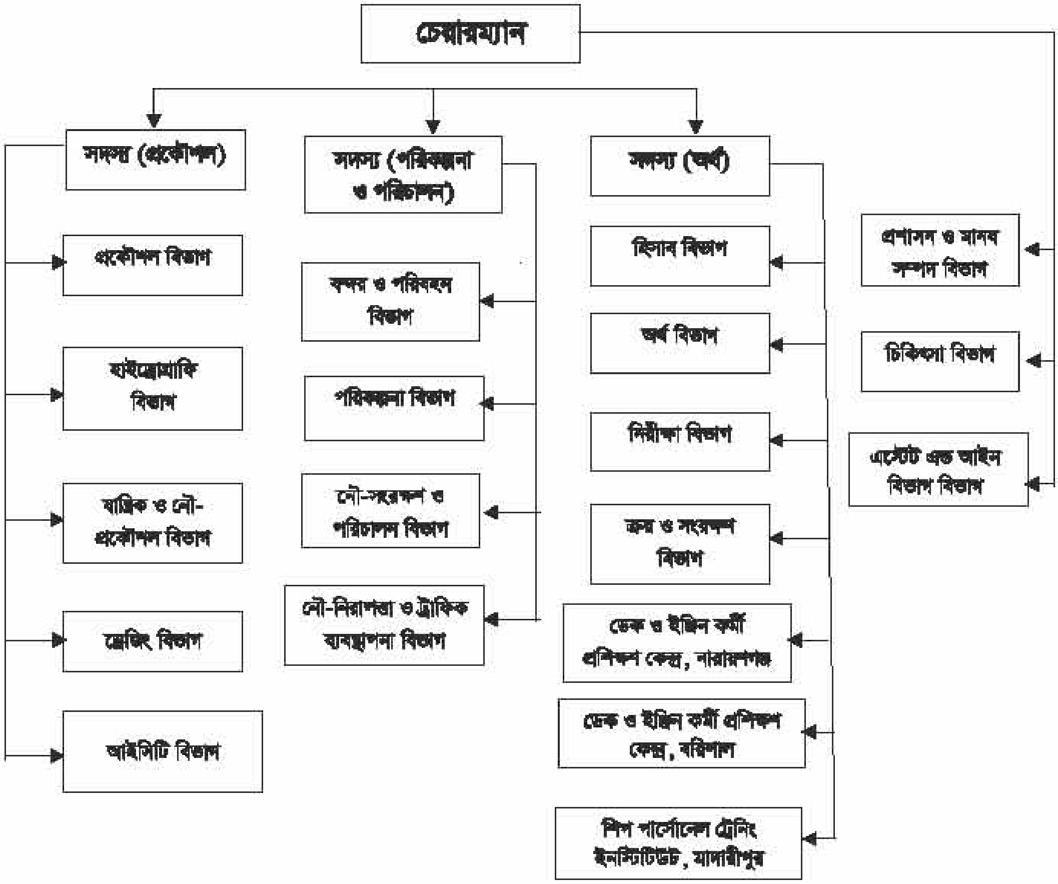

বিআইডব্লিউটিএ'র ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের চলমান প্রকল্প ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ১৪ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ০১টি; ভারতীয় নমনীয় FY (LoC) এর আওতায় ০১টি সহ মোট ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপির আওতায় উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দ রয়েছে ১৪৫০ কোটি ৯ লাখ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১১০৪ কোটি ২৬ লাখ টাকা যা বরাদ্দের শতকরা ৮৭.৫৮%।

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	অর্থায়নের উৎস	মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
এডিপিভুক্ত প্রকল্প ঃ						
১.	মংলা হতে চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	জিওবি	জুলাই ২০১৭ জুন ২০২৫	১২৯০০০.০০	৭৮০৩০.৬২ (৬০.৪৯%)	৬২.৬৩%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অর্থায়নের উৎস	মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
২.	নগরবাড়ীতে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	জিওবি	জুলাই ২০১৮ জুন ২০২৩	৫৫২৯৫.০০	২৮৪১৬.৬৬ (৫১.৩৯%)	৫৭.০০%
৩.	বুড়িগংগা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষংগিক অবকাঠামো নির্মাণ-২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	জিওবি	জুলাই ২০১৮ জুন ২০২৩	১১৮১১০.৩১	৫২৭১০.৩১ (৪৪.৬৩%)	৬৫.০০%
৪.	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার।	জিওবি	সেপ্টেম্বর ২০১৮ জুন ২০২৪	৪৩৭১০০.০০	৭৪৭৭০.৬২ (১৭.১১%)	২১.৬১%
৫.	৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষংগিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ।	জিওবি	জুলাই ২০১৮ জুন ২০২৩	৪৪৮৯০৩.৪২	৫২১৫২.০৮ (১১.৬২%)	১৯.১১%
৬.	ঢাকা-লক্ষীপুর নৌ-পথের লক্ষীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন	জিওবি	জানুয়ারি ২০২০ জুন ২০২৩	৪৯৮৮.০০	৪৮২৬.০০ (৯৬.৭৫%)	১০০%
৭.	পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকীকায়ন	জিওবি	জানুয়ারি ২০২০ ডিসেম্বর ২০২৪	১৩৫১৭০.০০	২৪৭৬.৮৮ (১৮.৩২%)	১৫.০০%
৮.	চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার ছিখটিয়া ব্রীজ হতে সূচীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ডাকাতিয়া নদীর উত্তরপাড়ে ওয়াকওয়ে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ	জিওবি	জুলাই ২০২০ জুন ২০২৩	৪৭৮০.০০	৩৯৮৮.৬৩ (৮৩.৪৪%)	৮৬.০০%
৯.	চিলমারী এলাকায় (রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, রৌমারী, নয়ারহাট) নদী বন্দর নির্মাণ	জিওবি	জুলাই ২০২১ ডিসেম্বর ২০২৩	২৩৫৫৯.০০	২৪৬৩.৩৬ (১০.৪৬%)	৫.০০%
১০.	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার লেভেল, স্প্যান্ডার্ড লো ওয়াটার লেভেল নির্ধারণ এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথের পুনঃশ্রেণী বিন্যাসকরণ	জিওবি	অক্টোবর ২০২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩	১৮৩০.৫৭	১২৭২.২৮ (৬৯.৫০%)	৭০.০০%

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অর্থায়নের উৎস	মেয়াদকাল	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
এডিপিভুক্ত প্রকল্প ঃ						
১১.	নারায়ণগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার এবং বাল্ক টার্মিনাল	জিওবি	জানুয়ারি ২০২০ জুন ২০২৩	৩৯২০০.০০	৩১৯.১৮ (০.৮১%)	১.০০%
১২.	বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	বিশ্বব্যাংক	জুলাই ২০১৬ ডিসেম্বর ২০২৫	৩৩৪৯৪২.০০	২৫২৪৯.২৭ (৭.৫৪%)	৪০.৮৫%
১৩.	আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন	ভারতীয় নমনীয় ঋণ (LoC)	জুলাই ২০১৮ ডিসেম্বর ২০২৫	১৭৫১০০.০০	৬৮৬৮৫.৭১ (৩৯.২৩%)	৩৯.৫০%
১৪.	মিঠামইন উপজেলার ঘোড়াউতরা, বোলাই-শ্রীগাং নদীর অংশবিশেষ ও ইটনা উপজেলার ধনু নদী, নামাকুড়া নদী এবং অস্টগ্রাম উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর অংশ বিশেষের নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার	জিওবি	জুলাই ২০২২ জুন ২০২৭	৩৪২২৬.০০	৪৪.১৬ (০.১৩%)	০.২০%

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

রাজস্ব বাজেট, ব্যয় ও উদ্বৃত্ত/ঘাটতি

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অর্জনের হার (%)
২০২১-২০২২	৮০৯০৭.৮০ (সংশোধিত)	৮৭৮৬১.৩৫ (সংশোধিত)	(৬৯৫৩.৫৫) (সংশোধিত)
২০২২-২০২৩	৮৪৭৫৯.৮৮	-	-

প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মকান্ডের বছর-ভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়

কোটি টাকায়

ক্রম. নং	অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অর্জনের হার (%)	মন্তব্য
১৪	২০২১-২০২২	১৪০১.০৪৭৪ (PA-৩০৪.৭৯৭৪ সহ)	১২৩৭.৩৪ (PA-১০৩.৭৯ সহ)	১২৩৩.১৩৭৭ (PA-১০১.৬৯৩৪ সহ)	১১৯৯.১৬৩২ ৯৬.৯১%
১৫	২০২২-২০২৩	২৭৭০.৯২	১৬৬৫.০০ (PA-৪২৫.০০ সহ)	১১৫২.৮৪৮২ (PA-১০১.৬৯৩৪ সহ)	১১০৪.৫০২৯ (৮৭.৫৯%)

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা

- রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিজি)-২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০, নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ অনুযায়ী পরিকল্পণা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- সারাদেশে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের সাথে নদীপথগুলোর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি-রফতানি সুগম করা।
- ঢাকার চারপাশের নৌপরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।
- নৌপরিবহন ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন।
- দখল, দূষন ও নাব্যতা রক্ষা করা।
- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ নদীর বর্জ্য অপসারণ, পানি দূষণমুক্তকরণ, অবৈধ দখল রোধ এবং পুন:দখল রোধে উদ্ধারকৃত তীরভূমির উন্নয়ন;
- নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন।
- ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ।
- প্রটোকলের আওতাধীন বিভিন্ন নৌ-পথ ড্রেজিং।
- পার্বত্য এলাকা ও হাওর এলাকার নদীগুলোর উন্নয়ন।
- বরিশাল ও খুলনা বিভাগের নদীগুলো খনন।
- ১১টি ড্রেজার বেইস নির্মাণ।
- ড্রেজার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ।
- বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস জাহাজ সংগ্রহ।
- আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের পন্টুন নির্মাণ এবং স্থাপন।
- বিদ্যমান নৌ-বন্দরগুলির সংস্কার।
- অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।
- উপকূলীয় অঞ্চলসহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে অবকাঠামো নির্মাণ।
- নতুন ল্যান্ডিং স্টেশন/নদী বন্দর/টার্মিনাল/ঘাট-পয়েন্ট স্থাপন।
- ক্রুজ শিপস চালুকরণ।
- নৌযান আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ।
- সকল ধরণের নৌযানের রুটপারমিট ও সময়সূচী অনলাইনে প্রদানের কাজ সম্পন্ন করা।
- নৌযানের অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য ভ্যাসেল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা।
- নৌযান কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য উত্তরবঙ্গে ২টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।
- অবৈধভাবে চলাচলকারী সকল বালুবাহী নৌযান, স্পীডবোট ও ট্রলারসমূহকে আইনের আওতায় আনা।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সংগতি রেখে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে নৌ-পথের মাধ্যমে জনগণকে সর্বপ্রকার সেবা প্রদানের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। ভবিষতে নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে নৌপথে চলাচলের সুবিধার্থে দেশের নৌযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নিম্নরূপ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)
০১।	বাঘাবাড়ি নদী বন্দর আধুনিকায়ন। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
০২।	ফরিদপুর, ছাতক এবং কক্সবাজার নদী বন্দর এলাকায় টার্মিনালসহ বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ, আরিচা-নরাদহ ও কক্সবাজার-মহেশখালী ফেরীঘাটসহ অন্যান্য স্থাপনা এবং বরগোপ, সাগর উদ্দিন, জুলুয়া এবং সেন্টমার্টিনে জেটি নির্মাণ। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
০৩।	"খুলনা, নরসিংদি, বরগুনা, পলাটিপা, মংলা, মেঘনা, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথগঞ্জ, ঘোড়াশাল, কাঁচপুর, মোল্লাচৌধুরীহাট এবং দাউদকান্দি-বাউশিয়া নদী বন্দরসমূহের বন্দর সুবিধাদী ও আধুনিকায়ন" (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
০৪।	"চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফ (শাবরাং ও জালিয়ার দ্বীপ) অংশে জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ"। (বাস্তবায়নকাল ০২ বছর: জানুয়ারি ২০২৩ - ডিসেম্বর ২০২৫)
০৫।	ঢাকা শহরের চারপাশে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (৩য় পর্যায়)। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
০৬।	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার ময়নাকাটা নদীর পশ্চিম তীরে বাদুরতলা ব্রীজ হতে কেরানীবাগ ব্রীজ পর্যন্ত ওয়াকওয়েসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ। (বাস্তবায়নকাল ০২ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৫)
০৭।	মোরাপাড়া নদী বন্দর এলাকায় টার্মিনালসহ বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
০৮।	সারিয়াকান্দি বগুড়া ও মাদারগঞ্জ জামালপুর এর মধ্যে ফেরী সার্ভিস চালুর লক্ষ্যে ফেরিঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
০৯।	গোমতী নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ - ডিসেম্বর ২০২৬)
১০।	হাওর অঞ্চলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা। (বাস্তবায়নকাল ০৫ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮)
১১।	ঝিনাই, বাঘট, বংশী এবং মাগদা নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারের জন্য শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, নৌ-পথের উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনা (৪ নদী)। (বাস্তবায়নকাল ০৫ বছর: লাই ২০২৩-জুন ২০২৮)
১২।	বুড়িশ্বর-পায়রা, সোনা, সুভিয়া এবং কাচামাটিয়া নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারের জন্য শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনা। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
১৩।	সাংগু, মাতামুহুরী নদী ও রাঙ্গামাটি থেগামুখ নৌ-পথ খননের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার। (বাস্তবায়নকাল ০৫ বছর: জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮ পর্যন্ত)
১৪।	কুমিল্লা ইকোনমিক জোন সংলগ্ন মেঘনা (আপার) নদীর রামপাড়া হতে শেখের গাঁও পর্যন্ত ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন। (বাস্তবায়নকাল ০২ বছর: জুলাই ২০২৩ - ডিসেম্বর ২০২৫)
১৫।	চট্টগ্রাম-হাতিয়া হতে ভাসান চরের সাথে নৌ-যোগাযোগ উন্নয়ন"। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছর: জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)
১৬।	মাদারীপুর জেলার কুমার, লোয়ার কুমার ও আপার কুমার নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছরঃ জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
১৭।	বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা। (বাস্তবায়নকাল ০৭ বছরঃ জুলাই ২০২৩ - জুন ২০৩০)
১৮।	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার। (বাস্তবায়নকাল ০৫ বছরঃ জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮)
১৯।	যমুনা নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-১ (নেভিগেশনাল চ্যানেল উন্নয়ন)। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছরঃ জানুয়ারি ২০২৪ - ডিসেম্বর ২০২৭)
২০।	উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি উদ্ধারকারী ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছরঃ জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
২১।	দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদীর পানি আবর্জনামুক্ত করার লক্ষ্যে সহায়ক জলযানসহ রিভার ক্লিনিং ভেসেল সংগ্রহ (১ম পর্যায়)। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছরঃ জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
২২।	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ১৩২টি পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছরঃ জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
২৩।	বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য বিভিন্ন প্রকারের ১০৪টি সার্ভিস জাহাজ সংগ্রহ। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছরঃ জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
২৪।	দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদীর পানি আবর্জনামুক্ত করার লক্ষ্যে সহায়ক জলযানসহ রিভার ক্লিনিং ভেসেল সংগ্রহ (২য় পর্যায়)। (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৭)
২৫।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ব্যবহারের জন্য পলিইথিলিন বয়া, পিসি পোল, টাওয়ার বিকন এবং আরসিসি পিংকার সংগ্রহ ও সংযোজন। (বাস্তবায়নকাল ১ বছর ৬ মাসঃ জানুয়ারি ২০২৩ - জুন ২০২৪)
২৬।	"বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (BIWTA) উদ্ধারকারী ইউনিটে উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ০৪ (চার)টি টাইক বার্জসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংযোজন"। (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছরঃ জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)
সমীক্ষা প্রকল্পসমূহ ঃ	
২৭।	মংলা-ঘাসিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা উন্নয়নে নেভিগেশন লকসহ ব্রীজ নির্মাণের পরিকল্পনা ও ডিজাইনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (বাস্তবায়নকাল ০১ বছরঃ জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৪)
কারিগরি প্রকল্প ঃ	
২৮।	নদী সমীক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প (Study of Rivers and Awareness Building Project) (বাস্তবায়নকাল ০৩ বছরঃ জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৬)

বিআইডব্লিউটিএ'র উল্লেখযোগ্য অর্জন

- অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা উন্নয়নে প্রায় ৩,৭০০ কিঃমিঃ নৌপথ নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যা ১০,০০০ কিঃ মিঃ উন্নীতকরণে প্রকল্প চলমান রয়েছে। তাছাড়া সারাবছর নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ৬,০০০ কিঃ মিঃ নৌপথ নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়। অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং কাজের জন্য ৩৮টি ড্রেজার ও ২৩৮টি আনুষংগিক নৌ-সহায়ক জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে। আরোও ৩৫টি ড্রেজার সংগ্রহ কাজ চলমান রয়েছে।
- নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা আধুনিক, সাশ্রয়ী ও যাত্রী বান্ধব করার লক্ষ্যে পুরাতন ২৫টি নদী বন্দর আধুনিক ও সংস্কারের পাশাপাশি নতুন ১৮টি নদী বন্দর ঘোষনা ও স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা, বরিশাল, পটুয়াখালী নদী বন্দরকে আধুনিক নদী বন্দরে রূপান্তর করা হয়েছে এবং নোয়াপাড়া, ভৈরব, আশুগঞ্জ, বরগুনা, ভোলা, নগরবাড়ী, মেঘনা, ঘোড়াশাল, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ নদী বন্দর স্থাপনা নির্মাণ ও কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন নদী বন্দরে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে ১৩৬টি নতুন জেটি ও ১৬টি গ্যাংওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকার কেরাণীগঞ্জে পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল ২০১৮ সন হতে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নতুন নগরবাড়ীতে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আশুগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে ০২টি আধুনিক কার্গো টার্মিনাল, ঢাকা শ্মশানঘাট, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুরে ০৩টি পেসেঞ্জার টার্মিনাল ও নারায়ণগঞ্জে ০১টি আধুনিক নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ উপকূলীয় অঞ্চলে ১৫টি জেটি, ল্যান্ডিং স্টেশন ও ভেসেল শেল্টার সেন্টার সহ নৌ-টার্মিনাল নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ করার লক্ষ্যে সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়া, চট্টগ্রামস্থ কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণসহ ল্যান্ডিং স্টেশন, পার্কিং ইয়ার্ড সহ অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া মিরসরাই সহ কুমিরা গুপ্তছড়া, টেকনাফ প্রত্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নৌপথে যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা সদৃঢ় করার লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক ১৯৫১ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
- সারাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে প্রায় ৪৮০টি ঘাটের বিপরীতে ১৮২টি ছোট/বড় আকারের পন্টুন স্থাপন এবং ৪৫০টি পন্টুন ডকিংয়ে স্থাপন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথে নৌযান চলাচলে সহায়তার লক্ষ্যে ১০০টি লাইটেড বয়া-৫০টি, ফেরিকেল বয়া ৫০টি, ৫৩ ডিজিটাল গেজ স্টেশন ও অবকাঠামো উন্নয়ন সহ আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের নৌপথে যাতায়াত সুবিধার্থে ঘাট সমূহে ৫০টি এসপি পন্টুন, ১১টি ফেরী পন্টুন ও ৪৫টি এমপি পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে।
- নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থায় দুর্ঘটনা হ্রাসে দক্ষ নৌকর্মী গঠনে নারায়ণগঞ্জ ডিইপিটিসি-কে আরোও আধুনিক এবং মাদারীপুর, বরিশালে নতুন নৌ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নৌপথে উদ্ধারকাজ দ্রুত ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৫০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ০২টি উদ্ধারকারী জাহাজ নির্ভিক ও প্রত্যয় সংগ্রহ করা হয়েছে, আরোও ০২টি ১৫০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহ চলমান রয়েছে। নৌপথে আধুনিক লঞ্চ/স্টীমার সংযোজন সহ নৌদুর্ঘটনা রোধকল্পে নৌনিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নবসৃষ্ট বিভাগ এর মাধ্যমে প্রধান নদী বন্দর হতে ছেড়ে যাওয়া লঞ্চ/স্টীমার সমূহকে তদারকির আওতায় আনা হয়েছে এবং নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। নিয়মিত ওয়াটকি ও মোবাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন নৌযানে নৌ-সতর্কবার্তা ও আবহাওয়া তথ্যাদি যথাসময়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী নৌযান এবং যাত্রী সাধারণের যে কোন জরুরী প্রয়োজন ও সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে হট লাইন ১৬১১৩ চালু করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সেবা সহ সিটিজেন চার্টার্ড এর যাবতীয় তথ্যাদি এবং নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম ওয়েব সাইটে প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- বিআইডব্লিউটিএ সারাদেশে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থায় সেবা প্রদানের মাধ্যমে ঘাট/পয়েন্ট, নদীর তীরভূমি, লিজ লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০.০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করছে। যা জাতীয় রাজস্ব খাতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।
- নৌপথে যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা নিরসনের পাশাপাশি ৫৫ ধরণের মালামালবাহী নৌযান-রুট পারমিটের আওতায় আনা হয়েছে। গত ১৪ (চৌদ্দ) বছরে নৌপথে প্রায় ৪১.০০ কোটি মেট্রিকটন পণ্য এবং ৩১৫ কোটি যাত্রী নৌপথে নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে যাতায়াতে পরিবহনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ-ভারত নৌ-ট্রান্সশিপমেন্ট চালু করে কোলকাতা-আশুগঞ্জ-ত্রিপুরা নৌপথ ও সড়কপথে পণ্য পরিবহন ও পর্যটন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- নৌপথে নাব্যতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে নৌরুট চিহ্নিতকরণে অভ্যন্তরীণ নৌপথে ২৯,৫০০ কিঃ মিঃ এবং উপকূলীয় নৌপথে ৮,২৫০ কিঃ মিঃ হাইড্রোগ্রাফিক জরীপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জরীপ কাজ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিপিএস স্টেশন সমূহকে সময়োপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- সারাদশের অভ্যন্তরীণ নদীর তীরভূমি দখল-দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা ভূমিতে ৭০০০টি সিমানা পিলার স্থাপন, ১০০০০টি বৃক্ষরোপন, ৪০ কিঃ মিঃ ওয়াকওয়ে, ০৬টি জেটি, কি-ওয়াল, ০৩টি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। নদী দূষণ রোধকল্পে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদী হতে বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা শহরের চারিদিকে প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে তুরাগ নদী হতে বর্জ্য অপসারণ কাজ চলমান রয়েছে।
- করোনা মহামারিকালীন সময়ে অভ্যন্তরীণ নৌপথে নিয়মিত নৌ-চলাচল ব্যবস্থা সচল রেখে দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি সুদৃঢ় রাখা হয়েছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমুহ

- ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Inventory Management System)ঃ বিআইডব্লিউটিএ'র ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় স্টোরের জন্য ইনভেন্টরী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রস্তুত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে অতি অল্পসময়ে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় স্টোর হতে ষ্টেশনারী, প্রিন্টিং ও লিভারীজ আইটেসসমূহের পেপারলেস চাহিদা পত্র প্রেরণ করা যায়। যা অনলাইনে বিভাগীয় অনুমোদন, গুদামের অনুমোদন, পণ্যের পর্যাপ্ততা যাচাই করে মালামাল ইস্যু এবং গ্রহণ করা হয়। সেবা লিংক http://182.16.157.120/biwta-ims/login.
- Navigation Clearance Application Portalt Navigation Clearance Application Portal এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ/প্রতিষ্ঠান ঘরে বসেই অনলাইনে সেবা প্রাপ্যতার আবেদন, স্ট্যাটাস পর্যবেক্ষণ, এবং অনাপত্তির সার্টিফিকেট পেয়ে থাকেন। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল biwtavhc.gov.bd এ প্রবেশ করে নিম্নলিখিত সেবাসমূহের জন্য আবেদন করতে পারেনঃ-
  -- ব্রিজ নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স এর অনাপত্তি
  -- নদীর উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক টাওয়ার এর ক্যাবল ক্রসিং এবং নদীতে টাওয়ার স্থাপন এর অনাপত্তি
  -- নদীর তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবল ক্রসিং-এর অনাপত্তি
  -- নদীর তলদেশ দিয়ে গ্যাস পাইপ ক্রসিং এর অনাপত্তি
  -- উক্ত সেবা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আবেদন করতে পারবে।

চ্যালেঞ্জ

- নৌপরিবহনখাতে স্বল্প বাজেট বরাদ্দ;
- নদীর গতিপথ পরিবর্তন;
- বর্ষাকালে প্রবাহিত পানির সাথে নৌরুটের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পলি/সিল্ট আসার ফলে নাব্যতা হ্রাস;
- শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে গিয়ে নৌরুটের নাব্যতা সংকট তৈরি হওয়া;
- বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত স্রোতের সময় নৌরুট ড্রেজিং করা;
- বর্তমান সক্ষমতা দিয়ে সার্বক্ষণিক ড্রেজিং করে নৌরুটের নাব্যতা ঠিক রাখা;
- পার্বত্য অঞ্চলে নৌরুট ড্রেজিং করা এবং সচল রাখা;
- নৌরুটের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান নীচু সেতু/ব্রিজ এর নিচ দিয়ে নৌযান চলাচল;
- নৌরুটের সকল স্থানে পরিকল্পিত ল্যান্ডিং সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- নৌরুটের সকল স্থানে পর্যাপ্ত নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং সংরক্ষণ;
- নদী দূষণ ও নদীর তীরভূমির অবৈধ দখল;
- প্রার্কৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, সাইক্লোন, ঘুর্ণিঝড়, হারিকেন, বন্যা ইত্যাদি;
- নৌরুটের অবস্থা বিবেচনা করে বিদ্যমান যাত্রীবাহী/মালবাহী নৌযানের নকশা উন্নয়ন;
- নদীর তীরভূমি ক্ষয়/ভাংগন;
- নৌযানগুলো নিয়ম এবং বিধিমালা অনুসরণ করে না;
- সুরক্ষার বিষয়ে গাফলতি;
- অপর্যাপ্ত অবকাঠামো;
- অপর্যাপ্ত ক্ষমতা;
- আইনী যুদ্ধ;
- জনবলের ঘাটতি;
- বিশেষজ্ঞের ঘাটতি;
- ঢাকা শহরের চারপাশের নদী তীরে অবৈধ দখলদারদের বাধা/বিপত্তি ও আদালতের স্থগিতাদেশর কারণে বিভিন্ন স্থানের বাস্তবায়ন কাজ বিলম্বিত;
- প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিংকৃত নদী ১/২ বছরের মধ্যেই পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া;
- প্রাকৃতিক কারণ যেমন বর্ষাকলে উজান হতে নেমে আসা ঢলের কারণে সৃষ্ট স্রোতে ড্রেজিং স্থলে ড্রেজার রাখা
- নৌপথে স্থাপিত নৌসহায়ক সামগ্রীসমূহ দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক নষ্ট বা খোয়া যাওয়া, ঝড়/তুফানে ভেসে যাওয়া/হারিয়ে যাওয়া বা নৌযানের আঘাতে উহা ভেঙ্গে তলিয়ে যাওয়া এবং ঝড়/তুফানে পাইলটেজ সেবা প্রদানের নিমিত্ত নিরাপদ ও দ্রুতগতি সম্পন্ন পাইলট বিট নৌযানের স্বল্পতা;
- দক্ষ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের অভাবে ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপসহ অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া;
- নদী তীরবর্তী সংলগ্ন নদী বন্দর/ঘাট সুবিধা প্রদান সংশ্লিষ্ট পূর্ত কাজ বর্ষা মৌসূমে ব্যাহত হওয়া/ বন্ধ থাকা;

- জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয় বিধায় কাজ শুরু হতে বিলম্ব হওয়া। সর্বোপরি চাহিদার তুলনায় বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল ও অর্থছাড় প্রক্রিয়াকরনে জটিলতা এবং চলমান কোভিড-১৯ মহামারি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা/চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

সম্ভাবনা

- নদী খননের মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পের জন্য পানির অভাব দূর হবে, ভূ-গর্ভের পানির স্তর উপরে উঠে আসবে; প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন হবে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- নৌ-পথের খননকৃত পলি/মাটি পার্শ্ববর্তী নীচু ভূমিতে ফেলায় নীচু ভূমি কৃষি ভূমিতে পরিণত হবে।
- বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক যদি দেশের বিভিন্ন নদী বন্দরের পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয় তাহলে রাজস্ব বৃদ্ধির পাবে এবং সুস্থ বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- নদী থেকে ড্রেজিংকৃত মাটির সাথে বিপুল পরিমান পিট কয়লা উঠে এ কয়লা সংগ্রহ করে শুকিয়ে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া এসকল কয়লা থেকে তাপ উৎপাদন সম্ভব।
- নৌপথে আধুনিক লঞ্চ/স্টীমার সার্ভিসের মাধ্যমে নৌবিহার চালু হলে নৌ-পর্যটন সৃষ্টি হবে।
- ২০৩০ সনের মধ্যে নদীর কাছাকাছি স্থানে প্রায় ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি করা। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে ব্যবহৃত কাচামাল এবং ফিনিশড প্রোডাক্ট পরিবহনের জন্য নৌপথে পর্যাপ্ত সংখ্যক আধুনিক ল্যান্ডিং স্টেশন, কন্টেইনার/কার্গো পোর্ট স্থাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে।
- বাংলাদেশ ভূ-কৌশলগতভাবে একটি সুবিধাজনক অবস্থানে অবস্থিত। এটি ভারত, চীন, নেপাল, ভূটান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি সেতু হতে পারে। এছাড়াও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সাথে একটি আঞ্চলিক সংযোগ কেন্দ্র হবার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ এর অভিষ্ট লক্ষ্য নং ১, ৩, ৬, ১৩ ও ১৪ অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে কাজ করছে বিআইডব্লিউটিএ।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন।

ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার নৌপথ উদ্বোধন করেন জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, জনাব মো. জাহিদ হাসান রাসেল, এমপি, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং কর্তৃপক্ষের সাবেক চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল গোলাম সাদেক।

টঙ্গী ইকোপার্ক উদ্বোধন করেন জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।

পবিত্র ঈদুল আযহা, ২০২৩ উপলক্ষে ঢাকা নদী বন্দরের সার্বিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করছেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। এ সময় বিআইডব্লিউটিএ'র মাননীয় চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফাসহ কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার চারপাশে বৃত্তাকার নৌপথ উদ্বোধনের পর টঙ্গী-উলুখোলা ও আশুলিয়া-কচ্ছা প্রান্তে যাত্রী পারাপারের অপেক্ষায় স্পীডবোট।

খুলনা ড্রেজার বেইজ নির্মাণ করা হয়

নৌ-প্রটোকল রুটে মালবাহী জাহাজ চলাচল

অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর গুলোতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১৮১টি পন্টুন নির্মাণ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন
(বিআইডব্লিউটিসি)

পটভূমি

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সেবাধর্মী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশের সার্বিক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশন ও অন্যান্য ৯টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে রাষ্ট্রপতির ২৮নং আদেশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে সংস্থার মোট নৌযানের সংখ্যা ছিল ৬০৮টি। এ নৌযানগুলোর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ স্বাধীনতার পর এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ জাহাজই ব্রিটিশ/ পাকিস্তান আমলে নির্মিত ও সংগৃহীত।

বিআইডব্লিউটিসি'র পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৪-৭৫ সালে। বর্তমানে এ সংস্থাটি ১৬৫টি নৌযানের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ রুটসমূহে ফেরি সার্ভিস, ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রিবাহি সার্ভিস, চট্টগ্রাম-সন্দীপ-হাতিয়া উপকূলীয় রুটে এবং বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে পাবলিক সার্ভিস অবলিগেশন (PSO) এর আওতায় উপকূলীয় যাত্রিবাহি সার্ভিস পরিচালনা এবং চট্টগ্রাম-পানগাঁও নৌপথে কন্টেইনার সার্ভিস পরিচালনা করছে।

ভিশন

অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী যাত্রি ও পণ্য পরিবহন এবং যানবাহন পারাপার।

মিশন

নৌপথে যাত্রিবাহি ও পণ্যবাহি নৌযান পরিচালনার মাধ্যমে দেশের মূল ভূখন্ড, উপকূলীয় এলাকাসহ দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ যাত্রি/ জুজ সার্ভিস প্রদান ও মালামাল পরিবহন। দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে গুরুত্বপূর্ণ নদী সংযোগে ফেরি সার্ভিস পরিচালনা।

প্রধান কার্যাবলী

- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে নিরাপদ, দক্ষ শিপিং এবং নৌপরিবহনের ব্যবস্থা করা এবং উক্ত শিপিং ও নৌপরিবহন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং সহায়ক সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা।
- জলযান সংগ্রহ, চার্টার দেয়া, সংরক্ষণ অথবা বিক্রয়।
- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ পথে তেলবাহি ট্যাংকার পরিচালনা।
- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে লাইটারেজসহ যাত্রি ও পণ্যবাহি জাহাজ পরিচালনা।
- ফেরি সার্ভিস পরিচালনা করা।
- কন্টেইনার সার্ভিস পরিচালনা করা।
- আন্তর্জাতিক নৌপথে যাত্রিবাহি/ ক্রুজ সার্ভিস পরিচালনা।
- ডকইয়ার্ড এবং মেরামত ওয়ার্কশপ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- উপর্যুক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সহায়ক অন্যান্য সকল কার্যাদি সম্পাদন।

জনবল

শ্রেণী	অনুমোদিত	বর্তমান অবস্থান (০৬-০৮-২০২৩ পর্যন্ত)		শূণ্য পদ
		স্থায়ী	অস্থায়ী	
প্রথম শ্রেণী	১৭০	১৪০		৩০
দ্বিতীয় শেণী	৪৩৮	২৮৩		১৫৫
মোট (ক)	৬০৮	৪২৩		১৮৫
তৃতীয় শেণী	২২৯২	১২৯৪		৯৯৮
চতুর্থ শেণী	১৮৮০	১১২১		৭৫৯
মোট (খ)	৪১৭২	২৪১৫		১৭৫৭
সর্বমোট (ক+খ)	৪৭৮০	২৮৩৮	৬০২	১৯৪২

সাংগঠনিক কাঠামো

সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যান এবং অনধিক অন্য চার জন পরিচালক নিয়ে বিআইডব্লিউটিসির পরিচালনা পর্ষদ গঠিত।

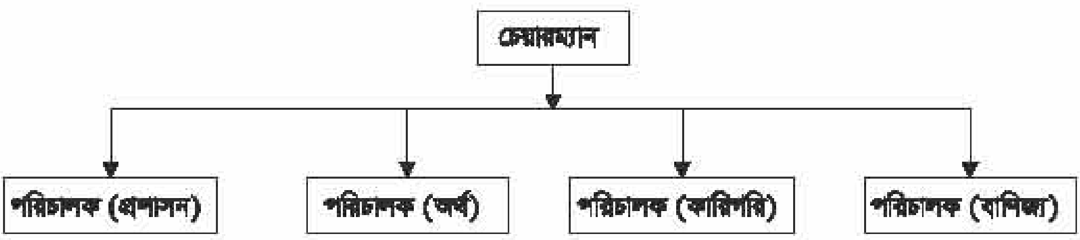

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- "বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।
- "বিআইডব্লিউটিসি'র চট্টগ্রামস্থ টার্মিনাল ১ও ২ এ জেটি নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন" প্রকল্পটি একনেক অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
- "অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত ও সহজতর করার লক্ষ্যে মেরামতের সুবিধাদি/ ওয়ার্কশপ স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক Hover Craft সংগ্রহ" এর বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডির কার্যক্রম চলমান।
- "Strengthening the capacity of BIWTC" শীর্ষক প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) ইতোমধ্যেই নৌপম এর মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত পিডিপিপি ও পিপিএ গত ১২/০১/২০২৩ তারিখে ইআরডি কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে Ministry of Economy and Finance, Republic of Korea বরাবর প্রেরিত হয়েছে।
- জাপানী কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব নৌপম এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিআইডব্লিউটিসি'র সেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান।
- চায়না সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব নৌপম এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

সংস্থার বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২২-২০২৩)

কোটি টাকায়

অর্থবছর	আয়		ব্যয়		অপারেশনাল (আয়/ব্যয়)	
	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০২১-২০২২	৪৩৮৫৯.৪৫	৪২৯০৩.৬২	৪৪০৮৬.২১	৪২৫৩৪.৪০	-২২৬.৭৬	৩৬৯.২২

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- "অভ্যন্তরীণ ও আন্তদেশীয় পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিসির জন্য ১০টি মাল্টিপারপাস কার্গো ভেসেল নির্মাণ/ সংগ্রহ।
- বাণিজ্য, খাদ্য, শিল্প, বিদ্যুৎ ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য, খাদ্য শস্য, সার ও জ্বালানী পরিবহনে বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানের জন্য কোটা সংরক্ষণ।
- ৮টি ফেরি রুটের বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাই করে দ্রুত ফেরি সার্ভিস চালুকরণ।
- পর্যায়ক্রমে সংস্থার সকল ফেরি ঘাটে ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন।
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত ফেরি রুটগুলো বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি'র মাধ্যমে পরিচালনার নিমিত্ত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসা।

- বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি'র যৌথ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ফেরি রুটসমূহে জেটি, ঘাট, পন্টুন, এপ্রোচ রোড ও অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- KEximbank (Government Agency for the EDCF) এর আর্থিক সহায়তায় "Strengthening the Capacity of BIWTC" শীর্ষক প্রকল্পে প্রস্তাবিত ২৪টি ফেরি যুক্ত হলে বর্তমানে পরিচালিত অধিক জ্বালানী ও মেরামত ব্যয় সম্বলিত নৌযানগুলোকে প্রতিস্থাপন করণ।
- প্রতিটি ফেরি ঘাটের এপ্রোচ, লোডিং-আনলোডিং প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের মাধ্যমে সময় সাশ্রয় করে ফেরির ট্রিপ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেবার মান উন্নীতকরণ।
- সংস্থার সব ধরণের কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশন পদ্ধতিতে একই প্লাটফর্মে এনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা চালুকরণ।

বিআইডব্লিউটিসি'র উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন

বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুন, ২০২৩ সময় পর্যন্ত বর্তমান সরকারের আমলে বিআইডব্লিউটিসি ২৩টি ফেরি, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী (এম.ভি বাঙালি ও এম.ভি মধুমতি) জাহাজ, ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ১২টি ওয়াটার বাস, ৪টি সি-ট্রাক, ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার ও ৪টি কন্টেইনারবাহি জাহাজসহ মোট ৪৯টি বাণিজ্যিক নৌযান এবং ২১টি সহায়ক নৌযান (পন্টুন) সহ সর্বমোট ৭০টি নৌযান নির্মাণপূর্বক সার্ভিসে নিয়োজিত করেছে :

ক্রমিক নং	জলযানের ধরণ	সংখ্যা
	ক) বাণিজ্যিক জলযান	
১.	রো রো ফেরি	২ টি
২.	কে-টাইপ ফেরি	৮ টি
৩.	ইউটিলিটি ফেরি-১ ফেরি	৯ টি
৪.	মিনি ইউটিলিটি ফেরি	২ টি
৫.	মিডিয়াম ফেরি (কুঞ্জলতা ও কদম)	২টি
	মোট ফেরি	**২৩টি**
৬.	সী-ট্রাক	৪ টি
৭.	ওয়াটার বাস	১২ টি
৮.	অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ (এম.ভি বাঙালি ও এম.ভি মধুমতি)	২ টি
৯.	উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ	২টি
	মোট যাত্রিবাহী জাহাজ	**২০টি**
১০.	কন্টেইনারবাহী জাহাজ	৪টি
১১.	শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার	২টি
	মোট কন্টেইনার বাহি জাহাজ ও ট্যাংকার	**৬টি**
	সর্বমোট বাণিজ্যিক জলযান	**৪৯টি**

ক্রমিক নং	জলযানের ধরণ	সংখ্যা
	খ) সহায়ক জলযান	
১.	রো রো পন্টুন	২ টি
২.	ইউটিলিটি টাইপ-১ পন্টুন	৬ টি
৩.	সিঙ্গেল রো ররা পন্টুন	২ টি
৪.	ইউটিলিটি পন্টুন	৬টি
৫.	ঘাট পন্টুন	২টি
৬.	রকেট ঘাট পন্টুন	২টি
৭.	ফ্লোটিং ডক	১টি
	মোট (খ) :	**২১ টি**
	সর্বমোট (ক+ খ) :	**৭০টি**

চ্যালেঞ্জ

সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সার্ভিসসমূহের সেবার মান উন্নয়নে জ্বালানী সাশ্রয়ী, টেকসই, আধুনিক ও দ্রুতগতি সম্পন্ন নৌযান সংগ্রহ এ প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া ফেরি রুটে এবং যাত্রিবাহি নৌপথের নাব্যতা সংকট সংস্থার ফেরি সার্ভিস ও যাত্রিবাহি সার্ভিস সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ চ্যালেঞ্জ। নদীর গতিধারা পরিবর্তনের ফলে ফেরি ঘাটের অব্যাহত ভাঙ্গন, নৌযানসমূহের নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন, খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, বিভিন্ন সার্ভিসে ই-টিকেটিং/ অটোমেশন পদ্ধতির প্রবর্তন এ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ চ্যালেঞ্জ। সংস্থার আয়, কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, জবাদিহিতা নিশ্চিত ও অবাঞ্জিত ব্যয় হ্রাসকল্পে বিআইডব্লিউটিসি'র সকল কার্যক্রমগুলিকে ডিজিলাইজড পদ্ধতিতে অথবা 4IR টেকনোলজি ব্যবহার করে একই প্লাটফর্মে এনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা তৈরি ও বাস্তবায়ন একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন নৌযান নির্মাণের কাজে শ্লথগতি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ।

সম্ভাবনা

- পরিবেশ বান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী নৌপরিবহন ব্যবস্থা।
- কন্টেইনার পরিবহনের ক্রমবর্ধিত সংখ্যা।
- আন্তঃদেশীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- পর্যটন খাতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত নৌযানের চাহিদা বৃদ্ধি।
- নৌপথ ও সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- নৌযান পরিচালনার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ।
- ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা।
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০।

সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

- ডিজিটাল লোকাল পার্চেজ ইনডেন্ট সফটওয়্যার (হোস্ট লিংক: www.indent.tiara.com.bd) তৈরী করা হয়েছে।

সদ্য নির্মিত বিআইডব্লিউটিসি'র উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ
"এম.ভি তাজউদ্দিন আহমদ" এবং "এম.ভি আইভি রহমান"
ভিডিও কনফারেন্সে শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেক হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও পায়রা বন্দর প্রান্তে অনুষ্ঠিত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার অবকাঠামো ও জলযান উদ্বোধন এবং পায়রা বন্দর পুনর্বাসনকেন্দ্র উদ্বোধন ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (বৃহস্পতিবার, ৬ মে ২০২১)। -পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেক হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও পায়রা বন্দর প্রান্তে অনুষ্ঠিত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার অবকাঠামো ও জলযান উদ্বোধন করেন (বৃহস্পতিবার, ৬ মে ২০২১)। -পিআইডি

উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ 'এমভি তাজউদ্দিন আহমদ'

উপকূলীয় যাত্রিবাহি জাহাজ 'এমভি আইভি রহমান'

শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার 'মৈত্রী' (পূর্ব নাম-ও.টি. মারওয়া)

এমভি উদয়ন এক্সপ্রেস

মিনি ইউটিলিটি ফেরি 'স্বর্ণচাঁপা'

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

পটভূমি

নৌপরিবহন অধিদপ্তর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারী রেগুলেটরী সংস্থা। সংস্থাটি মেরিটাইম প্রশাসন হিসাবে অভ্যন্তরীণ নৌযান এবং সমুদ্রগামী জাহাজের নিরাপত্তা ও পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়াও জাহাজে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান এবং নৌ-বাণিজ্যের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। Inland Shipping Ordinance (ISO) 1976, Merchant Shipping Ordiance (MSO) ১৯৮৩, বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ ও বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০২০ এবং এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা এবং আন্তর্জাতিক মেরিটাইম কনভেনশন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

অধিদপ্তরের আওতাধীন নিম্নোক্ত কার্যালয়সমূহ রয়েছে

১) নৌ বাণিজ্য অফিস, চট্টগ্রাম

২) সরকারী শিপিং অফিস, চট্টগ্রাম

৩) প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারকের কার্যালয়, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/বরিশাল ও খুলনা

৪) ইন্সপেক্টরেট অব ইনল্যান্ড শিপস, প্রধান কার্যালয়/সদরঘাট, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/চাঁদপুর/পটুয়াখালী/বরিশাল/খুলনা/চট্টগ্রাম/চাষড়াবন্দর/ভৈরব/মোংলা।

৫) আঞ্চলিক নৌযান সার্ভে এন্ড রেজিস্ট্রেশন/পরিদর্শন অফিস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/চাঁদপুর/ভৈরব/ভোলা/রাঙ্গামাটি।

ভিশন | নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব এবং দক্ষ নৌ-চলাচল ব্যবস্থা।

মিশন | দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নৌ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষ, নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব নৌ চলাচল ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান কার্যাবলী

১। সমুদ্রগামী ফিশিং, কোস্টাল এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজ রেজিস্ট্রেশন ও সার্ভে করণ এবং নতুন জাহাজ নির্মানের নকশা অনুমোদন;

২। সমুদ্রগামী ফিশিং এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজের কর্মকর্তা/নাবিকদের আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা (আইএমও) এর প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মেরিটাইম প্রশিক্ষন মনিটরিং, পরীক্ষা গ্রহন এবং সনদ প্রদান;

৩। নৌপথের নিরাপত্তায় মোবাইল কোর্টে পরিচালনা করা এবং মেরিন কোর্ট নৌ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও বিচার কার্য পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;

৪। বাংলাদেশী বন্দরে আগত বিদেশী জাহাজসমূহের উপযুক্ততা নির্ধারণে পোর্ট স্টেট কন্ট্রোলের আওতায় পরিদর্শনকরন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৫। বাংলাদেশ সমুদ্র বন্দরে জাহাজের আগমন-নির্গমন সংক্রান্ত অনুমতি প্রদান;

৬। নৌযানসমূহকে দিকনির্দেশনা প্র্দানের সুবিধার জন্য উপকূলে বাতিঘর পরিচালনা;

৭। The International Ship and Port Facility Security (ISPS) কোড বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৮। বাংলাদেশের জলসীমায় বিপদগ্রস্থ জাহাজ উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;

৯। মেরিটাইম বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত সংশোধনের কার্যক্রম পরিচালনা;

১০। বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নৌ-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়ন এবং দেশের স্বার্থে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম কনভেনশন অনুসমর্থন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১১। অন্যান্য মেরিটাইম দেশের সাথে সম্পাদিত শিপিং চুক্তি বাস্তবায়ন করা;

১২। বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণ;

১৩। বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে বাংলাদেশী নাবিকদের নিয়োগ এবং বেতন ভাতা পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশী নাবিকদর স্বার্থরক্ষা করা;

১৪। রপ্তানী পণ্য ওজন সংক্রান্ত Verified Gross Mass এর অনুমতি প্রদান।

দপ্তরের জনবল

নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও এর অধীন অফিসসহ সর্বমোট অনুমোদিত/মঞ্জুরীকৃত জনবলের সংখ্যা ৩৮১ জন। দপ্তরের জনবল শ্রেনী বিন্যাস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
জনবল	৭৭	৬৭	১৫৮	৭৯	৩৮১

অফিস ভিত্তিক ও নবসৃষ্ট জনবলের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপ:

শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও অভ্যন্তরীণ জাহাজ পরিদর্শনালয়	২০	১৬	৭৩	৩৭	১৪৬
নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম	৬	১	২৩	১৭	৪৭
সরকারী সমুদ্র পরিবহন অফিস, চট্টগ্রাম	২	২	২১	৭	৩২
অস্থায়ী ভিত্তিতে নবসৃষ্ট জনবল	৪৯	৪৮	৪১	১৮	১৫৬

১৯৭৬ সনে নৌপরিবহন অধিদপ্তর সৃষ্টি এবং প্রশাসনিক পুন:বিন্যাস সংক্রান্ত এনাম কমিটির রিপোর্টের পর অধিদপ্তরের জনবল তেমন বৃদ্ধি করা হয়নি। তবে বর্তমান সময়ে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকান্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীমাতৃক ও সমুদ্র উপকূলবর্তী বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টর অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ সেক্টরটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং দেশের অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন ব্যবস্থা বিবেচনাপূর্বক নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ১৫৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়। সৃষ্টিকৃত উক্ত জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হলে তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর ফলে অভ্যন্তরীণ নৌ-দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। ফলে জনসাধারণের জানমাল রক্ষাসহ আইনের আওতাবহির্ভূত নৌযানসমূহকে আইনের আওতায় আনয়নের ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। কারিগরী জনবল বৃদ্ধির ফলে প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী জাহাজে বাংলাদেশী মেরিন অফিসার ও নাবিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। ফলে একদিকে যেমন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। যা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে।

নবসৃষ্ট পদ হতে ইতোমধ্যে ২০জন ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২১টি পদে কর্মচারী নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। নবসৃষ্ট পদের যে সমস্ত পদের নিয়োগবিধি নেই, উক্ত পদসমূহের জন্য এবং অধিদপ্তরের বিদ্যমান নিয়োগবিধি হালনাগাদ করে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি বর্তমানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি অনুমোদিত হলে নতুন পদসমূহে নিয়োগ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বাংলাদেশের সরকারী/বেসরকারী মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন-লাইন মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। বেসরকারী মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট সমূহে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার অন-লাইনে প্রদান করা হচ্ছে এবং সকল ধরণের মেরিটাইম সনদ জারির জন্য অনলাইন সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশী জাহাজে নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নাবিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বাংলাদেশী সীফেয়ারারদের দেশে ও বিদেশে চাকুরীর বাজার ধরে রাখার জন্য Online Appointment System Software for Exam এবং Standard Operation Procedure (SoP) প্রস্তুত করা হয়েছে;
- সীফেয়ারারদের সমুদ্রগামী জাহাজে যোগদানের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত বেসরকারি অথবা বিদেশী পাসর্পোটধারীদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানসমূহে কোভিড-১৯ পরীক্ষা গ্রহন ও সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- বাংলাদেশী সীফেয়ারারদের চাকুরীর বাজার বজায় রাখার স্বার্থে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য Standard Operation Procedure (SoP) প্রস্তুত করা হয়েছে;
- বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিকদের Certificates of Competency (CoC) and Certificates of Proficiency (CoP), Medical certificate, Continues Discharge Certificate (CDC) এবং জাহাজের Extension of mandatory surveys, audits and expiry of statutory certificates, Extension of Seafarers Employment Agreements (SEA), Minimum Safe Manning Document (MSMD) I Port State Control বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান পূর্বক সার্কুলার দেয়া হয়েছে;

- এসটিসিডব্লিউ কনভেনশন অনুসারে বাংলাদেশে পরিচালিত সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি (সিওসি) স্বীকৃতির বিষয়ে ডেনমার্ক, পালাও, বেলজিয়ামের সাথে পারস্পরিক সমঝোতা স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- EGIMNS প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন ও কুতুবদিয়ার বাতিঘর সমূহ আধুনিকায়ন করে পুনঃনির্মাণ, কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশনসহ চর কুকরি মুকরি, দুবলারচর, নিঝুমদ্বীপ ও কুয়াকাটায় কোষ্টাল রেডিও ষ্টেশনসহ ৪টি নতুন বাতিঘর স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক অধিদপ্তরের সাথে সম্পর্কিত আইন সমূহ সংশোধন পূর্বক বাংলায় প্রণয়নের অংশ হিসাবে The Lighthouse Act,1927 সংশোধন পূর্বক বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০২০ চুড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌঅধ্যাদেশ ১৯৭৬ এবং মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ সংশোধন পূর্বক খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চুড়ান্ত অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর আওতায় বিধির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সরকারী/বেসরকারী মেরিটাইম প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত ক্যাডেট ভর্তি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে উপযুক্ত সফটওয়ার তৈরী করে ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহণ করা এবং উপযুক্ত প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

Establishment of GMDSS & Integrated Maritime Navigation System (EGIMNS) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. Turn-Key পদ্ধতিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত বাতিঘর সমূহ আধুনিকায়ন এবং নতুন বাতিঘর ও কোস্টাল রেডিও স্টেশন স্থাপন, ঢাকায় একটি Command & Control Centre (C&C) স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলসীমায় অবস্থানরত জাহাজের সাথে ২৪ ঘন্টা যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহ নৌ-নিরাপত্তা, Security ও Surveillance ব্যবস্থা প্রবর্তন;

২. নৌসহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও পরিচালনা করা;

৩. আন্তর্জাতিক কনভেনশনের চাহিদা পূরণ;

৪. আধুনিক Navigational সহায়তা ও Vessel Traffic ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নৌ-নিরাপত্তা প্রসারিত করা;

৫. Maritime Search & Rescue কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন এবং

৬. সরকারের Digital Bangladesh গড়ায় সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

EGIMNS প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণ

- প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (ডিপিপি): ৬৭৯৪৯.২৮ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪৯০৪৭.৪৭ লক্ষ টাকা, ডিপিএ-২৮৯০১.৮১ লক্ষ টাকা)।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ: ১৮৮০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮৮০০.০০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ-১০০০০.০০ লক্ষ টাকা)।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ: ১৮৭৮২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-১২০০০.০০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ-৬৭৮২.০০)।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন ২০২৩ মাসের অগ্রগতি: ৩৬৪০.৭৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-২৮৮৮.১৩ লক্ষ টাকা, ডিপিএ-৭৫২.৬৪ লক্ষ টাকা)।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: ৮৭৪১.৩২ লক্ষ টাকা (জিওবি-৫৯৪৩.৮০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ-২৭৯৭.৫২ লক্ষ টাকা)।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি: ১৩২১৯.৯৬ লক্ষ টাকা (জিওবি-১০৪২২.৪৪ লক্ষ টাকা, ডিপিএ-২৭৯৭.৫২ লক্ষ টাকা)।
- ডিপিএ জুন ২০২৩ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয়: ১৬৩১১.৯৮ লক্ষ টাকা।
- জুন ২০২৩ পর্যন্ত সংযোজনীয় অগ্রগতি: ৪২০৬৫.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-২৫৭৫৩.১৭ লক্ষ টাকা, ডিপিএ-১৬৩১১.৯৮ লক্ষ টাকা) এবং ভৌত অগ্রগতি ৬১.৪০%।
- প্রস্তাবিত এডিপি ২০২২-২৩: ২৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৫৫০০০.০০ লক্ষ টাকা, ডিপিএ-৮৬০০.০০ লক্ষ টাকা)।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- নতুন জনবলের পদ সৃষ্টি, নতুন জনবল নিয়োগ এর ফলে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আরও গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। সেইসাথে ঘরে ঘরে একজন করে চাকুরীর সংস্থান করা সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে;
- অধিদপ্তরের মাধ্যমে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর মনিটরিংয়ের আওতায় আনার ফলে বাংলাদেশের নাবিকদের মান বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে বাংলাদেশে পরিচালিত মেরিটাইম প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন কার্যক্রম আন্তর্জাতিকভাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে;
- নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন কার্যক্রমে সকল ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় এই ক্ষেত্রে সরকারী সেবা প্রদান স্বচ্ছ ও সহজতর হয়েছে;
- বাংলাদেশী সীফেয়ারারদের দেশে ও বিদেশে চাকুরীর বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ডেনমার্ক, পালাও, বেলজিয়ামের সাথে পারস্পরিক সমঝোতা স্বাক্ষরের ফলে ওই সকল দেশের জাহাজে বাংলাদেশী নাবিকদের নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে;
- বর্তমান লাইট হাউজ আধুনিকায়ন এবং নতুন লাইট হাউজ স্থাপনের ফলে উপকূলে নৌচলাচলে নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ অবৈধ নৌযান চলাচল রোধ করা সম্ভব হবে;
- আইন সমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন ও বাংলায় প্রবর্তন করায় জনগণের নিকট এগুলোর সহজবোধ্য হয়েছে, সেই সাথে এই সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে; আইন সংশোধনের ফলে নৌবানিজ্য প্রসারিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(অর্থ বিভাগের জন্য)

কোটি টাকায়

		২০২১-২২		২০২০-২১		হ্রাস (-)/ বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৪৭.৭৫৪৩	৪৯.৯৪১৩	৪১.৩৩২৮	৩৯.৬২৪১	+৬.৪২১৬	+১০.৩১৭২
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাবে		-	-	-	-	-	-

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

পটভূমি

১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০নং আদেশ বলে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় (বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ সালের ১০ নং আইনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা হয়েছে)। এ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার মূখ্য উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক নৌ-পথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান করা এবং বাংলাদেশের আমদানী ও রপ্তানী পণ্য নিজস্ব জাহাজ বহর দ্বারা পরিবহন করা। তাই স্বাধীন বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী নৌ-বাণিজ্যের সহায়ক পরিবহন নেটওয়ার্ক এর ভিত গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে সরাসরি তাঁর অধীনে রাখেন। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভের মাত্র ০৪ মাসের মধ্যেই জাহাজ সমৃদ্ধ ০১টি শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লিখিত পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় বিএসসি প্রতিষ্ঠার মাত্র ২৯ মাস অর্থাৎ নভেম্বর ১৯৭৪ এর মধ্যে ১৪টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগৃহীত হয়। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ যাবত সর্বমোট ৪৪টি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভিশন | জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে এ অঞ্চলে মূখ্য শিপিং কোম্পানীতে উন্নীত হওয়া এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

মিশন | আন্তর্জাতিক নৌ-পথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান করাসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকল প্রকার কার্য সম্পাদন করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

প্রধান কার্যাবলি

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ অনুযায়ী সংস্থার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

১) কর্পোরেশনের কার্যাবলি হইবে আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ নৌবাণিজ্য সেবা প্রদান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক লেনদেন বৃদ্ধি করা এবং ইহা ব্যতীত সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে কোনো প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ এই সংস্থায় অর্পণ করা হইলে তাহা গ্রহণ ও পরিচালনা করা।

২) উপ-ধারা (১) এর বিধানের প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে কোনোরূপ ব্যত্যয় না ঘটাইয়া কর্পোরেশন বিশেষভাবে নিম্নরূপ ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে, যথা:-

ক) জাহাজ অথবা নৌযান অর্জন করা, ভাড়া করা, ভাড়া দেওয়া, দখলে রাখা বা হস্তান্তর করা;

খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে কর্পোরেশনের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়িক লেনদেনসহ যে কোনো কার্যে নিয়োজিত হওয়া বা কার্যক্রমের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা অথবা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হওয়া;

গ) জাহাজ, নৌযান ও অনুরূপ অন্যান্য যান মেরামত, নির্মাণ, পুনঃসচল বা সংযোজন করা;

ঘ) জাহাজ, নৌযান ও অনুরূপ অন্যান্য যানের যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ উপযোজন এবং যন্ত্রাদি সংযোজন, তৈরি, এবং পুনঃসচলের জন্য মেরামতের কার্য করা;

ঙ) শিপিং সংশ্লিষ্ট বা ইহার সহযোগী কার্যক্ষেত্রে সম্ভাব্য নিয়োগপ্রার্থী অথবা নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণের নিমিত্ত কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

চ) যে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও দখলে রাখা বা হস্তান্তর করাঃ তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করা যাইবে না;

ছ) জাহাজ বা নৌযান মেরামতের জন্য নিজস্ব ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে নিজস্ব জাহাজ এবং প্রয়োজনে দেশি অন্য কোনো জাহাজ বা বিদেশি জাহাজ মেরামত করা;

জ) নিজস্ব বা যৌথ উদ্যোগ অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনায় জাহাজ, জলযান অথবা নৌযান অর্জন এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট যে কোনো ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করা;

ঝ) দেশের ও বিদেশের বন্দরসমূহে শিপিং এজেন্ট নিয়োগ করা;

ঞ) কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশে ও বিদেশে ব্যাংক হিসাব খোলা এবং পরিচালনা করা;

ট) (ক) হইতে (ঞ) পর্যন্ত দফাসমূহে বর্ণিত কার্যাবলির সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা; এবং

ঠ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অর্পিত অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন করা।

সংস্থার বর্তমান সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নরূপ

- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিদেশ হতে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল পরিবহন করা।
- সরকারের আমদানিতব্য সার পরিবহন করা।

উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

সংস্থার উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ নিম্নরূপ:

- জাহাজ ব্যবসার মাধ্যমে আমদানী ও রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক মুনাফা অর্জনসহ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা;
- নারী পুরুষ সমান সুযোগ নিশ্চিত করে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা;

- মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ লোকবল সৃষ্টি করা;
- খাদ্যশস্য পরিবহন ও লাইটারেজ এর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তায় অংশগ্রহণ;
- জ্বালানী পণ্য আমদানী ও পরিবহনের মাধ্যমে জ্বালানী নিরাপত্তায় অংশগ্রহণ;
- জাতীয় উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় প্রয়োজনে শিপিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

এছাড়াও অন্যান্য কর্মকান্ড নিম্নরূপঃ

ক) **মানব সম্পদ উন্নয়নঃ** বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসির) কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজম্যান্ট (বিয়াম), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া, কর্পোরেশনের ছয়জন কর্মকর্তা World Maritime University (WMU) সুইডেন, মালমো হতে ১৪ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহন করে দেশে ফিরেছেন। এ বছর ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের জন্য সুইডেন অবস্থান করছেন।

খ) **নারীর ক্ষমতায়নঃ** জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাহাজে নারী ক্যাডেট নিয়োগ করা প্রদান হয়েছে। সরকারি নির্দেশমতে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চত করা হচ্ছে। এছাড়া, নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কোটায় কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

গ) **পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রমঃ** বিএসসির জাহাজ যেন সমুদ্র এবং কর্ণফুলী নদীর পানিকে দূষিত করতে না পারে সে জন্য আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সকল আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপের বর্জ্য যাতে নদীর পানিকে দূষিত করতে না পারে সে জন্য ওয়ার্কশপ কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) **দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমঃ** বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসহ জ্বালানি, সার ও খাদ্যশস্য পরিবহন ছাড়াও বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। প্রচুর লোকবল শিপিং ব্যবসা, জাহাজ চালান, মেরামত রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। কাজেই কর্পোরেশন দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঙ) **তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম**

- সংস্থার কর্মকান্ড ও তথ্যাদি একটি ডাইনামিক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজী দুইভার্সনে জনসম্মূখে প্রকাশ করা হচ্ছে। নিজস্ব ডোমেইন এর মাধ্যমে মেইল বার্তা আদান প্রদান করা হচ্ছে, যাতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্পোরেশনের তথ্যগত নিরাপত্তা ও পরিচিতি নিশ্চিত করা যায়।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার ব্যবহারে আগ্রহী করে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সংস্থার সকল কর্মকর্তাদের ডেস্কে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার পর্যায়ক্রমে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সংস্থার কর্মকান্ডে কম্পিউটার বেইজড অফিস ব্যবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Enterprise Resource Planning (ERP) সফটওয়্যার স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- দাপ্তরিক কাজে ওয়েব বেইজ ই-নথি সিষ্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে।

চ) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম:** দুর্যোগকালীন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজসমূহ নিরাপদে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম/ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এছাড়া, দুর্যোগ পরবর্তী বিদেশ থেকে খাদ্য ত্রাণ সামগ্রী আনয়নের ক্ষেত্রেও বিএসসি'র জাহাজসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিএসসি'র জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
অনুমোদিত পদ	২১৭	১৭১	৮৫৬	২৭৭	১৫২১
কর্মরত পদ	৬২	১৭	১১৮	৩৪	২৩১
শূন্য পদ	১৫৫	১৫৪	৭৩৮	২৪৩	১২৯০

চলমান পরিকল্পনা

চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় "জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড ওয়েল মাদার ট্যাংকার এবং ০২টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮-০৪-২০২৩খ্রি: তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬২০.৭৭০৬/- কোটি (দুই হাজার ছয়শত বিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ ছয় হাজার) টাকা [প্রকল্প সাহায্য ২৪৮৬.৩০৮৮/- কোটি (দুই হাজার চারশত ছিয়াশি কোটি ত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা এবং বিএসসি'র নিজস্ব অর্থ ১৩৪.৪৬১৮/- কোটি (একশত চৌত্রিশ কোটি ছিচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার) টাকা] এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৪টি জাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে সিসিজিপি'র সুপারিশ গত ১৭-০৭-২০২২৩ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বর্ণিত জাহাজসমূহের জন্য জাহাজ নির্মাণ ও ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ৪টি জাহাজ (০২টি ক্রুড ওয়েল মাদার ট্যাংকার প্রতিটি ১১৪,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন এবং ০২টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার প্রতিটি ৮০,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন) নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টাপ্ল্যান, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি, সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) এবং সামুদ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে বর্তমান বাণিজ্যিক চাহিদাকে বিবেচনা নিয়ে বিএসসি'র জন্য বিভিন্ন ধরণ ও ধারণক্ষমতাসম্পন্ন বেশ কিছু সংখ্যক জাহাজ অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সামুদ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিএসসি'র জাহাজ অর্জন পরিকল্পনায় বিভিন্ন আকার ও ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ সংগ্রহের কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অধিকন্তু দেশের মোট আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারী খাতে পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়িক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএসসি'র নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ঃ-

১) জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড ওয়েল (প্রতিটি ১১৪,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন) মাদার ট্যাংকার এবং ০২টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার (প্রতিটি ৮০,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন)জাহাজ সংগ্রহ।

২) জি টু জি ভিত্তিতে ২টি নতুন প্রতিটি কমপক্ষে ৮০,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন মাদার প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার ক্রয়।

৩) ০৬ (ছয়)টি নতুন প্রতিটি ২,৫০০-৩,০০০ টিউজ সম্পন্ন সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ অর্জন/ক্রয় সংক্রান্ত পৃথক ২টি প্রকল্প।

৪) জিটুজি ভিত্তিতে ০৬ (ছয়) টি নতুন জাহাজ ক্রয় ৩ (তিন) টি ক্যামিক্যেল/প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার প্রতিটি ৪০,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন এবং ৩ (তিন) টি বাল্ক ক্যারিয়ার প্রতিটি ৫০,০০০-৫৫,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন

৫) ১০টি নতুন প্রতিটি ১০,০০০-১৫,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন বাল্ক ক্যারিয়ার ক্রয়।

৬) ২টি নতুন প্রতিটি প্রায় ১৪০,০০০ সিবিএম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এলএনজি ক্যারিয়ার ক্রয়।

৭) ২টি নতুন প্রতিটি প্রায় ১৭৪,০০০ সিবিএম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এলএনজি ক্যারিয়ার ক্রয়।

৮) ২টি নতুন প্রতিটি প্রায় ১৮০,০০০ সিবিএম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এলএনজি ক্যারিয়ার ক্রয়।

বিএসসি প্রধান কার্যালয়

বিএসসি প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামের সল্টগোলা, বন্দর এলাকায় ১.৪৯ একর জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত জমিতে নির্মিত ৪ তলা ভবনের ২টি ফ্লোর বিএসসির কার্যালয় এবং ২টি ফ্লোর বিপিসি, অগ্রণী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ১.২৪ একর জায়গায় বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপ এবং ১ একর জায়গায় প্রেইন কনভেয়র ওয়ার্কশপ স্থাপনের মাধ্যমে সংস্থার নিজস্ব জাহাজ বহরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মেরামত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিএসসি'র কৈবল্যধামাস্থ জমি

বিএসসি'র চট্টগ্রামস্থ কৈবল্যধামের ১২.৭৭ একর জায়গার সীমানা নির্ধারণ করে উক্ত জায়গার নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য একটি আনসার ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত জায়গায় বিএসসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণসহ জায়গাটি পিপিপি মডেলের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে।

বিএসসি'র খুলনাস্থ জমি

কেডিএ এভিনিউ (১১.৭৩কাঠা) এবং বয়রাস্থ আবাসিক এলাকায় (৪০কাঠা) বিএসসির নিজস্ব জায়গায় দুইটি অত্যাধুনিক ও নান্দনিক স্থাপনা নির্মাণ করার জন্য ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত জায়গাসমূহে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা রয়েছে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

পটভূমি

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখ হতে কার্যক্রম শুরু করেছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

ভিশন | দখল ও দূষণমুক্ত স্বাভাবিক প্রবহমান নদী।

মিশন | নদীর দখল ও দূষণরোধসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

সংস্থার প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ করা;
- নদী অবৈধ দখলমুক্ত এবং পুনঃদখল রোধ করার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
- নদী এবং নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
- নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
- বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খননের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
- নদী সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়নকরণে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
- নদী উন্নয়ণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নিকট যেকোন সুপারিশ করা;
- নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা;
- নদী রক্ষাকল্পে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান করা;
- নদী রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

- নিয়মিত পরিদর্শন এবং নদী রক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণক্রমে সুপারিশ প্রদান করা;
- নদী রক্ষা সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ পর্যালোচনাক্রমে ও প্রয়োজনবোধে উক্ত আইন ও নীতিমালা সংশোধনের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা; এবং
- দেশের খাল, জলাশয় এবং সমুদ্র-উপকূল দখল ও দূষণমুক্ত রাখার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করা।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

ক্যাটাগরী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
১ম শ্রেণি	১৮	১৩	৫	কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো সংযুক্ত করা হলো
২য় শ্রেণি	৪	২	২	
৩য় শ্রেণি	১০	৭	৩	
৪র্থ শ্রেণি (আউটসোর্সিং)	১৬	১৪	২	

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সারা দেশের সকল জেলার জলমহাল ও বালু মহালের ডাটা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- দেশের নদী-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও জলাশয়ের নাব্যতা রক্ষার্থে কচুরিপানা বিষয়ক তথ্যাদি জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার মাধ্যমে সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- দেশের নদী-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও জলাশয়ের দূষণকারীদের তালিকা পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। যা যাচাই-বাছাই শেষে প্রকাশ করা হবে।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০০৯-২০২৩)

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অনুকূলে ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১, ২০২১-২০২২, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট, সংশোধিত বরাদ্দ, উত্তোলনকৃত অর্থ, ব্যয়, অবশিষ্ট অর্থের তথ্যাবলি:

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে দেশের নদ-নদী ও জলাশয়সমূহের অবৈধ দখলদার চিহ্নিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বঙ্গবন্ধু নদী রিসোর্স সেন্টার ও তথ্য ভান্ডার' সৃষ্টির জন্য একটি উচ্চ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশের বেশীরভাগ নদ-নদী যেহেতু দখল ও দূষণের শিকার, তাই এ বিষয়ে কার্যকর ও যুগোপযোগি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Odum School of Ecology এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, Odum School of Ecology নদী বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে সুপরিচিত।
- নদীর দূষণ দূরীকরণের টেকনোলজি, ইকোলজি, জীববৈচিত্র, নাব্যতা, হাইড্রোলজি সম্পর্কিত গবেষণা প্রয়োজন। এজন্য দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিশন সমঝোতা স্মারক করতে পারে। ইতোমধ্যে বুয়েটের পুরকৌশল ও পরিবেশ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ঢাকার খালের পানি পরিশোধনের টেকনোলজিক্যাল মডেল তৈরীর জন্য কয়েক দফা বৈঠক ও মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়ার রিভার বেসিন সেন্টারের সাথে নদীর ইকোলজি ও জীববৈচিত্র সংক্রান্ত গবেষণা ও কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা হচ্ছে। মেকং রিভার কমিশন ও রাইন রিভার কমিশনের সাথে সিস্টার রিভার প্রোগ্রাম কর্মসূচি হাতে নেয়া যেতে পারে।
- নদ-নদী রক্ষার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা।
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন।
- দেশের সকল নদ-নদীর তথ্যভান্ডার সৃজন।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ২০২২ সালে ৪৬টি জেলার জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ৭৭২৫ জন অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছে।
- মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রেরিত বেশ কিছু মামলার রায়, সরেজমিন তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ন্যায়সংগত ও সর্বোচ্চ সক্ষমতার সঙ্গে সমাধান করছে।
- কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক চাঁদপুর জেলার পদ্মা-মেঘনা নদীর ইলিশের অভয়াশ্রম ও বালু মহাল ব্যতিত অন্যত্র মৌজা থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছে। ফলে শীত মৌসুমেও ইলিশ মাছসহ অন্যান্য মাছ পাওয়া যাচ্ছে।
- নদী ও সম্পদ রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে দেশের সকল বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ বিষয়ে সেমিনার, মতবিনিময় সভা, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া, ফেইসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে প্রচারের কাজ চলছে।
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক গৃহীত দেশের ৪৮টি নদীর সমীক্ষা ও ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে খুলনা জেলাধীন দাকোপ উপজেলার বানিশান্তা ইউনিয়নের বানিশান্তা খালের ৪.৭ কিলোমিটার পুনঃখননের কার্যক্রম পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ঝালকাঠি জেলাধীন কাঠালিয়া উপজেলার পাটিখালঘাটা ইউনিয়নে সরকারী খালের উপর অবৈধ দখল উচ্ছেদপূর্বক ১.২ কিলোমিটার খালের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- কমিশন সাভার/রূপগঞ্জ/কেরানীগঞ্জ/গাজীপুর সদর উপজেলা পরিদর্শন করেছে ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নিয়ে উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সাথে সভা করেছে। বুড়িগঙ্গা/তুরাগ/বালু/শীতলক্ষ্যা নদী ও সংযুক্ত খাল বেশ কয়েকবার পরিদর্শন করেছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকগণকে দখল ও দূষণরোধে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ গার্লস গাইড এবং রোভার স্কাউটকে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
- কমিশনের উদ্যোগে দেশের নদ-নদীর প্রায়োগিক সংজ্ঞা প্রস্তুত করা হয়েছে।
- দেশের নদ-নদীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই দেশের নদ-নদীর পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হবে।

- লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় ২৬ জন নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে ০.১৩৫৯ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে। কর্ণফুলি নদী ও কাপ্তাই হ্রদ থেকে ৩ জন অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।
- রংপুর জেলাধীন বদরগঞ্জ উপজেলার টিকলী নদীর পাড় থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটা বন্ধের বিষয়ে জেলা প্রশাসন একটি মামলা দায়ের করেন।
- রংপুর জেলাধীন গঙ্গাচড়া উপজেলায় তিস্তা নদীর উপর অবৈধভাবে দখলকৃত ভাসমান রেস্তোরাঁটি কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক উচ্ছেদ করা হয়েছে।
- কুড়িগ্রাম জেলাধীন রাজারহাট উপজেলার চাকিরপশা বিল (বদ্ধ) জলমহাল ইজারা প্রদান কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।
- কুড়িগ্রাম জেলাধীন রৌমারী উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের উপর অবৈধভাবে সড়ক নির্মাণ বন্ধ করে নদীর জমি উদ্ধার এবং অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছে।
- গাইবান্ধা জেলায় অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বালু উত্তোলনের যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়েছে ।
- কমিশনের পত্রের ভিত্তিতে নীলফামারী জেলাধীন সৈয়দপুর উপজেলার পঁচানালা খালটি পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- পঞ্চগড়ের তীরনই নদীর সীমানা হতে ৩২টি অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছে, মহানন্দা নদীর সীমানা হতে ১৮টি অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছে, করতোয়া নদীর সীমানা হতে ১৬টি অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছে।

- পঞ্চগড় জেলার নদ নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ২,৯৫,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
- নেত্রকোণা সদর এর মগড়া নদীর সীমানা সি এস ম্যাপ অনুযায়ী নির্ধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- হবিগঞ্জের মাছুলিয়া ব্রীজের তলদেশ হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছে।
- মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলায় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে প্রেরিত আবেদনের ভিত্তিতে মানিকগঞ্জে ধলেশ্বরী নদী হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।
- ফরিদপুরের জেলার সদর উপজেলার ১১৫ নং চরপশ্চিম টেপাখোলা মৌজায় দীর্ঘদিন অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর কমিশনের চিঠির প্রেক্ষিতে ময়মসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার কাঁচামাটিয়া নদী দূষণকারী ৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আইনের আওতায় আনে।
- বাগেরহাট জেলায় হোজ্জির নদীতে বাঁধাদানকারী বাঁধ অপসারনপূর্বক খালের প্রবাহ পুনরুদ্ধারপূর্বক পানি প্রবাহে বাঁধাদানকারী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।
- কুষ্টিয়া জেলাধীন কালীগঙ্গা ও ডাকুয়া নদীর উপর এলজিইডি কর্তৃক সল্প দৈর্ঘ্যের নির্মিত ৯টি ব্রিজের মধ্যে ৩টি ব্রিজের নকশা সংশোধন করা হয়েছে এবং বাকি ৬টি ব্রিজের নকশা সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।
- যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার টেকা নদীর পানি প্রবাহের বাধাদানকারী বাঁধ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক অপসারণ করা হয়েছে।
- বরিশাল জেলাধীন নদ-নদীর ১৭০৬ জন অবৈধ দখলদারের মধ্যে ৪৩৬ জন অবৈধ দখলদার কে উচ্ছেদ করা হয়েছে। উচ্ছেদকৃত জমির পরিমাণ ৮.২৭ একর।
- পিরোজপুর জেলাধীন নেছারাবাদ উপজেলার সরকারি খালের পানি প্রবাহে বাঁধাদানকারী বাঁধ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অপসারণ করা হয়েছে।
- পিরোজপুর জেলাধীন সদর উপজেলার ভাড়ানী খাল হতে ১০৯টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।
- ঝালকাঠি পৌরসভা কমিশনের অনুরোধে ঝালকাঠি জেলার সুগন্ধা নদীতে ময়লা আবর্জনা ফেলা বন্ধ করেছে।
- ঝালাকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলার পাটিখালঘাটা ইউনিয়নে অবৈধভাবে দখলকৃত খালের অবৈধদখলদারকে উচ্ছেদ করে ১.২০০ কিমি খাল খনন করা হয়েছে।
- পটুয়াখালী জেলাধীন বাউফল, রাঙ্গাবালী, গলাচিপা, কলাপাড়া ও দশমিনা উপজেলায় বিভিন্ন খালের পানি প্রবাহে বাঁধাদানকারী ব্যক্তিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং বাঁধাদানকারী বাঁধ অপসারণপূর্বক পানি প্রবাহ সচল করা হয়েছে।
- কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক সংগৃহীত দূষণকারীর তালিকা অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগর ২৭৯ জনকে, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় হতে ১৪ জনকে, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় হতে ৩৩ জনকে জরিমানা ও দন্ড প্রদান করা হয়।
- সারাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের দূষণকারীদের তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিশনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে প্রায় ৫৩টি জেলা প্রশাসকের নিকট হতে দূষণকারীদের তালিকা পাওয়া গিয়েছে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় কার্যালয় হতে দূষণকারীদের তালিকা পাওয়া গিয়েছে। তদনুযায়ী দূষণ বন্ধে কি অগ্রগতি হয়েছে তা জানতে পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল আঞ্চলিক পরিচালককে পত্র দেয়া হয়েছে।

- কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগর ২৭৯ জনকে, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় হতে ১৪ জনকে, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় হতে ৩৩ জনকে জরিমানা ও দন্ড প্রদান করা হয়।
- নড়াইল জেলাধীন নবগঙ্গা নদীর হতে মোট ৩৮০ জন অবৈধদখলদার ও ১০৭২টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

- সারাদেশের ৯০০ (কম-বেশি) নদী, খাল-বিল, জলাশয়, জলাধার হাওর, বাওড় প্রভৃতির অবৈধ দখল ও দূষণমুক্ত রাখতে সহায়তা করা।
- নদ-নদীর দিয়ারা জরীপ সম্পন্ন করা এবং সমন্বিত প্রযুক্তি RS, GIS, GPS, Real Time Database Time series/Historical & Geo-Technical সমীক্ষা করে সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং উচ্ছেদ ও উদ্ধার এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।
- নদীর অবৈধ দখল ও পুনর্দখল রোধ, নদ-নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, নদীর পানি ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ প্রতিরোধ সম্পর্কিত কার্যাবলি।
- নদ-নদী, খাল, বিল হাওর ও জলাশয় রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধন।
- নদীর অবৈধ দখল, দূষণ ও ভরাট দূরীকরনে ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা/উপজেলা প্রশাসন, জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিআইডব্লিউটিএ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের জন্য একটি নদী রক্ষা ম্যানুয়াল তৈরী করা প্রয়োজন।
- বাংলাদেশের নদীগুলির তথ্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সরকারি/বেসরকারি দপ্তর ও ব্যক্তির কাছে এসব তথ্য সহজলভ্য নয়। ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় এসব তথ্য সবার কাছে সহজলভ্য হলে অনেক সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করা সম্ভব। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তত্ত্বাবধানে একটি বিশ্বমানের নদী তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পর্যাপ্ত বরাদ্দের প্রয়োজন।

সম্ভাবনা

- দেশের সকল নদ-নদীর অবৈধ দখল, দূষণমুক্ত ও নাব্যতা যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারলে দেশের কৃষি, মৎস্য এবং সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রাখবে;
- নদী রক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রমের ফলে দেশের সকল নদ-নদীর রক্ষায় আপামর জনসাধারণের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে;
- দেশের সকল নদ-নদীর তথ্যভান্ডার সৃজন।

সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে রিয়েল টাইম দেশের নদ-নদী ও জলাশয়সমূহের অবৈধ দখলদার চিহ্নিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ঢাকার চারপাশের নদ-নদী দূষণরোধে খালসমূহে STP সংস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

- নদ-নদী ও খালের দূষণরোধে স্কাউটস ও গার্ল গাইডের মাধ্যমে জনসচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বালু নদীর পানি নিয়মিত পরীক্ষা করে নদীর দূষণ পরিস্থিতি মনিটর করার জন্য Independent University Bangladesh (IUB) এর সাথে একটি MOU প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাইলট ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কার্যাবলি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছবির ক্যাপশনসহ নিম্নে দেয়া হলো

"দূষণে বিপর্যস্ত ঢাকার নদ-নদী: সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের উপর বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা কর্তৃক সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট ও বিভিন্ন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণে জাতীয় গাইডলাইন তৈরি বিষয়ক কর্মশালা গত ২২ জুন ২০২৩ তারিখ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁদপুর জেলায় পদ্মা-মেঘনা নদী অংশে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন বন্ধকরণ এবং কমিশন চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন

কল্যাণপুর খাল ও তুরাগ নদীর সংযোগস্থল কমিশন চেয়ারম্যান কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন

কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ গত ৫ ও ৬ মার্চ ২০২৩ চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীসহ অন্যান্য নদ-নদী ও বন্দর পরিদর্শনকালীন।

গত ৫ মার্চ ২০২৩ চট্টগ্রাম জেলা নদী রক্ষা কমিটির বিশেষ সভায় কমিশন চেয়ারম্যানের অংশগ্রহণ।

গত ২ মার্চ ২০২৩ খুলনা জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় কমিশন চেয়ারম্যান মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

নদ-নদীর অবৈধ দখল, দূষণ ও নাব্যতা রক্ষায় নৌ-পুলিশ ও শিল্প -পুলিশের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালা গত ১৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

কমিশনের চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্যারামাউন্ট টেক্সটাইলের ইটিপি পরিদর্শন

গাজীপুর জেলার লবনদহ নদীর গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি এলাকায় মুখ্য কমিশন কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন

নাবিক ও প্রবাসী কল্যাণ পরিদপ্তর

পটভূমি

১৯৩৬ সনে ILO এর ৪৮নং নাবিক কল্যাণ সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃটিশ শাসনামলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী জনগোষ্ঠীর কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৭১ইং সনের ১ অক্টোবর ০৩(তিন) টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে (a) Directorate of Seamen's Welfare, (b) Protectorate of Emigrants, and (c) National Employment Bureau কে একত্রিত করে Directorate of Seamen & Emigration Welfare "নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর" নাম করণ করা হয়। সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের কল্যাণকল্পে তথা আন্তর্জাতিক নৌ অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রয়াসে ১৯৮৯ সনে পরিদপ্তরটিকে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়াধীন করা হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আদেশে পরিদপ্তরটিকে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও সেবার মান উন্নয়নে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি পৃথক রেগুলেটরী সংস্থা হিসাবে ২০১৯ সনে পরিদপ্তরটিকে সরাসরি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়াধীন করা হয়।

ভিশন

সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের কল্যাণ সাধনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।

মিশন

সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মরত ও কর্মহীন নাবিকদের চাকরির ন্যায়ানুগ সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- নাবিকদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন, চিকিৎসা ও যাতায়াত সুবিধা প্রদান;
- নাবিক কল্যাণ তহবিল হতে দুস্থ ও অসুস্থ নাবিকদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা প্রদান;

- সীম্যান্স এডুকেশন ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় নাবিক সন্তানদের এককালীন শিক্ষা অনুদান/বৃত্তি প্রদান;
- লেভী তহবিল বিধিমালা অনুযায়ী বন্দরে আগত জাহাজ হতে লেভী সংগ্রহ;
- নাবিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে নাবিক রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা;
- নাবিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, বকেয়া বেতন, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে জাহাজ পরিদর্শন এবং জাহাজে কর্মরত নাবিকের পরিবারকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

১৯৮৩ সনে সাংগঠনিক পুনঃবিন্যাস সংক্রান্ত কমিটি (এনাম কমিটি) এর সুপারিশ ও পুনঃবিন্যাসিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৪(চার) জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা (পরিচালক ১জন, উপপরিচালক ১জন, সহকারী পরিচালক ২জন, ১৬ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী, ২২ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সহকারে সর্বমোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর নাবিকদের যাবতীয় কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সাংগঠানিক কাঠামো

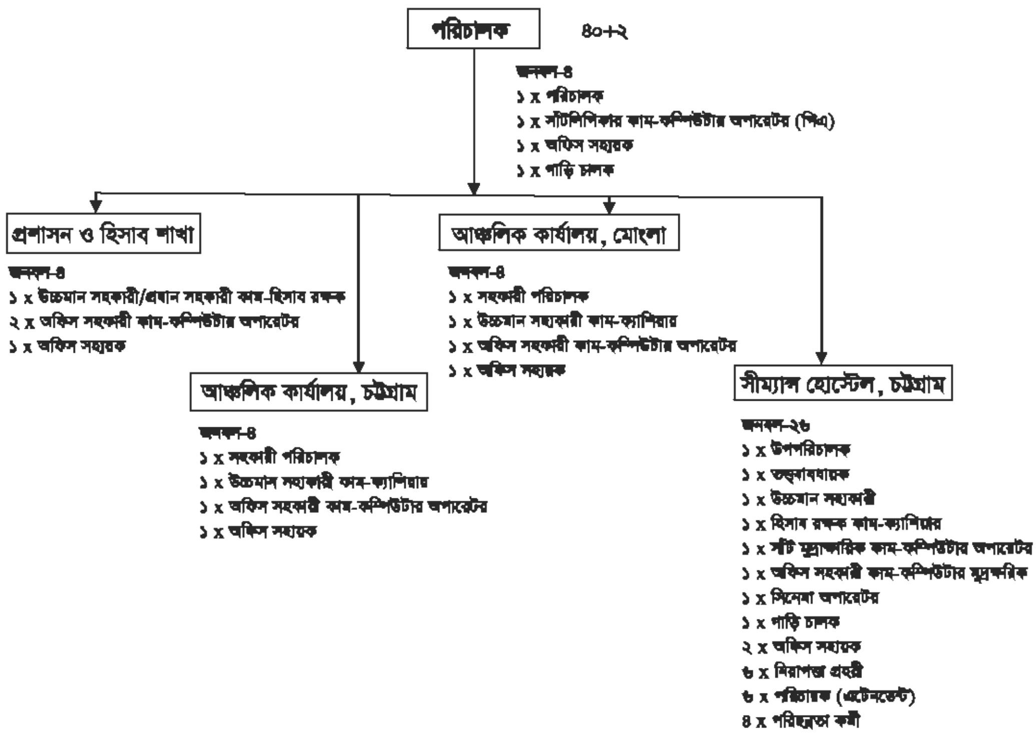

জনবলের সারসংক্ষেপ

ক্র/নং	পদের নাম	অনুমোদিত	প্রকৃত	সংশোধিত
	১ম শ্রেণী			
১.	পরিচালক	১	১	১
২.	উপপরিচালক	১	১	১
৩.	সহকারী পরিচালক	২	১	২
	১ম শ্রেণী মোট	৪	৩	৪
	৩য় শ্রেণী মোট	১৬	১৩	১৪+২
	৪র্থ শ্রেণী মোট	২২	২৩	২২
	সর্বমোট =	৪২	৩৯	৪০+২

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

নাবিকদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন ও অন্যান্য কল্যাণ মূলক কার্যক্রমে চিহ্নিত সমস্যা উত্তরণের লক্ষে মন্ত্রণালয়ের ২৫-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের অভ্যন্তরীন যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সীম্যান হোস্টেল চৌহদ্দির পূর্বাংশের খালি জায়গায় ইন্টারন্যাশনাল সীফ্যারার্স গ্রুপ-ইন সেন্টার ও সীম্যান হোস্টেল এর সমন্বয়ে ৬ (ছয়) তলা ভীত বিশিষ্ট ৪(চার) তলা "সীম্যান হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ৫৯১৪.১৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)- এর সভায় সদয় অনুমোদন হয়েছে। ইতিমধ্যে উক্ত প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও পূর্ত কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও একনেক সভায় অনুমোদিত 'সীম্যান হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন' নির্মাণের স্থাপত্য চিত্র

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২১-২০১২ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত):

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রম. নং	অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	রাজস্ব খাতের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়
১.	২০২১-২০২২	২,১৬,৩১	১,৭৬,৪১	২৩,০০	২২,৯৪
২.	২০২২-২০২৩	২,১৭,৭৮	১,৮৯,২২	১৬,০০	২১,৪৫

ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলা নাবিকদের কল্যাণ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে সীম্যান হোস্টেল চৌধুরীর পূর্বাংশের খালি জায়গায় ইন্টারন্যাশনাল সীফেয়ারার্স ড্রপ-ইন সেন্টার ও সীম্যান হোস্টেল এর সমন্বয়ে ৬(ছয়) তলা ভীত বিশিষ্ট ৪(চার) তলা সীম্যান হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা।

স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও একনেক সভায় অনুমোদিত 'সীম্যান হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন' নির্মাণের স্থাপত্য চিত্র

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

১। নাবিক সন্তানদের বার্ষিক শিক্ষাবৃত্তির আবেদন অনলাইন ভিত্তিক করণ।

২। দুস্থ, অসুস্থ ও মৃত নাবিক পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতায় চিকিৎসা, অক্ষমতা এবং মৃত নাবিকের দাফন-কাফন জনিত আর্থিক অনুদান এর আবেদন অনলাইন ভিত্তিক করণ।

৩। সীম্যান হোস্টেল, চট্টগ্রামে নাবিক, ক্যাডেট ও নৌ-কর্মকর্তাদের সাময়িক আবাসন/অবস্থান কক্ষে ভর্তি বিদায় কার্যক্রম ওয়েববেইজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইন করণ।

চ্যালেঞ্জসমূহ

সীম্যান্স হোস্টেলের মাধ্যমে নাবিকদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন ও অন্যান্য কল্যাণ মূলক সুবিধা প্রদান করা। উক্ত সীম্যান্স হোস্টেল ভবনটি অত্যন্ত পুরানো ও জরাজীর্ণ হওয়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ইতিমধ্যে হোস্টেলটি বসবাসের অনুপযোগি ঘোষনা করা হয়েছে এবং তদপ্রেক্ষিতে পার্শ্ববর্তী ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের শেখ কামাল কমপ্লেক্স এর ৪টি কক্ষে ৩০(ত্রিশ) জনের আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় নাবিকদের কল্যাণ কার্যক্রমের উন্নয়নকল্পে নতুন সীম্যান্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ অনস্বীকার্য। একনেক সভায় অনুমোদিত 'সীম্যান্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন'টির নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন এ পরিদপ্তরের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। অধিকন্তু নাবিক কল্যাণ কার্যক্রম সম্পাদন কল্পে আইন/বিধির আওতায় পরিদপ্তরটিকে যথাযথ ক্ষমতায়ন প্রয়োজন।

সম্ভাবনা

প্রস্তাবিত ৬-তলা ভীত বিশিষ্ট ৪-তলা সীম্যান্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের মাধ্যমে সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের উন্নতমানের আবাসন, বিনোদন ও অন্যান্য কল্যাণ মূলক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। নতুন সীম্যান্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবনটি নির্মিত হলে নারী নাবিকসহ সকল শ্রেণীর নাবিকদের সাময়িক আবাসন, বিনোদন ও অন্যান্য কল্যাণ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি রাজস্ব সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক নৌ-অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

সেবা সহজিকরনের লক্ষে স্টেকহোল্ডাদের সাথে মত বিনিময় সভা

সেবা সহজিকরণের লক্ষে স্টেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় সভা

মহান বিজয় দিবস অনুষ্ঠান উদযাপন

সীম্যান হোস্টেল ডিসপেনসারীতে নাবিকদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম

পটভূমি

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী বাংলাদেশের একটি সরকারি মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজের নটিক্যাল ক্যাডেট, ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেট, ডেক অফিসার এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এটি চট্টগ্রাম শহরের ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে জুলদিয়া এলাকায় কর্ণফুলী নদী এবং বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'মেরিন একাডেমী, বাংলাদেশ' তথা 'বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী' নামে একাডেমিটি চালু করেন; প্রথম বাঙ্গালী কমান্ড্যান্ট হিসাবে নিয়োগদেন মার্চেন্ট মেরিন ক্যাপ্টেন মরহুম লুৎফর রহমান-কে একাডেমীর উন্নয়নকল্পে গ্রহণ করেন 'ডেভেলপমেন্ট অব মেরিন একাডেমী ১৯৭৩-৮০' শীর্ষক প্রকল্প; যার মাধ্যমে একাডেমীর লক্ষণীয় উন্নতি সাধিত হয়। একই সময়ে বিশেষত বৃটিশ কারিগরী সহায়তায় আন্তর্জাতিক অবস্থানে উন্নীত হয় এই একাডেমী।

মেরিটাইম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠার পর হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা IMO 'STCW Convention' অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতভাবে দক্ষ, পরিবেশ সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত এবং চৌকস প্রায় পাঁচ হাজারেরও অধিক মেরিন ক্যাডেট প্রশিক্ষিত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই একাডেমি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Nautical Institute, London, Institute of Marine Engineering, Science and Technology, London (IMarEST) এবং UK Merchant Navy Training Board (MNTB) কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধুর স্পর্শ-ধন্য প্রতিষ্ঠানটি এখন পূর্ণগতিতে সম্মুখপানে অগ্রসরমান।

ভিশন

বিশ্ব মানের মেরিটাইম নেতৃত্ব তৈরী করা।

মিশন

উন্নত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ, মেধাবী এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম মানব বিশ্বমানের মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

প্রধান কার্যাবলী

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে আন্তর্জাতিক নৌ-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যথাঃ-

১) প্রি-সী (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং) প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

২) প্রি-সী (নটিক্যাল সায়েন্স) প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

৩) বি এম এস (অনার্স ইন নটিক্যাল সায়েন্স) প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

৪) বি এম এস (অনার্স ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং) প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

৫) প্রিপারেটরী কোর্স এবং এনসিলিয়ারী কোর্স।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে অনুমোদিত জনবল ২১৫ জন। তন্মধ্যে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ১৬৯ জন। বাকী ৪৬টি পদ শূন্য রয়েছে। শূন্যপদগুলোর মধ্যে ১ম শ্রেণির ৩০ জন, ২য় শ্রেণির ০৬ জন, ৩য় শ্রেণির ০৮ জন ও ৪র্থ শ্রেণির ০২ জন।

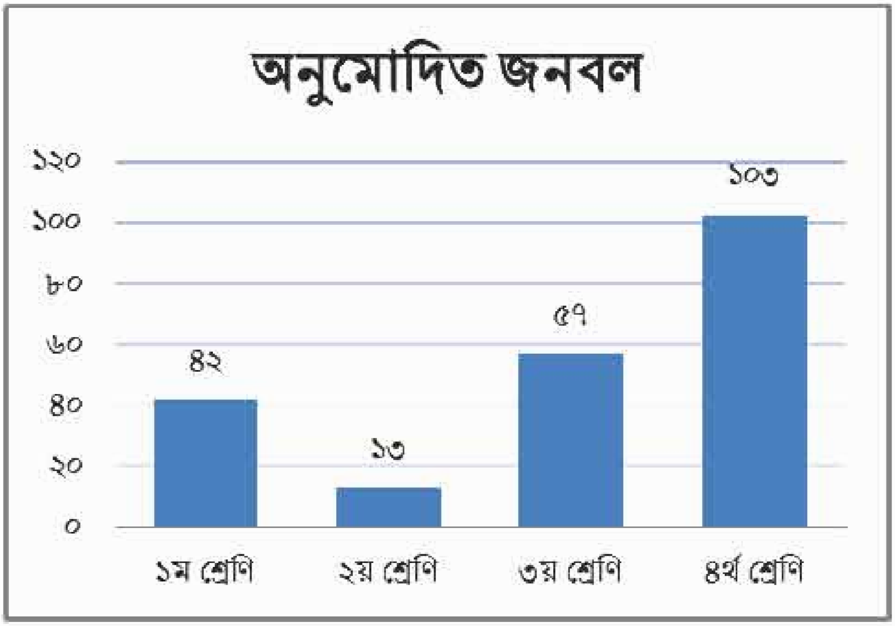

চিত্রঃ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের জনবলের বিবরণ

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ সংযুক্ত

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম এর অনুমোদিত জনবল সাংগঠনিক কাঠামো। মোট-২১৫

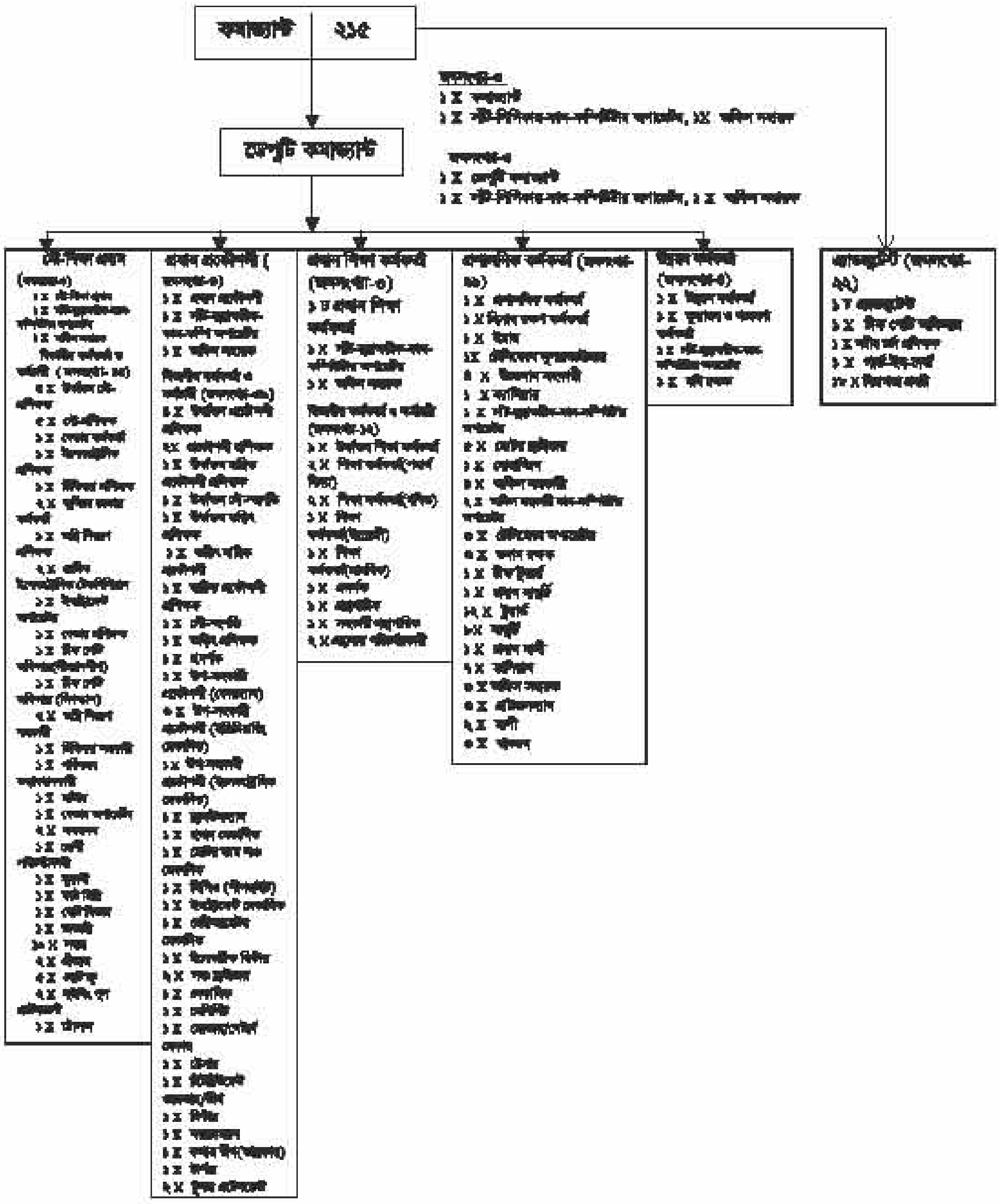

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামে বাস্তবায়নাধীন "অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের (প্রকল্প কোড ২২৪৩০৫৬৫০০) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ২১.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন: ১৬ লক্ষ টাকা, রাজস্ব: ৫ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটি সি-ক্যাটাগরি ভুক্ত হওয়ায় অর্থ ছাড় হয়নি বিধায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি শূণ্য। যা নিচে সারণীতে বিস্তারিত দেয়া হল:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প স্থান ও মেয়াদ	প্রকল্পের ব্যয় ও অর্থায়ন	মন্তব্য
১.	অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির আধুনিকীকরণ	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	১১৪৯৬.৬১ লক্ষ টাকা জিওবি	প্রকল্পটি সি-ক্যাটাগরি ভুক্ত হওয়ায় অর্থ ছাড় হয়নি বিধায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি শূণ্য।
২.	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির জন্য একটি সমন্বিত সিমুলেটর সেন্টার স্থাপন	ঐ	১১০১১.২০ লক্ষ টাকা (কোরিয়ান ইডিসিএফ)	'Scope of work' পরিবর্তনের ফলে পুনরায় ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০০৯-২০২৩)

২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৫৬৭২২ হাজার টাকা বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে রাজস্ব ব্যয় ৫৫৫০১ হাজার টাকা এবং উদ্বৃত্ত ছিল ১২২১ হাজার টাকা এবং সদ্য সমাপ্ত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৩১২০৭৮ হাজার টাকা বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে রাজস্ব ব্যয় ২৫৮৪৭৪ হাজার টাকা এবং উদ্বৃত্ত ছিল ৫৩৬০৪ হাজার টাকা। অন্যান্য অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

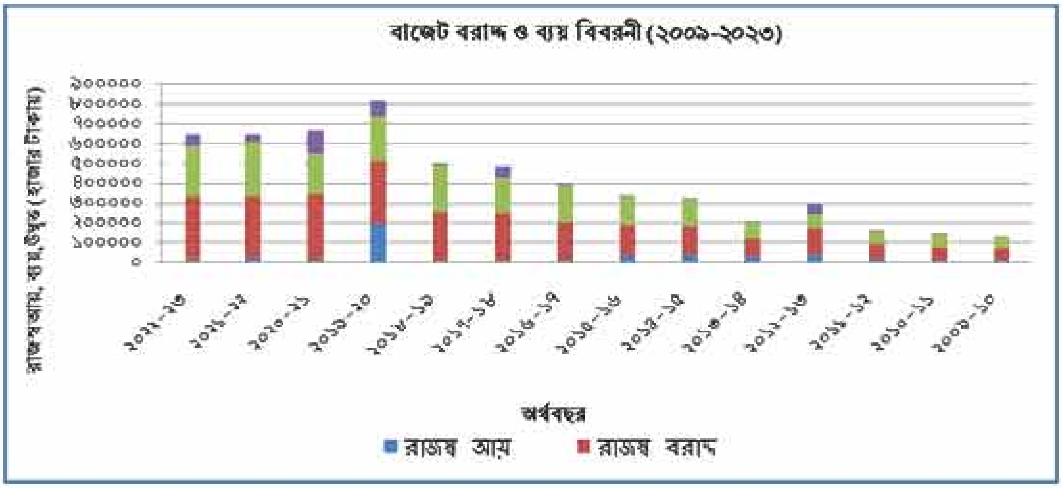

চিত্র ঃ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে ক্যাডেটদের জন্য সিমুলেটর সেন্টার প্রতিষ্ঠা (Full mission), নেভীগেশন কন্ট্রোল এবং মেরিন ইঞ্জিন কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন করা হবে। ক্যাডেটদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে নেভিগেশনাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ।

চ্যালেঞ্জ

ক্যাডেট প্রশিক্ষণ আরও উন্নত করণের লক্ষ্যে সদ্য অনুমোদিত অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে মেরিন একাডেমি আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প সুচারু রূপে বাস্তবায়ন, বিশেষ জাহাজের নেভিগেশন এবং অপারেশন যেমন, ডায়নামিক পজিশনিং (ডিপি), অফশোর সার্ভিস ভ্যাসেল (ওএসভি), রিমোট অপারটেড ভ্যাসেল (আরওভি) সামগ্রিক মেরিনারদের (ক্যাডেট, অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের) প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীর জন্য একটি সমন্বিত সিমুলেটর সেন্টার স্থাপন"। তাছাড়া একাডেমির আন্তর্জাতিক অবস্থান ও উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ সমূহ:

- 'অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে একাডেমির উন্নয়ন' প্রকল্প (অনুমোদিত)
- উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র (বঙ্গবন্ধু টেকনো মেরিনা কমপ্লেক্স) স্থাপন (প্রস্তাবিত)
- কোরিয়ার সহায়তায় 'ফুল মিশন সিমুলেশন সেন্টার' (ইডিসিএফ প্রকল্প) স্থাপন (প্রস্তাবিত)
- যুক্তরাজ্য সরকারের 'মেরিটাইম অ্যান্ড কোস্টগার্ড এজেন্সি' কর্তৃক একাডেমির স্বীকৃতি (চলমান)
- গ্রীসের 'ন্যাশনাল মার্চেন্ট মেরিন একাডেমির'-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (চলমান)
- ফিলিপাইনের 'মেরিটাইম একাডেমি অব এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক'-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (চলমান)
- এস্তোনিয়ার 'এস্তোনিয়ান মেরিটাইম একাডেমি'-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (চলমান)
- নরওয়ের 'ওয়েস্টার্ন নরওয়ে ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লায়েড সাইন্স'-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (চলমান)
- মিশরের 'আরব একাডেমি অব সাইন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট'-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (চলমান)
- ব্রুনাইয়ের 'ব্রুনাই মেরিটাইম একাডেমি'-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (চলমান)

সম্ভাবনা

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৮৫০ জন সমুদ্রগামী মেরিনারদের (প্রি-সী, অনার্স এবং প্রনসিসিয়ারী ও প্রিপারেটরী কোর্স) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। চলমান অর্থ বছরে একাডেমির প্রশিক্ষিত প্রাক সমুদ্র (প্রি-সী) ক্যাডেট সংখ্যা পাঁচ হাজার (৫৬১৫) অতিক্রম করেছে। প্রায় ৫ বছরের চেষ্টায়, ২০২২ সালে, যুক্তরাজ্যের সলেন্ট ইউনিভার্সিটি আমাদের মেরিটাইম শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সম্ভাব্য নানাবিধ সুবিধার মধ্যে, নিখরচায় উচ্চতর শিক্ষক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে ইতোমধ্যে ২টি ব্যাচে ৮ (আট) জন প্রশিক্ষক অনলাইনে কোর্স সমাপ্ত করেছে। এক্ষেত্রে, সলেন্ট ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে, সকল ব্যয় বহন করছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম এমপ্লয়ার্স কাউন্সিল। ২০২১-২২ সালে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'ইরাসমাস গ্রান্ট' বৃত্তির আওতায়, এস্তোনিয়ার 'এস্তোনিয়ান মেরিটাইম একাডেমি' কর্তৃক আমাদের একাডেমির ক্যাডেটসেরকে নিখরচায় মেরিন ডিসিপ্লিন, জাহাজে মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বৃটিশ চেম্বার অব শিপিং-এর মার্চেন্ট নেভী ট্রেনিং বোর্ড কর্তৃক ২০১৯ সালে আমাদের একাডেমিকে প্রদত্ত স্বীকৃতির চলমান ধারায়, ২০২৩ সালের এপ্রিলে, অডিটের ফলাফলে সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।

আশা করা যায় যে, চলমান অর্থ বছরে (1) Western Norway University of Applied Sciences, Norway, (2) UK Maritime & Coastguard Agency-এর স্বীকৃতি, (3) Maritime Academy of Asia Pacific, Philippines-এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জিত হবে।

মেরিন একাডেমির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমূহের মধ্যে ২০১৮-১৯ সালে উদ্ভাবিত 'সাসটেইন্যাবল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্লান' এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই মাসে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সহায়ক জনবান্ধব ক. "আল্ট্রাভায়োলেট ডিসইনফেক্ট্যান্ট ওভেন" (জীবাণুনাশক কেমিক্যাল ও সাবান পানির বদলে একটি আবদ্ধ বাক্সে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিসপত্র জীবাণুমুক্ত করা) খ. "নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর" (নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটরের চাহিদা পূরণের জন্য খুব সহজে একটি ক্লিনিক্যাল আম্বু ব্যাগ ও মটর-পিনিয়াম/নিউম্যাটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অটোমেটিক ভেন্টিলেটর তৈরি করা যেতে পারে। এ ধরনের ভেন্টিলেটর করোনা রোগীর শ্বাস-কষ্ট প্রশমনে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সহ কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালাতে সক্ষম।) এবং গ. অটোমেটিক হ্যান্ড-স্যানিটাইজার। উল্লেখিত ৩টি উদ্ভাবনই বাস্তবায়িত হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন মেরিন একাডেমির দাপ্তরিক কার্যক্রমে ও ক্যাডেট প্রশিক্ষণে কঠোর ভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে এবং এসকল স্বাস্থ্যবিধি খুব সহজে, দ্রুত এবং কম খরচে মেনে চলার একাডেমির নিজস্ব উদ্ভাবিত এই যন্ত্রগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে।

নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর

আল্ট্রাভায়োলেট ডিসইনফেক্ট্যান্ট ওভেন

অটোমেটিক হ্যান্ড-স্যানিটাইজার

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনা

পটভূমি

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনা ৬ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। এটি যমুনা নদীর তীরে মুজিব বাধ সংলগ্ন দৃষ্টিনন্দন একটি স্থানে অবস্থিত, পোষ্টঃ রাজনারায়নপুর, থানাঃ আমিনপুর, উপজেলাঃ বেড়া, জেলাঃ পাবনা। এটি আধুনিক অবকাঠামো সহ ১০ একর জমিতে নির্মিত। একাডেমি তরুণ ক্যাডেটদের রেজিমেন্টাল এবং আবাসিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয় এবং সংশোধিত STCW কনভেনশন দ্বারা নটিক্যাল সায়েন্স এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দক্ষতা সাথে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনা স্বীকৃতী অর্জন করেছে এবং নটিক্যাল সায়েন্স এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ব মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রিতে পেশাদার হওয়ার জন্য তরুণ ক্যাডেটদের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের মেরিটাইম শিক্ষা প্রদান করা একাডেমির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য।

ভিশন | বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনা মেরিন এবং মেরিটাইম প্রশিক্ষণে উৎকর্ষতার জন্য স্বীকৃত বিশ্বমানের মেরিটাইম শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্রে পরিগণিত হবে।

মিশন | আন্তর্জাতিক মানের মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিশ্ব মেরিটাইম সেক্টরের নির্ভরযোগ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হওয়া।

সংস্থার প্রধান প্রধান কার্যবলী সমূহ

১। একাডেমি তরুণ ক্যাডেটদের রেজিমেন্টাল এবং আবাসিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয় এবং সংশোধিত STCW কনভেনশন দ্বারা নটিক্যাল সায়েন্স এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দক্ষতা সাথে প্রশিক্ষণ দেয়।

২। আন্তর্জাতিক মানের মেরিটাইম পেশাদারদের বিকাশ করা।

৩। নাবিকদের জন্য মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

৪। জীবন, সম্পদ এবং পরিবেশের ক্ষতি প্রতিরোধ করা।

৫। সমুদ্রগামী জাহাজের সনদায়নের জন্য প্রয়োজনীয় IMO Model কোর্স সমূহ পরিচালনা করা।

৬। পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় IMO Model কোর্স পরিচালনা করা।

ক্লাস	অনুমোদিত পদ	অনুমোদিত কর্মচারী	কর্মরত কর্মচারী	খালি	মন্তব্য
১ম শ্রেণী	২৯		০৬	২৩	-
২য় শ্রেণী	০৮		০০	০৮	-
৩য় শ্রেণী	২২		০০	২২	-
৪র্থ শ্রেণী	০৯		০০	০৯	-
দক্ষ কর্মী		৩০	২৫	০৫	-
অদক্ষ কর্মী		৩০	২৫	০৫	-
আউটসোর্সিং	১৬		১০	০৬	-
মোট	৮২	৬০	৬৬	৭৮	-

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিকল্পনা

- অগ্নি নির্বাপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন।
- ফুল মিশন ব্রিজ এবং ইঞ্জিন রুম সিমুলেটর সংগ্রহ, তরল কার্গো হ্যান্ডলিং সিমুলেটর সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন।
- ফুটবল এবং ক্রিকেট খোলার মাঠ, আধুনিক সীম্যানশিপ ল্যাব, এবং কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য ৫ একর জমি অধিগ্রহণ এর প্রস্তাব মন্ত্রানালয়ের বিবেচনাধীন।
- একাডেমি কর্মকর্তা এবং ক্যাডেটদের জন্য পরিবহন সেবার ব্যবস্থা।
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় একডেমি সংলগ্ন মুজিব বাঁধে একডেমির অভ্যন্তরস্থ সেনিটারী ওয়াটার নিষ্কাশনের জন্য স্লুইস গেটের নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন।
- Workshop extension shed নির্মাণ।
- শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ চলমান।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ফুল মিশন ব্রিজ এবং ইঞ্জিন রুম সিমুলেটর সংগ্রহ, তরল কার্গো হ্যান্ডলিং সিমুলেটর সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন।
- ফুটবল এবং ক্রিকেট খোলার মাঠ, আধুনিক সীম্যানশিপ ল্যাব, এবং কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য ৫ একর জমি অধিগ্রহণ এর প্রস্তাব মন্ত্রাণালয়ের বিবেচনাধীন।
- একাডেমি কর্মকর্তা এবং ক্যাডেটদের জন্য পরিবহন সেবার ব্যবস্থা।
- পানি উনয়ন বোর্ডের সহায়তায় একডেমি সংলগ্ন মুজিব বাঁধে একডেমির অভ্যন্তরস্থ সেনিটারী ওয়াটার নিষ্কাশনের জন্য স্লুইস গেটের নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- সফলভাবে ২য় ব্যাচের (৩৫ নটিক্যাল ৩৩ ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং ৩য় ব্যাচের (২৩ নটিক্যাল ২২ ইঞ্জিনিয়ারিং) ক্যাডেটদের প্রাক-সমুদ্র প্রশিক্ষণ চলছে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি থেকে অধিভুক্তি লাভ।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি এর অধিনে ২য় ব্যাচ ক্যাডেটদের ৩য় সেমিস্টার পরীক্ষা সম্পন্ন।
- BSMRMU-এর অধীনে ক্যাডেটদের ১ম এবং ৩য় সেমিস্টার পরীক্ষা সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাগুলি সফলভাবে মেনে চলছে।
- নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক Ancillary Course অনুমোদন প্রাপ্তি।
- আধুনিক ফায়ার ফাইটিং ব্লক commissioning.
- পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা এবং ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটের এবং বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের সাথে সমঝোতা স্মারক।
- সামুদ্রিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মান মেনে চলতে সক্ষম।
- ক্লাস রুম, ওয়ার্ক সপ, সিম্যানশিপ ব্লক, সুইমিংপুল এবং সমস্ত প্রশিক্ষণ ল্যাব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড মেনে চলছে।
- পরিবেশ সুরক্ষার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয় মানদন্ড মেনে চলছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

- বনায়ন।
- আধুনিক ফায়ার ফাইটিং ব্লক/Rescue center commissioning.
- Procurement of Educational equipment.
- Dos কর্তৃক Ancillary course এর অনুমোদন প্রাপ্তি।
- বিভিন্ন ব্লকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করণ ও সুসজ্জিত করণ।

চ্যালেঞ্জ

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক পেশাদার প্রশিক্ষকের স্বল্পতা।
- অনুমোদিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।
- অভ্যন্তরস্থ ওয়াশ ওয়াটার, ড্রেন ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য স্লুইসগেট নির্মাণ।
- পর্যাপ্ত খেলার মাঠের অভাব।
- বিভিন্ন শিপিং কোম্পানিতে ক্যাডেটদের চাকুরীর ব্যবস্থা।
- অফিসার ও ক্যাডেটদের জন্য পরিবহন সেবার ব্যবস্থা।

সম্ভাবনা

- প্রশিক্ষিত ক্যাডেট যারা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক শিপিং শিল্পের জন্য সমুদ্রগামী অফিসার হবেন তারা দেশের জন্য অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবেন।
- এছাড়াও এই ক্যাডেটরা স্থানীয় বিদেশগামী জাহাজের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারের দক্ষ জনবলের বিশাল চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।
- এই প্রশিক্ষিত ক্যাডেটরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শিপিং ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন সেক্টরের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও কাজ করতে সক্ষম।
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম।
- দারিদ্রতা বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল

পটভূমি

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টরের ঐতিহ্য প্রাগৈতিহাসিক ও সুবিকশিত। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে জালের মতো প্রবাহিত হয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৭০০ নদ-নদী। এ ছাড়াও পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত, বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর, বৃহত্তম ব-দ্বীপ থাকার কারণে বাংলাদেশের মানুষ বহু বছর ধরেই স্বতঃস্ফূর্ত সমুদ্রচারী। বাংলাদেশের ভৌগলিক কাঠামোর কারণেই বিগত কয়েক যুগ হতে বাংলাদেশ জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও দক্ষ নাবিক তৈরীতে বাংলাদেশ সরকার তথা নৌপরিবহন সেক্টরের উদ্যোগ ও আন্তরিকতা অপরিসীম।

বাংলাদেশের নৌপরিবহন সেক্টরের এই ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন সেক্টরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় উক্ত একাডেমি, পরিত্যাক্ত হয়ে পড়ে। নৌপরিবহন সেক্টরে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা বিবেচনা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী পরিত্যাক্ত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। এরই প্রেক্ষিতে "British Technical Corporation (BTC)" এর সহায়তায় "বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির উন্নয়ন-১৯৭৩" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেন।

বর্তমান সময় আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষ মেরিন প্রফেশনালদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে "বাংলাদেশে ৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপন (বরিশাল, পাবনা, রংপুর ও সিলেট)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে গত ৬ই মে, ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভার্চুয়ালী উদ্বোধন করা হয়। গত ১৪ই জানুয়ারি, ২০২২ তারিখ হতে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল-এ ২য় ও ২য় ব্যাচ ক্যাডেটদের স্বশরীরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভিশন

- আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ মেরিনার গড়ে তোলা।
- ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নৌপরিবহন সেক্টরে অগ্রগামী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুপরিচিত লাভ করা।

মিশন

- সমুদ্রগামী জাহাজের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মেরিন প্রফেশনাল গড়ে তোলা।
- দক্ষ সি ফেয়ারার্স এবং মেরিনার্স রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা।
- বাংলাদেশে মেরিন শিক্ষা সম্প্রসারণ করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ।

সংস্থার প্রধান প্রধান কার্যাবলী

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি এর সিলেবাস অনুযায়ী ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সায়েন্স (নটিক্যাল) এবং ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন মেরিন (ইঞ্জিনিয়ারিং) দু-বছরের প্রি-সী প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পারদর্শীতা সনদ (CoC) পাওয়ার জন্য আবশ্যক এনসিলারী কোর্সের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৩য় বর্ষের শিপ বোর্ড প্রশিক্ষণ পরবর্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত অনার্স ডিগ্রি পোস্ট-সী প্রশিক্ষণ ও STCW এর চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- সমুদ্রগামী জাহাজের সনদায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় IMO Model কোর্স সমূহ পরিচালনা করা।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশালের জন্য ৭১টি স্থায়ী জনবল পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে। নিয়োগ বিধি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশালের জনবলের কাঠামো নিম্নরুপঃ

১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
৩১	৬	২১	১৩	৭১

বর্তমানে একাডেমির কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত প্রেষণ ও সংযুক্তিতে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা হতে ০৯ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছেন। এছাড়াও একাডেমির জনবলের চাহিদা বিবেচনা করে অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৬টি আউটসোর্সিং পদ, ২৫টি দক্ষ দৈনিক ভিত্তিক মজুর ও ৩৫টি অদক্ষ দৈনিক ভিত্তিক মজুর পদের অনুমোদন রয়েছে।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ক্যাডেটদের খেলার মাঠ তৈরির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং উক্ত জায়গায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
- অগ্নিনির্বাপনের বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি অত্যাধুনিক Fire Fighting Simulator স্থাপন সম্পন্ন।
- ৪৫০ কে ভি এর একটি জেনারেটর স্থাপন।
- একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে ১০,০০০ লিটার উৎপাদন ক্ষমতার একটি RO Plant স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল-এর সৌন্দর্য্য এবং পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে একাডেমি প্রাঙ্গনে বনায়ন কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। এছাড়াও একাডেমির মেইন গেট সংলগ্ন খালি জায়গায় বনায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ক্যাডেটদের জাহাজ সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের লক্ষে ব্রীজ সিমুলেটর স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ক্লাস রুমের Interactive smart board স্থাপন।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২১-২০২৩)

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অর্জনের হার
২০২১-২২	১১.৮০	৬.২৪	৫২.৮৫
২০০২-২৩	১৩.৮২	৬.৮৮	৪৯.৭৮

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ অবকাঠামোসহ খেলার মাঠ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ক্যাডেটদের জাহাজ পরিচালনার বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিমিত্ত Full Mission Bridge Simulator, Full Mission Engine Simulator ও Liquid Cargo Simulator স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রশিক্ষণার্থী ও এলামনাইগণের ডিজিটাল ও রিমোট একসেসের মাধ্যমে মেরিটাইম সংক্রান্ত সকল বইপত্র, গবেষণা প্রকাশনা প্রভৃতি অধ্যয়নের সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত ই-লাইব্রেরী স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল-এর প্রশিক্ষণের মান আন্তর্জাতিক মানদন্ডে আনয়নের লক্ষে দেশি বিদেশী বিভিন্ন মেরিটাইম ট্রেনিং ইনস্টিটিউশণের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রয়েছে। এপ্রেক্ষিতে World Maritime University, Malmo, Sweden এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষে জনবল বিদেশে প্রশিক্ষণের নিমিত্তে প্রেরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সংস্থার উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০২২-২০২৩) জুন পর্যন্ত

- ক্যাডেটদের ০৪ বছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি (BSMRMU) হতে অনার্স ডিগ্রী প্রদান করার নিমিত্ত গত ০৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটিতে অধিভূক্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- সকল ক্লাসরুমে Interactive Flat Pannel মনিটর স্থাপন করে ডিজিটাল ক্লাসরুমে রূপান্তর করা হয়েছে।
- কম্পিউটার ও ল্যাংগুয়েজ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

- একাডেমিক কার্যক্রম সকল স্তরে প্রচারের জন্য একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। (www.macademybarishal.gov.bd)
- দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে এবং একাডেমির আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে PABX (Private Automatic Branch Exchange) স্থাপন করা হয়েছে।
- ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম যথাযথ পরিচালনার জন্য পূর্বের ১০০ KVA এর সাথে আরও ৪৫০ KVA জেনারেটর স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনার জন্য ফায়ার ফাইটিং সিমুলেটর স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর ক্যাডেটদের শিক্ষার মান উন্নয়নে সহযোগিতা সম্পর্কিত একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়।
- একাডেমির সম্মুখ সীমানার বাইরে সরকারি জায়গায় স্থাপিত অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত জায়গায় বনায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিভিন্ন ত্রুটি নিরসন ও প্রশিক্ষকদের পুন:পর্যালোচনার জন্য সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভিডিওগ্রাফিতে ধারণ করা হয়। এছাড়াও ধারনকৃত ভিডিওসমূহ দেখে প্রশিক্ষণার্থীগণ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ পাচ্ছে।
- Student & Exam Management System স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। যা ছজ Code কোড স্ক্যানের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত হতে এর প্রাপ্যতা সহজলভ্য হবে।
- দেশে এবং বহির্বিশ্বে অত্র একাডেমির পরিচিতি লাভের জন্য ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যাদি একাডেমির ওয়েবসাইটে ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রচারের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়।

চ্যালেঞ্জ

- কোন স্থায়ী জনবল ছাড়াই একাডেমির সকল প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।
- Boat Operation, Survival Technique প্রভৃতি প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় Training Vessel ও জেটির অভাব।
- একাডেমির প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় নিজস্ব যানবাহন না থাকা।
- একাডেমির প্রশিক্ষণরত ক্যাডেট ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জরুরি সুচিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা না থাকা।

সম্ভাবনা

- আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ মেরিনার গড়ে তোলা, নৌপরিবহন সেক্টরে অগ্রগামী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুপরিচিত লাভ করা।
- সমুদ্রগামী জাহাজের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ সি ফেয়ারার্স এবং মেরিনার্স রপ্তানির মাধ্যমে অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।
- মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ।
- আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল-এর বিভিন্ন উন্নয়ন/ সেবামূলক কার্যক্রমের ক্যাপশনসহ আলোকচিত্র

Weihai Vocational College (WVC) এবং Weihai Xingya Shipping Co., Ltd. (WXSCL) এর কর্মকর্তাগণ সমঝোতা (MoU) লক্ষে BMA Barishal পরিদর্শন

BMA Barishal ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ Weihai Vocational College (WVC) এবং Weihai Xingya Shipping Co., Ltd. (WXSCL) সমঝোতা (MoU) লক্ষে চীনে ভ্রমণ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম এর সাথে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশাল এর সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর

ক্যাডেটদের প্যারেড

ক্যাডেটদের ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর

পটভূমি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত এবং উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেন। এ রূপকল্প এবং বর্ণিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে নতুন করে ৪টি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করতঃ গত ০৬ মে ২০২১ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুরে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন মেধাবী এবং বুদ্ধিদীপ্ত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য কাঙ্খিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

ভিশন

সর্বশেষ সংশোধিত STCW এর আলোকে তৈরিকৃত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ, মেধাবী এবং ভবিষ্যত নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম কর্মকর্তা পর্যায়ের মানব সম্পদ গড়ে তোলা।

মিশন

আন্তর্জাতিক মানের প্রাক-সামুদ্রিক প্রশিক্ষণ, পেশাগত আনুষঙ্গিক কোর্স পরিচালনা, বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চতর সামুদ্রিক প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা।

সংস্থার প্রধান কার্যাবলী

- সর্বশেষ সংশোধনী STCW ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত পাঠ্যক্রম মোতাবেক পাঠদান এবং পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- ভর্তিকৃত তরুণ ক্যাডেটদের রেজিমেন্টাল ট্রেনিংসহ পেশাগত ও দক্ষ নাবিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একাডেমিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কঠোর শৃঙ্খলা ও শারীরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্যাডেটদেরকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাণিজ্যিক নৌবহরে সাহসী, দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

- সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজে পেশাগত দায়িত্বপালনে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্যাডেটদের বিভাগ অনুযায়ী (নটিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।
- নির্ধারিত অভিজ্ঞতা অর্জনের পর উচ্চতর কোর্সসমূহ সম্পন্নের মাধ্যমে সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি (CoC) অর্জনে সক্ষম প্রশিক্ষিত ক্যাডেট গড়ে তোলা।
- সমুদ্রগামী জাহাজের সমদায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় IMO Model কোর্স সমূহ পরিচালনা করা।
- পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চতর পেশাগত IMO Model কোর্স পরিচালনা করা।
- পেশাগত উচ্চতর কোর্সসমূহ ক্লাস ১, ২, ৩ ডেক ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা ও সমদায়নের প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা।

Class	Approved Employee	Working Employee	Vacant	Remarks
1st Class	33	07	26	প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি অনুযায়ী
Visiting Lecturer	12	12	-	সচিবালয়ের অনুমোদনকৃত
Residential Doctor (Part Time)	01	01	-	-
2nd Class	07	01	06	-
3rd Class	16	-	16	-
4th Class	14	-	14	-
Skilled Worker	25	23	02	সচিবালয়ের অনুমোদনকৃত
Unskilled	35	26	09	
Outsourcing	10	-	10	-
Security (Ansar)	12	12	-	-
Total	165	82	83	-

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ফুল মিশন ব্রিজ সিমুলেটর এবং ইঞ্জিন রুম সিমুলেটর, তরল কার্গো হ্যান্ডলিং সিমুলেটর সহ সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন।
- খেলার মাঠসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ।
- একাডেমির কর্মকর্তা ও ক্যাডেটদের পরিবহন সেবার ব্যবস্থা।
- আধুনিক ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সংযোজন প্রক্রিয়া চলমান।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২২-২০২৩)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অর্জনের হার
২০২০-২১	৫,৮৭,০২/-	২,৭৯,৯৭/-	৪৭,৬৯%
২০২১-২২	৯,৮২,৩৫/-	৮,৪২,৩৬/-	৮৫.৭২%
২০২২-২৩	১২,৮৫,১৯/-	১১,৩৬,২৫/-	৮৮.৪১%

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- অবকাঠামোগত নতুন স্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর-এর ক্যাডেট প্রশিক্ষণ ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাস্টার প্লান তৈরি অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন।
- Waterborne/পানিজনিত প্রশিক্ষণ এবং ক্যাডেটদের সামুদ্রিক পরিবেশের আবহ তৈরির জন্য ন্যূনতম লেক নির্মাণ করা।

সংস্থার উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- ডিজিটাল সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের ক্লাস রুম যেখানে Interactive Flat Panel, আধুনিক Sound System ও Wifi সংযোগের মাধ্যমে শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- বিভাগ ও বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত বই সম্বলিত আধুনিক লাইব্রেরী ও ই-লাইব্রেরী সুবিধা।
- সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষা বান্ধব ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা।
- ডিজিটাল সুবিধা সম্বলিত Language Lab ও Computer Lab স্থাপন এর মাধ্যমে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেটদের জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণের নিমিত্ত ব্যাপক সুবিধা সম্বলিত Demo Hall স্থাপন।
- নটিক্যাল বিভাগের ক্যাডেটদের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা সম্বলিত হাতে কলমে প্রশিক্ষনের নিমিত্ত Seamanship Model Room ও Nautical Bridge Model Room স্থাপন।
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৫৫০ KVA জেনারেটর স্থাপন।
- একাডেমির অভ্যন্তরীন যোগাযোগের সুবিধার্থে PABX স্থাপন।
- দূর্বল সাতারুদের জন্য আধুনিক সুইমিংপুল স্থাপন।
- বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে Physics Lab, Chemistry Lab, Electrical Lab ও Mechanical Lab স্থাপন।
- সমুদ্রগামী জাহাজের সনদায়নের জন্য প্রয়োজনীয় IMO Model Course এর সরঞ্জামাদি ও মালামাল সংযোজন।
- ক্যাডেটদের নৌ প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে রেসকিউ বোট, ডেবিট এবং ডেবিট স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- একাডেমিক কনফারেন্স রুমের ব্যবহারিক সুবিধার্থে ইনটেরিওর ডিজাইনসহ সম্পন্ন করণ।
- পানির স্বনির্ভরতা এবং নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহের জন্য বিকল্প একটি ৩০ হর্স পাওয়ার সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এর অধিভুক্তি সম্পন্ন করণ।
- মুজিব কর্নার স্থাপন।
- ফায়ার ফাইটিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- একাডেমির নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা।
- আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত অত্র একাডেমি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা।
- অত্র একাডেমির প্রস্তাবিত টিওএন্ডই অনুযায়ী যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ।
- সংশ্লিষ্ট সুবিধাবলি সম্বলিত পোষ্ট-সী হোস্টেল নির্মাণ করা।

সম্ভাবনা

- মেরিটাইম সেক্টরে প্রশিক্ষিত ক্যাডেটদের আন্তর্জাতিক বাজার বাংলাদেশের অনুকূলে আনয়ন।
- প্রশিক্ষিত ক্যাডেটদের আন্তর্জাতিক সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজে প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মকর্তা সরবরাহকারী হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।
- মেরিটাইম সেক্টরে উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম সুবিধাদি প্রদান।
- দেশের চাহিদা পূরণ করতঃ বিদেশি ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।
- নারীর ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে ভবিষ্যতে অত্র একাডেমিতে নারী ক্যাডেট প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ক্যাপশনসহ আলোকচিত্র

অত্র একাডেমির প্রবেশদ্বার ও ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড

Life Boat, Life Raft লঞ্চিং সুবিধা সহ

ZRICH Shipping CO. Ltd and Marine Hive Ltd. এর সহিত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর ক্যাডেট রিক্রুটমেন্টের সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর

Gemini Maritime Agency, Bangladesh কর্তৃক এর সহিত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, রংপুর ক্যাডেট রিক্রুটমেন্টের সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর

Welcome Capt. Wu Wei

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, সিলেট

পটভূমি

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, সিলেট একটি নৌ-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। (নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে) ইহা IMO এর একটি বিশেষায়িত সরকারী সংস্থা।

ভিশন

Developing World-Class Maritime Leaders.

মিশন

Emerging as a leading Maritime education, training and research Facility provider in the shipping world through continuous innovation and endeavours.

প্রধান কার্যাবলী

সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার তৈরী করার নিমিত্তে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ক্যাডেট প্রশিক্ষণের জন্য সিমুলেটর স্থাপনের পরিকল্পনা (ব্রীজ সিমুলেটর, ইঞ্জিন সিমুলেটর ও লিকুইড কার্গো)
- ভূমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা (ক্যাডেটদের খেলার মাঠ, Pos-Sea Hostel, Officer's Club etc.)
- Fire Fighting Simulator স্থাপন হয়েছে।
- Survival Training at sea এর স্থাপন হয়েছে।
- ২য় ও ৩য় ব্যাচ ক্যাডেদের প্রশিক্ষন চলমান।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০২১-২০২৩)

ক্র. নং	অর্থ বছরের নাম	বরাদ্দ	খরচ
০১	২০২০-২১ অর্থ বছর	৫,৮৭,০২,০০০.০০	৯৭,৩৬,১৪৮.০০
০২	২০২১-২২ অর্থ বছর	৯,২৬,৭৫,০০০.০০	৬,২৮,৯০,০০০.০০
০৩	২০২২-২৩ অর্থ বছর	১০,০১,১৬,০০০.০০	৫,৫২,৩৮,০০০.০০

সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় স্থায়ী জনবল নিয়োগ ও সিমুলেটর স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- অত্র একাডেমিকে পূর্ণদ্যমে সাজানো।
- ২য় ব্যাচ ক্যাডেটদের Passingout ২০২৩ এর প্রস্তুতি গ্রহণ করা।
- ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ মান নিশ্চিত করণ।

চ্যালেঞ্জ

- স্থায়ী জনবল নিয়োগ ব্যতীত প্রতিষ্ঠান চলমান রাখা।
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার অনুপাতে অপ্রতুল ভূমি ব্যবস্থাপনা।
- ক্যাডেট ও স্টাফদের পরিবহনের জন্য নিজস্ব কোন গাড়ী নেই।

মন্ত্রণালয়/সংস্থার উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০০১-২০২৩ জুন পর্যন্ত)

- ৪টি নতুন মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠার কারণে ক্যাডেটদের আন্তর্জাতিক বাজারে চাকুরীতে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে।

সম্ভাবনা

- ক্যাডেটগণ সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বিশেষ অবদান রাখবে।

BANGLADESH MARINE ACADEMY, SYLHET

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম

পটভূমি

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। নদীই এ দেশের প্রাণ। এ নদীর সূত্র ধরেই বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানীর আদি বাহন ছিল নাবিক সম্প্রদায়। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্বের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় নববই শতাংশই পরিচালিত হয় সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে। সময়ের প্রয়োজনে এবং আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে নৌ-শিল্প দ্রুতগতিতে উন্নত থেকে উন্নতর হচ্ছে। আর তা সম্ভব হচ্ছে নৌ-কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাগত দক্ষতা, কর্মনৈপুণ্যতা ও নৌ-বহর পরিচালনার পারদর্শিতার উপর, যা তাদের অত্যন্ত শৃংখলা ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। এ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৫২ সালে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট বাংলাদেশী নাগরিকদের আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO'র) Standards of Training, Certification & Watchkeeping for Seafarers (STCW)-1978 as amended convention মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করার উপযোগী করে গড়ে তোলে (Human resource development in maritime sector)। এ ইন্সটিটিউট হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রেটিং (নাবিক)গণ দেশী-বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে; যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ স্মার্ট বাংলাদেশ বি-নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভিশন

আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা (IMO) এর এসটিসিডব্লিউ-১৯৭৮ এবং সংশোধিত কনভেনশন এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান মোতাবেক নৌ-শিক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ভিশন

বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রী-সী ও পোস্ট-সী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নৌ-জনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলে নিরাপদ ও দক্ষতার সাথে জাহাজ পরিচালনার জন্য বিশ্ব নৌ-বহরে রেটিং (নাবিক) সরবরাহ উপযোগী করা।

প্রধান কার্যাবলী

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট বাংলাদেশী এস.এস.সি পাশ এবং কোন কোন পদে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমাধারী বেকার যুবকদের মধ্য হতে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত রেটিং(নাবিক)দের আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO'র) Standards of Training, Certification & Watchkeeping for Seafarers (STCW)-1978 as amended convention মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুসরণে প্রী-সী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করার উপযোগী করে গড়ে তোলে (Human resource development in maritime sector)। তাছাড়া চাকুরীরত নাবিকদের দক্ষতা ও পদোন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের পোষ্ট-সী কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে সর্বমোট ২৮টি পদ আছে। তন্মধ্যে ১৮টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী পদ রয়েছে। বর্তমানে অধ্যক্ষসহ ৫ জন স্থায়ী প্রশিক্ষক এবং ১০জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। তাছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পেশাগত ও অভিজ্ঞ ২৫জন অতিথি প্রশিক্ষকের একটি প্যানেল রয়েছে।

চলমান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রতি বছর প্রী-সী কোর্সে ৬০০ জন এবং পোস্ট-সী কোর্সে ১৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে। তাছাড়া ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, রাজশাহী স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী (২০০৯-২০২২)

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট একটি সেবামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বিগত ১৪ বৎসরে (২০০৮-০৯ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত) মোট ২৫৫১.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে এবং ৭৭৭.৫৪ লক্ষ টাকা আয় করেছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

ক) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, রাজশাহী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

খ) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে আগামী ৫ বৎসরে প্রী-সী কোর্সে ১০০০ জন এবং পোষ্ট-সী কোর্সে ৫০০০ জন সর্বমোট ৬,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান কর

চ্যালেঞ্জ

- পেশাগত প্রশিক্ষক অপ্রতুল: বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মেরিন একাডেমি এবং ইন্সটিটিউটে পেশাগত প্রশিক্ষক সংকট রয়েছে। প্রশিক্ষকদের মানসম্মত বেতন-ভাতা প্রদান করে প্রশিক্ষকদের আকৃষ্ট করতে হবে।

- যথাযথ মার্কেটিং না করা: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বড় বড় জাহাজ কোম্পানীতে বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিকদের মার্কেটিং বৃদ্ধি করতে হবে

সম্ভাবনা

ক) বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি ২টি প্রতিষ্ঠানে বছরে ১,০০০ জন এবং বেসরকারি ৫টি প্রতিষ্ঠানে ৮৫০জন মোট = ১,৮৫০ জন রেটিং (নাবিক) কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে চাকুরির সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে।

খ) মেরিটাইম প্রশিক্ষণের কারণে বাংলাদেশ প্রচুর পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

গ) দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

ঘ) বেকারত্ব দূর করছে।

ঙ) জীবন যাত্রার মান উন্নত করছে।

চ) সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাসের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

১। সুইস গেইট নির্মাণ।

২। সংক্রিয় ঘন্টা বাজানো।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও প্রধান অতিথির নিকট প্যারেড শুরু করার জন্য প্যারেড কমান্ডার অনুমতি চাচ্ছেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও প্রধান অতিথি প্যারেড পরিদর্শন করছেন।